শোক-বিজয়

ভৈরবি—একতালা।

কি হবে কোথায় যাব মরণের পর।
ভাবিয়া না পাই কূল ব্যাকুল অন্তর॥
থাকিতে চির কল্যাণী, প্রকৃতি বিশ্ব জননী,
ফুরাইব কি অমনি, হলে দেহান্তর।
তবে কেন এত আশা, চির উন্নতি লালসা,
সদা তোলা পাড়া করে, মনের ভিতর।
এত যে জ্ঞান পিপাসা, স্নেহ প্রণয়ের আশা,
সকলই কি বৃথা হবে, কিছু দিন পর।
জীবের দেখি উন্নতি, নীচ হতে উচ্চ গতি,
গুটি হতে প্রজাপতি, মরি কি সুন্দর।
(তেমনি) দেহ হতে অবসর, যখন হবে আত্মার,
অনন্ত উন্নতি পথে, যাবে পরাপর।

মহাভারতে লিখিত ১৮ দিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, শত পুত্রের মাতা গান্ধারী ও বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র শত শত বিধবা পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূগণ সঙ্গে দ্বৈপায়ন কাননে গিয়া বসবাস করিয়াছেন। কুন্তী ও বিদুর উহাদের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। এই কালে নারদমুনি মহর্ষি ব্যাসদেব সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দুই জনে একত্রিত হইয়া যথায় রাজপরিবার অজ্ঞাত বনবাস করিতে-ছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন। নারদ সদা সদানন্দ। বসন্ত কালের প্রাতঃকালে কানন অতি অপরূপ রূপ ধারণ

করিয়াছে, মুনিবর বীণা বাজাইতে বাজাইতে উপরের লিখিত গানটী ক্রমশঃ গাইতে লাগিলেন। পরে রাজ-পরিবারগণ-নিকট উপস্থিত হইলে সর্ব্বাগ্রে গান্ধারী ২খান আসন লইয়া ঋষিদ্বয়ের পদ পূজা করিয়া বসিতে প্রার্থনা করিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিধবা রমণীগণ উহাঁদের ঘেরিয়া চতুর্দ্দিকে বসিল।

ব্যাস বলিলেন, গান্ধারী ও কন্যাগণ! আপন আপন কুশল বার্ত্তা কহ।

কন্যাগণ তাবতেই আপন আপন খাড়ূশূণ্য বাম হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিল, দেব! আমাদের কুশল এই দেখ। এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সকলে কাঁদিতে লাগিল।

ব্যাস বলিলেন, পতি-পুত্র-শোকে-কাতরা রমণীগণ! শোক পরিহার কর। এই বিশ্বজগৎ মধ্যে সমস্ত বস্তুই অমর। মানুষ দূরে থাকুক বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী কাহারও একেবারে লয় হয় না। এই অসীম বিশ্ব-জগৎ পদার্থ দ্বারা পরিপূরিত এবং এক অনন্ত প্রবল জীবন-প্রবাহ ইহাকে ব্যাপিয়া বিস্তারিত রূপে বহিতেছে। ঐ জীবন-প্রবাহ পদার্থের সহিত সংমিলিত হইলেই জীবের সৃষ্টি হয়। এই রূপে জলে মৎস্য, আকাশে বিহঙ্গম ও ধরাতে নানা মত জীবের সৃষ্টি হইতেছে। তাবতেই কিছু-দিন আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় এবং সময় উপস্থিত হইলে তাবতেরই জড় শরীর পঞ্চভূতে এবং জীবনবায়ু সেই অনন্ত জীবন-প্রবাহে মিসাইয়া যায়। ফলতঃ যাহাকে

তোমরা মৃত্যু কহ, সে কেবল রূপান্তর মাত্র। জীবন সম্বন্ধে অন্যান্য জীবের সহিত আমাদের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বংশবৃদ্ধি-চেষ্টা, অপত্য-স্নেহ, ভয়, লোভ, কাম, ক্রোধ সকল জীবেতেই সমান এবং যাহাকে তোমরা মৃত্যু বা রূপান্তর বল, তাহাও সকলেতেই সমান দেখা যায়। কিন্তু আমাদের শরীর মধ্যে আর এক সূক্ষ্ম শরীর আছে, ইহার নাম আত্মা। একটী লোহার গোলা আগুনে পোড়াইলে তাহার প্রত্যেক রেণু মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করে, ঐরূপ আত্মা আমাদের শরীরের তাবৎ অংশে ব্যাপিয়া আছেন। এই আত্মার ধ্বংশ বা লয় নাই। পৃথিবী ইহার জন্মভূমি, এবং এই খানে ইনি অনন্ত উন্নতির ফলা বানান প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করেন। কাল সহকারে বা দৈবযোগে এই শরীর নষ্ট হইলে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া উপরে উঠিয়া যান। দেখ, ঐ যে গোলাপ ফুলের মুকুলটী দেখিতেছ, উহা শীঘ্রই একটী সুন্দর পুষ্প হইয়া যেমন ফুটিবে, তেমনি উহার মধ্যস্থিত সার পদার্থ অর্থাৎ সুগন্ধ উপরে উঠিয়া যাইবে ও পাপড়ি গুলি ভূতলে পড়িয়া মাটি হইবে। সেইরূপ আমাদের শরীর নষ্ট হইলে আত্মা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া উপরে উঠিয়া যান এবং জড় নির্ম্মিত শরীর পঞ্চভূতে ও প্রাণবায়ু জীবন প্রবাহে মিসাইয়া যায়। অতএব তোমরা যাহাকে মৃত্যু বল সেটী কেবল আত্মার জন্ম বা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ মাত্র। এখানে আপন আত্মীয় স্বজন শোকে কাতর হইয়া ভূতলে পড়িয়া চীৎকার

করিতে থাকে, আবার আত্মা-ভূমে আনন্দের ধুম পড়িয়া যায়। আত্মা-শরীর-বিশিষ্ট আপন প্রিয়তম স্বজনগণ আত্মার প্রসব বা জন্মকাল প্রতীক্ষা করিয়া পীড়িত ব্যক্তির বিছানার পার্শ্বে থাকিয়া তাহাকে সেবা করিতে থাকেন এবং শরীর হইতে পৃথক হইবামাত্র সঙ্গে করিয়া আত্মা-ভূমে লইয়া যান।

নারদ বলিলেন, ব্যাস! তুমি সত্য কালের কথা জাননা তখন মনুষ্যের শরীরে কিছুমাত্র পাপ প্রবেশ করে নাই,তজ্জন্য যাহার যেরূপ আত্মা তাহা দেহ ভেদ করিয়া দেখা যাইত।

গান্ধারী বলিল, মহর্ষি! আপনি সকল কালের সংবাদ রাখেন, কিন্তু আমরা পোড়া দ্বাপর যুগের লোক, সোণার সত্য যুগের কথা শুনিয়া কি করিব। গুরুদেব! আত্মার জন্ম কথা বলিবার কালে বলিলেন যে মৃত্যুকালে আপন আপন মুক্ত-দেহ-বিশিষ্ট আত্মীয় স্বজন নিকটে উপস্থিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমার মাতা পীড়িত হইয়া অনেক দিন দুঃখ ভোগ করেন এবং মৃত্যুর ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতে আমার পিতা তাঁহার নিকটে বসিয়া সুশ্রুসা করার কথা সর্ব্বদা বলিতেন, আমরা ভাবিতাম যে মা বিকারে বিহ্বল কহিতেছেন।

ব্যাস বলিলেন, গান্ধারী! ঠিক বলিয়াছ, মৃত্যু কাল উপস্থিত হইলে মস্তিষ্কের অবস্থা এরূপ হয় যে আত্মীয় স্বজনের বা প্রিয়তমগণের মুক্ত-আত্মা নিকটে থাকিলে অনেকে তাহাদের দেখিতে পায় ও কখন কখন নাম ধরিয়া

ডাকে। চিকিৎসকগণ বিকার ভাবিয়া বিষাক্ত ঔষধ সেবন ও মস্তকে বালির তাপ দিয়া থাকেন। আর অসুর চিকিৎসকগণ রক্তমোক্ষণ, ঘাড়ে ফোস্কা, পিচ্‌কারি ও মস্তকে বরফ দেওয়া ব্যবস্থা করে এবং উপস্থিত দর্শক গণকে যমের সহিত টানাটানি করিতেছে বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। ইহা কেবল মরার উপর খাঁড়ার ঘা মাত্র। যাহা হইক কন্যাগণ! এক্ষণে কি প্রকারে আত্মার জন্ম হয় তাহা বিশেষ করিয়া বলি, মন দিয়া শুন। অনেক দিন হইল আমি দক্ষিণ অরণ্যে তপস্যা করিবার কালে তথায় একশত বৎসর বয়ক্রমা একজন বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকন্যা বাস করিতেন। তিনি কি কারণে, কখন, কোথা হইতে ঐ স্থানে আইসেন কেহই বলিতে পারিত না। তিনি দিবসে সন্নিহিত গ্রাম সমূহে ভিক্ষা করিতেন। ও রাত্রি হইলে ঈশ্বর আরাধনা এবং পথভ্রান্ত শ্রান্ত-পথিকগণকে নিজ কুটীরে আশ্রয় দিয়া তাহাদের সেবা করিয়া কাল কাটাইতেন। আমি তাঁহার গুণে অতিশয় বাধিত ছিলাম ও তজ্জন্য তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতাম। এক দিন হঠাৎ তিনি আমাকে বলিলেন, আজ ৪।৫ মাস হইতে আমি দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছি, শরীরে কোন পীড়া দেখিতে পাই না, কিন্তু এরূপ দুর্ব্বলতার কারণ কিছু বুঝিতে পারি না। আপনি একবার দয়া প্রকাশিয়া শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখুন। আমি তৎক্ষণাৎ ধ্যানে বসিয়া তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশিয়া দেখিলাম যে তাঁহার পেটে

উৎকট রোগের অঙ্কুর হইয়াছে ও তাহা আরোগ্য হইবার কোন উপায় নাই। আমি বৃদ্ধাকে বলিলাম যে ভীত হইবেন না, আপনি আর ভিক্ষা করিতে নগরে যাইবেন না, আমি আপনার আহার প্রত্যহ এইখানে আনিয়া দিব। এইরূপে ৭।৮ দিন যায়, এক দিন দুই প্রহর কালে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি যে বৃদ্ধা কুটীরের বাহিরে পড়িয়া আছেন, আমাকে দেখিবামাত্রে তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, মহর্ষি! আমার কি বাঁচিবার কোন উপায় নাই? আমি বলিলাম যে আপনার রোগ অতি প্রবল। কন্যা এক দৃষ্টে আমার পানে কিঞ্চিৎ ক্ষণ চাহিয়া রহিলেন পরে বলিলেন মহর্ষে! এ সংবাদ কি আমার পক্ষে শুভ-জনক নহে?

আমি বলিলাম আত্মার কারাগার হইতে মুক্ত হইবার কাল অতি শুভ-জনক সন্দেহ নাই।

কন্যা। তবে আপনার মতে সকল মনুষ্যের একেবারে মরা উচিত।

ব্যাস। মুক্তকাল ভাল বটে কিন্তু তজ্জন্য মৃত্যু ইচ্ছা করা উচিত নহে।

কন্যা। তবে কি আমার মৃত্যু ইচ্ছা করা অন্যায়?

ব্যাস। অবশ্য অন্যায়। প্রথমে আরোগ্য জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করা উচিত।

কন্যা। আপনি কি বলিলেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

ব্যাস। এই শরীর মধ্যে যত দিন থাকিতে পারা যায় ততদিন থাকা উচিত।

কন্যা। ভাল যদি আমি ঔষধ সেবন না করি পরকালে কি আমার অসৎগতি হইবেক?

ব্যাস। যাহারা ইহকালের সমুদায় নিয়ম সুচারুরূপে প্রতিপালন করে তাহাদের কিছুই ভয় নাই।

এই কালে তিনি বলিলেন, আমার গায় একখান লেপ দাও, বড় শীত করিতেছে। সে সময় গ্রীষ্মকাল, এরূপ শীত দেখিয়া আমার মনে আরও সন্দেহ হইল যে তাঁহার মুক্তকাল উপস্থিত। আমি তাঁহার গায়ে লেপ দিলাম।

কন্যা। আমি কি ইহকালের কার্য্য উত্তম রূপে করিয়াছি?

ব্যাস। বোধ হয় করিয়াছেন।

কন্যা। তবে আমার আর কোন ভয় নাই। আইস মৃত্যু-রাজ! আর আমার কোন ভয় বা চিন্তা নাই। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার হাস্য বদন ও আনন্দ পূর্ণ লোচন দেখিলাম। "এই যে কর্ত্তার সঙ্গে দেবকলেবর যুবকটী কেগা"। বাক্য স্থগিত হইয়া নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল। আমি তৎক্ষণাৎ ধ্যানে বসিলাম। দেখিলাম আত্মা সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া ছিলেন এক্ষণে শরীরের তাবৎ অংশ হইতে তেজ নিঃসৃত হইয়া মস্তিষ্ক পানে দৌড়িতে লাগিল। শরীরের তাবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আত্মার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে ক্রমে ক্রমে অক্ষম হইতে লাগিল, আত্মার তেজ যত তাহাদের নিকট হইতে

নিঃসৃত হইয়া উচ্চদিকে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই তাহারা, উনি না যাইতে পারেন তজ্জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিল। বহু দিন হইতে একত্রে সহবাস করায় পরস্পর প্রণয় হইয়াছিল এবং শরীর আত্মাকে আপন অংশীদার ভাবিয়া, উনি যাহাতে পরিত্যাগ করিয়া না যান তজ্জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। তুফান বিপরীত স্রোতের ফল। এক দিকে শরীর হইতে মুক্ত হইবার জন্য আত্মা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে জীবিত শরীর আত্মাকে স্বস্থানে রাখিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেঁকান, হাত পা খেঁচুনি, শ্বাস-কষ্ট প্রভৃতি যে বিধি মত কষ্ট পাইতেছে বলিয়া বোধ হইল,তদ্দৃষ্টে মনে মনে ভাবিলাম যে সাধারণ লোক ইহাকে মৃত্যু যাতনা কহিয়া থাকে। কিন্তু সে সব কেবল বিপরীত কার্য্যের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃত অবস্থায় ঐকালে আত্মার কিছুমাত্র যন্ত্রণা দেখা গেলনা। বড় তুফানের অগ্রে সমুদ্রের জল স্থির ভাব ধারণ করে, যেন একখানি অসীম কাচ পড়িয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। সেই রূপ মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বৃদ্ধার সমস্ত শরীর পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত কোন স্থানে কোন কষ্টের চিহ্ন দেখা গেল না। দেখিলাম বৃদ্ধার মুদ্রিত নয়ন ও হাস্য বদন, এবং দুই তিন বার তিনি পতি ও পুত্রের নাম উচ্চারণ করিলেন। সেই কালে অনেক গুলি মুক্ত-আত্মা তাঁহাকে ঘেরিয়া ছিল। ভূমিষ্ট হইবার কাল হইতে ঐ দিবস পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা

চিত্রিত হইয়া ছায়াবাজির ন্যায় ক্রমান্বয়ে সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল এবং তদ্দৃষ্টে তাহার বদন কখন হাস্য, কখন ম্লান হইতে লাগিল। এই কালে উহার মাথা হইতে তেজ নিঃসরণ হইয়া মস্তকের চারিদিকে একটা ধোঁয়াময় পদার্থের সৃজন হইয়া ৩।৪ হাত উপরে উঠিল। মস্তিষ্কের প্রত্যেক রেণু যেন ঘর ঘর কপাট খুলিয়া দিতে লাগিল এবং প্রত্যেক ঘর অপেক্ষাকৃত অতিশয় তেজবান হইয়া ঐ তেজ উপরে উঠিতে লাগিল এবং যে পরিমাণে শরীর শীতল ও বিবর্ণ হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে মস্তিষ্ক উজ্বল ও সতেজ হইয়া নব-সৃজিত আত্মা-দেহের সৃজন আরম্ভ হইল।

আমি দেখিলাম যে সর্ব্বাগ্রে একটী সুন্দর মুখ, পরে গলা, পরে বুক, কোমর, হস্ত পদাদি পর পর সৃজন হইয়া এক পরম সুন্দরীর শরীর সৃজন হইল। প্রসব কালে যে রূপ নাড়ির দ্বারা জননীর সহিত নব-প্রসূত সন্তানের সম্বন্ধ থাকে সেই রূপ ঐ ধোঁয়াময় পদার্থ দ্বারা এই নব-সৃজিত আত্মা-দেহের সহিত মৃত-শরীরের সম্বন্ধ রহিল। পরে ঐ ধোঁয়া কতক উপরে উঠিয়া গেল এবং কতক আত্মা-বিহীনা মৃত-শরীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

এই রূপে আত্মার জন্ম হইল। আহা! এই নব-সৃজিত আত্মার রূপ এখনও চক্ষু মুদিলে দেখিতে পাই। এমন সুন্দরী আমি কখন দেখিনাই ও আর কখন যে দেখিতে পাইব তাহা একবার মনেও আশা করি না। এমন কুৎসিত

আত্মার জন্ম।

ভগ্ন কুটীরে এরূপ নবীনা নিরুপমা সুন্দরী যে বাস করিত, তাহা একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই, যাহা হউক আমি সেই কালে এই মনোহর দৃশ্যের ছবি প্রস্তুত করিয়াছিলাম তাহা তোমাদের দিতেছি, এই বলিয়া মুনিরাজ গান্ধারীর হস্তে একখান ছবি দিলেন। সকলে অবাক হইয়া ঐ চিত্রপট দেখিতে লাগিল। সকলের চক্ষু দিয়া অনবরত জলধারা বহিতে লাগিল।

গান্ধারী বলিলেন মুনিরাজ! আপনি স্বভাবিক মৃত্যুর কথা যাহা বলিলেন, তাহা আমরা ভাল বুঝিলাম। কিন্তু যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে মরে তাহাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে, তাহাদের আত্মার কিরূপে নব-সৃজিত দেহ হয় বিশেষ করিয়া বলুন।

ব্যাস বলিলেন। তাহাদের আত্মার জন্মও ঠিক ঐ রূপ। যেখানে মস্তকটা পড়ে, তাহার ১০।১২ হাত উর্দ্ধে আত্মা-দেহের সৃজন হইতে থাকে। মস্তিষ্কের সমুদয় তেজ প্রথমে উপরে ঐ স্থানে উঠে এবং তাবৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তেজ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বাহির হইয়া একা-এক ঐ স্থানে গিয়া যোগ দেয়। অস্থি, শিরা ও মাংস দ্বারা আমাদের শরীরের পরস্পর যোগাযোগ আছে, সেইরূপ আকর্ষণ শক্তি দ্বারা আত্মা-শরীর পরস্পর সংলগ্ন থাকে। তজ্জন্য দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেও আত্মা-শরীরের কিছু ক্ষতি হয় না।

গান্ধারী বলিলেন ঋষিরাজ! তোমার কথায় আজ্ আমার দিব্য জ্ঞান জন্মিল ও মৃত্যু কি তাহা আমি বুঝিতে

পারিলাম। কিন্তু ঋষিরাজ, হলে কি হয়, আমার ন্যায় হতভাগা ভুমণ্ডলে আর কেহ নাই। এক শত পুত্রের মাতা হইয়া এখন একজন ও আমার কাছে নাই। তাহারা দিবা রাত্র আমার সম্মুখে বেড়াইত, সর্ব্বদা কোলে আসিয়া বসিত, আহার চাহিয়া খাইত, মা মা বলিয়া ডাকিত। মহর্ষি! তাদের তো আর আমি দেখিতে পাই-তেছি না, অতএব তাহারা যে জীবিত আছে তাহা আমি কি রূপে বিশ্বাস করি। পোড়া মন কিছুতেই বুঝেনা।

ব্যাস বলিলেন গান্ধারী, তুমি এ কথা অবশ্য বলিতে পার। কিন্তু মনে ভাবিয়া দেখ যে আজ্ ৬মাস হইতে তোমরা হস্তিনানগরের অট্টালিকা, দাস দাসী, হাতি ঘোড়া পরিত্যাগ করিয়া এই কাননে বসবাস করিতেছ, তজ্জন্য সে নগর ও সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া কি একবারও মনে ভাবিয়া থাক? তদ্রুপ তোমার পুত্র পৌত্রগণ নিকটে নাই বলিয়া তাহারা যে একেবারে নষ্ট হইয়াছে এরূপ কেন মনে ভাবনা কর? এই কথায় দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত ভ্রাতার নারীগণ চতুর্দ্দিক হইতে একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। সকলে বলিল যে হে মহর্ষে, আপনি যে সমুদয় জ্ঞান কথা আমাদের শ্রবণ করাইলেন সে সব আমরা শুনিয়া চরিতার্থ হইলাম। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সব প্রিয়তম জনকে চর্ম্ম চক্ষে না দেখিব বা তাহাদের সুমিষ্ট কথা কর্ণে না শুনিব, ততক্ষণ আমাদের শোক কিছুতেই দুর হইবেক না। হে মহর্ষে, শুনিয়াছি তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের

অনায়াসে আনাইতে পার। অতএব দয়া প্রকাশিয়া তাহাদের সহিত একবার সাক্ষাৎ করাইয়া দেও। এই বলিয়া সমস্ত রমণীগণ ভুতলে পড়িয়া চতুর্দ্দিকে উচ্চৈশ্বরে কাঁদিতে লাগিল। মহর্ষি ব্যাস নারদের মুখ পানে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাকাইয়া রহিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন,শোকে কাতরা কন্যাগণ! স্ব স্ব কুটীরে সকলে ফিরিয়া যাও, আজ নিশিযোগে তোমরা সকলে ঐ নদী তীরে আগমন করিও। আমি তোমাদের স্ব স্ব প্রিয়জন সহিত সাক্ষাৎ করাইব। এই বলিয়া মুনিরাজ আপন আশ্রমে চলিয়া গেলেন, ও নারীগণ আনন্দচিত্তে আপন আপন ঘরে গেল। দিবা অবসানে কতক্ষণ নিশির আগমন হইবে তৎপ্রতীক্ষায় তাবতেই রহিল। সন্ধ্যার পর সেই নিভৃত-নির্দ্ধারিত-স্থানে সকলে উপস্থিত হইল। অল্পক্ষণ মধ্যে মহর্ষি তথায় পৌঁছিয়া নারীগণকে আপনার চতুস্পার্শ্বে চক্রাকারে বসাইয়া তাহার মধ্য স্থলে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন।

কন্যাগণ! একবার ঐ আকাশ পানে দৃষ্টি কর। আহা কি রমণীয় অপূর্ব্ব দৃশ্য, যেন একটী নীল বর্ণের চাঁদোয়া মস্তকোপরি খাটান ও তন্মধ্যে অসংখ্য তারাগণ হিরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে। ঐ যে মধ্যস্থলে একটা শাদা মেঘের ন্যায় দেখিতেছ, উহাকে সাধারণ লোকে বৈতরণী নদী বলিয়া থাকে, প্রকৃত অবস্থায় উহা শাদামেঘ, নদী বা কোন ধোঁয়াময় পদার্থ নহে। উহার নাম ছায়া-

পথ। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা উহা দেখিলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা যেন গায় গায় লাগান আছে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ঐ সব তারা পৃথিবী অপেক্ষা শত সহস্র গুণে বড় এবং উহারা তাবতে পরস্পর হইতে শত সহস্র যোজন অন্তরস্থিত। অতিশয় দূরে থাকায় খালি চক্ষে দেখিলে ধোঁয়াময় পদার্থ, এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণীয় তারা গায় গায় থাকা বোধ হয়। ঐ স্থানের নাম দ্বিতীয় স্বর্গ। দেহ হইতে মুক্ত হইলে আত্মা প্রথমে ঐ স্থানে যান। বহু দিন হইল আমি দ্বৈপায়ন কাননে তপস্যা করিবার কালে শরীর পরিত্যাগ করিয়া দুই তিনবার উহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়াছিলাম। সেখানে যে সব অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য বিষয় অবলোকন করিয়াছিলাম মানব জাতির এমন কোন ভাষা নাই যদ্দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও বর্ণন করিতে পারে। ফলতঃ এই পৃথিবীতে যে সব মনোহর বস্তু আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় সে সব কেবল সেই অবিকলের কতক নকল মাত্র। যাহা হউক এই বিষয় অন্য সময় তোমাদের নিকট বলিব। আপাততঃ তোমরা সকলে স্থির মনে একাগ্রচিত্তে আপন আপন প্রিয় জনকে চিন্তা করিতে থাক।

পরে ঋষিবর ঊর্দ্ধ দৃষ্টে চাহিয়া দৃঢ়চিত্তে কুরুক্ষেত্রের সমস্ত যোদ্ধাগণকে এক এক করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মহর্ষির বাক্য কে হেলন করে, চতুর্দ্দিক হইতে তাবতেই আসিতে লাগিল। দ্বৈপায়ন কানন সে নিশিতে যেন

দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র হইল, কেবল যোদ্ধাগণ মধ্যে সে রূপ পরস্পর শক্রুতা বা দ্বেষ-ভাব দেখা গেল না। তাবতেরই আত্মা-শরীরও দেব তুল্য ব্যবহার।*

* এই বিষয় কাশীরাম দাসের অনুবাদিত মহাভারতে যাহা লেখা আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন।
আশ্বাসিয়া সবাকারে বলেন বচন॥
যে বাসনা করিলে আমার কাছে সবে।
আজি নিশিযোগে এ বাসনা পূর্ণ হবে॥
হৃষ্ঠ চিত্ত হৈল সবে মুনির বচনে।
নিশ্চয় হইবে দেখা করিলেক মনে॥
কতক্ষণে দিন যাবে হইবে রজনী।
অস্তগত হৈল অনুমানি দিন মনি॥
হেনমতে দিনগেল রজনী প্রবেশ।
কুতুহলে সর্ব্বজন হরিষ বিশেষ॥
কর যোড়ে স্তব করে মুনির গোচর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর মুনিবর॥
তবে সত্যবতী সুত ব্যাস মহামুনি।
অদ্ভুত যাহার কার্য্য কি দিব নিছনি॥
ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করি ডাকি কহে মুনিরাজ।
দুই হস্ত তুলি ডাকে যতেক সমাজ॥
সত্তরে আইস সবে আমার বচনে।
বিলম্ব না করি আইস আমার এখানে॥
ধ্যান করি মুনিবর ডাকে ঘন ঘন।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ব্যাসের বচন॥
ব্যাস মুনি ডাকে সবে জানিয়া কারণ।
সত্বর মুনির কাছে চলে সর্ব্বজন॥

আশ্রমিক পর্ব্ব ৩১ পৃষ্ঠা।

পর দিন প্রাতে মুনিদ্বয় অতি প্রত্যুষে রাজ পরিবারগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধাগণ দ্বিতীয় স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন ও গান্ধারী প্রভৃতি সমস্ত কন্যাগণ অবাক হইয়া বসিয়া আছেন। পরে দূর হইতে তাঁহাদের আসিতে দেখিয়া তাবতেই আগবাড়াইয়া গিয়া অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, ঠাকুর! গত নিশিতে আমাদের সকলকে কি ভোজবাজী দেখাইয়াছিলেন? ইতি-পূর্ব্বে আমরা শোকে কাতর ছিলাম, কিন্তু গত নিশির আশ্চর্য্যঘটনা দেখিয়া বিস্ময়ে পাছে জ্ঞান ও বুদ্ধি একেবারে নষ্ট হয় সেই ভয় হইতেছে। ঋষিবর তোমার চরণে ধরি, ইহার সার কি বুঝাইয়া দিউন।

ব্যাস বলিলেন, কন্যাগণ স্থিরচিত্তে শুন। পিতঃ ঈশ্বর সকলের আদি কারণ। ইচ্ছা তাঁহার যন্ত্র। তিনি ইচ্ছা করিলেন, মাতা প্রকৃতির সৃষ্টি হইল। উভয়ের সংমিলন ও বিশ্বজগতের উৎপাদন। সেই পিতঃ সকলের আদিশক্তি, জ্ঞানময় ও প্রেমময় রূপে বিশ্বমধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

যে প্রেমে হে সর্ব্বকাল, ব্যাপিতেছ চরাচর,
আনন্দ প্রবাহ যাঁর, বহিতেছে সর্ব্বক্ষণে।
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে, বিরাজিছ বিশ্বমাঝে,
কি সুন্দর রূপে নাথ, সেই প্রেমের বন্ধনে॥

সৃষ্ট বস্তু মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে পিতঃ ঈশ্বর ও মাতা প্রকৃতির অংশ বিশিষ্টরূপে দীপ্তমান। দেহান্তে মাতৃ অংশ ভূতলে পড়িয়া পঞ্চভূতে মিসাইয়া যায়, কিন্তু

পিতৃ অংশ উপরে উঠিয়া ক্রমশঃ উন্নত হইবার ইচ্ছা করে, আর সেই ইচ্ছা যত প্রবল হয়, তত আত্মাশরীর তেজোময়, জ্ঞানময় ও প্রেমময় হইতে থাকে। কত শত বৃহৎ বৃহৎ নগর সমুদ্র গ্রাস করিয়াছে; কত মহারাজ্যের পতন, কত পৃথিবীর ধ্বংশ হইতেছে। তেজোময় সূর্য্য জ্যোতিহীন হইতে পারেন, হয়ত মহা প্রলয় হইয়া সমুদয় সৃষ্টির লয় হইতে পারে, কিন্তু সেই আদি শক্তির স্ফুলিঙ্গ-রেণু, আত্মা, কখনই নষ্ট হইবার নহে। ইনি অসীম শূন্যে থাকিয়া অনন্ত কাল জন্য ইচ্ছা শক্তি বলে চিরোন্নতি পথে ধাবমান থাকিবেন। অতএব গান্ধারী কার জন্যে শোক কর, কেহই মরে নাই।

গান্ধারী বলিলেন, মহর্ষি! আমি দিব্য জ্ঞানপাইলাম ও আমার পুত্রেরা যে মরে নাই তাহাও প্রত্যক্ষ দেখিলাম ও বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু আজ তাঁহাদের বিদায় দিবার সময় বিস্তর কাঁদিয়াছিলাম। আমি দেখিতেছি যে, মায়াই ইহার প্রধান কারণ। অতএব কি প্রকারে এই মায়াকে নষ্ট করা যাইতে পারে, তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

ব্যাস ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, গান্ধারি! মায়াকে নষ্ট করিবার কাহার ক্ষমতা নাই যে হেতুক ঐ মায়া কেবল সেই আদিশক্তি প্রেম, প্রকৃতির সংসর্গ দোষে বিকৃতি ভাব ধরিয়া জীবকে সদানন্দ স্থলে নিরানন্দ করিতেছে। তবে উহাকে ঘর্ষণ মার্জ্জনদ্বারা আদিম অবস্থায় আনিতে পারিলে আবার চিরানন্দ সুখ ভোগ করিতে পারিবে।

গান্ধারী বলিলেন, মহর্ষি স্পষ্ট করিয়া বলুন।

এইকালে নারদ মুনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আমি বুঝাইয়া দিতেছি। দেখ গন্ধর্ব্ব-কন্যা! বাল্যকালে আমি এই মায়ায় বিস্তর আবদ্ধ ছিলাম। যজ্ঞোপবিতের পরে উহার হাত কাটাইয়া বনে গিয়া তপস্যা করিব স্থির করিলাম, কিন্তু মায়ার টানে কোথায় যাইতে পারিলাম না। অনেক চিন্তিয়া সঙ্কুচিত মায়াকে বিস্তীর্ণ করিবার অভিলাষে প্রথমে প্রতিবাসি, পরে গ্রামের, পরে দেশের, অবশেষে পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্য, পশু, কীট, বৃক্ষ লতাদি আপন ভাবিয়া ভালবাসিতে লাগিলাম। মনে মনে জানিতাম কিছুই আপন নহে অথচ আপন ভাবিয়া সকলকে সমান রূপে প্রেম করিতে লাগিলাম। অল্প দিন মধ্যে দেখিলাম যে সর্ব্বদা সকল অবস্থায় চতুর্দ্দিকে ভালবাসা বস্তু দ্বারা বেষ্টিত থাকিতাম। মন প্রেমানন্দে পরিপূরিত থাকিত, আর সেই আনন্দ এখনও হৃদয়ে অহর্নিশি বিরাজ করিতেছে। কন্যাগণ! বিশ্ব-প্রেমে মন মগ্ন রাখ, সর্ব্ব জীবে সমান রূপে মায়া, দয়া, স্নেহ, প্রেম, ও প্রণয় কর। যেখানে যে অবস্থায় থাকিবে, চতুর্দ্দিকে প্রেমময় দেখিবে ও হৃদয় প্রেমানন্দে ভাসমান থাকিবে। এক্ষণে বেলা হইল, তোমরা সমস্ত নিশি জাগরণ করিয়াছ, গৃহে প্রত্যাগমন কর। এই বলিয়া ঋষিদ্বয় প্রস্থান করিলেন। কন্যাগণও স্ব স্ব কুটীরে প্রত্যাগমন করিল।

এই খানে মহাভারতের কথা সমাপ্ত করিলাম। সে

কালে মুনি ঋষিগণ তপস্যা বলে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন এবং ইচ্ছা করিলেই শরীর ছাড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে পারিতেন ; এমন কি, বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইলে, যখন হস্ত পদাদি আত্মার ইচ্ছানুযায়িক কার্য্য করিতে অক্ষম হইত বা মস্তিষ্ক পূর্ব্বমত কোমল না থাকায় মানসিক শক্তি তত উত্তেজিত না থাকা বোধ করিতেন তখন কেবল ইচ্ছামাত্র শরীর ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিতে পারিতেন। এরূপ লোক আমরা এক্ষণে প্রায় দেখিতে পাই নাই তজ্জন্য ওরূপ কথা আমাদের নিকট অলিক গল্প বলিয়া বোধ হয়। নিচের লিখিত ঘটনা কোন আধ্যাত্মিক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

কিছু দিন অতীত হইল মারকিন প্রদেশে নিউইয়ার্ক নগরে এক জন সাহেব সস্ত্রীক বাস করিতেন। তাঁহার কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। কার্য্য গতিকে সাহেবের বিলাতে যাইতে হয়। ৩'৪ মাস বিবিকে কোন পত্রাদি লেখেন নাই। বিবি ভাবিয়া ভাবিয়া পাগলিনী প্রায় হইলেন। এই কালে ঐ নগরের প্রান্তভাগে এক জন উদাসীন বাস করিত। এ ব্যক্তি মাঠে, শ্মশানে বা কোন নিভৃত স্থানে সদা সর্ব্বদা থাকিত। উহার মলিন বস্ত্র পরিধান, অমার্জ্জিত দেহ, আলুথালু কেশ ও জন-সমাজ হইতে দূরে থাকা জন্য অনেকে উহাঁকে পাগলি বলিত। আর যাহারা উঁহার গুণজানিত তাহারা মহাপুরুষ বলিয়া মানিত। বিবি কোন প্রকারে স্বামির সংবাদাদি না পাওয়ায় এক দিন উঁহার

নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয় বচনে আপন মনাভিলাষ জ্ঞাত করিলেন। উদাসীন বিবিকে বাহিরে বসিতে বলিয়া আপন ঘরের কপাট আবদ্ধ করিল। অনেক বিলম্ব হইতে দেখিয়া বিবি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া খড়খড়ির পাখি খুলিয়া দেখেন যে তাঁহার অর্দ্ধেক শরীর খাটে আর অর্দ্ধেক মাটিতে পড়িয়া আছে, সংজ্ঞা ও স্পন্দ রহিত, যেন একটা মৃত্যু দেহ পড়িয়া আছে। আস্তে আস্তে খড়খড়ি ভয়ে বন্দ করিলেন। দুই ঘণ্টার পর তিনি কপাট খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন যে তোমার স্বামি যে শেষ পত্র লিখিয়াছেন তাহা তুমি অদ্য পাইবে। তাঁহার অতিশয় কঠিন পীড়া হইয়াছিল তজ্জন্য পত্রাদি লিখিতে পারেন নাই। অতিশয় কৃশ হইয়াছেন, আর আমাকে বলিলেন যে ১৫ দিন পরে যে জাহাজ আসিবে সেই জাহাজে রওনা হইবেন।

বিবি বলিলেন মহাশয় একথা যদি সত্য হয়, তবে চিরকাল আপনার ক্রীতা দাসী হইব।

বাটিতে গিয়া অনতি বিলম্বে ডাক পেয়াদা স্বামির পত্র আনিয়া দিল ও তাহাতে উপরের লিখিত কথা গুলি বিশেষ করিয়া লেখা ছিল। এক মাস পরে স্বামি বাটীতে ফিরিয়া আসিলে পর দিন তাহার স্ত্রী বলিল যে দেখ, তুমি আসি-বার এক মাস পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট হইতে সংবাদাদি না পাইয়া বড়ই চিন্তিত ছিলাম কিন্তু অমুক স্থানে যে এক জন উদাসীন বাস করেন, তিনি তোমার সমস্ত সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন আর তিনি উহা না বলিয়া দিলে বোধ

হয় এত দিন প্রাণে বাঁচিতাম না। আইস দুইজনে একত্রিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসি।

স্বামি বলিল যে তোমার মত আমি এখন অত পাগল হই নাই যে সেই বিখ্যাত পাগলকে নমস্কার করিতে যাইব। কিন্তু বার বার বিবি অনুরোধ করায় দুই জনে একত্রিত হইয়া তথায় গমন করিলেন। বিবি আগে, সাহেব তাঁহার পশ্চাদ্গামী। বিবি প্রথমে গিয়া দণ্ডবৎ করিল। সাহেব নিকটে যাইবামাত্রেই তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন ও পরে থপ করিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। "কি কি" বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া সাহেবের মুখে হাতে জল দিল। কিছু [illegible] পরে সাহেব বলিলেন, যে কি আশ্চর্য্য এই ব্যক্তির সহিত অমুক তারিখে লণ্ডন নগরে এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ নিলাম ঘরে আমার সাক্ষাৎ হয়। ইনি আমাকে বাড়ি না যাইবার ও পত্রাদি না লিখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি সমুচিৎ উত্তর প্রদান করি। পরক্ষণেই ইহাঁর পরিচয় লইবার জন্য আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম কিন্তু কোন খানে দেখিতে পাই নাই।

শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাওয়ার এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আত্ম পরিচয় অর্থাৎ কি হেতু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান শাস্ত্র পাঠে প্রবৃত্ত হই, কত দিন পর্য্যন্ত চক্র করিয়া সাধন করি ও সে সব চক্রে কি কি ফল পাইয়াছি, তদ্বিষয় প্রথমে বলিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আত্ম পরিচয়।

অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু হওয়ায় মাতামহ গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। মাতা, মাতুল, মাসি ও মাতামহি দিবা রাত্রি জপ তপ করিতেন। সকলেই এক ঈশ্বর বাদি, কাহারও মনে কিছু কুসংস্কার ছিল না। সকল জীবের প্রতি সমান দয়া, এমন কি পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিলে বিরক্ত হইতেন। এই কাল হইতেই আমি ধর্ম্ম শিক্ষায় মন দিয়াছিলাম।

আমরা চারি সহোদর। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। মধ্যম আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি পিতার ন্যায় খাওয়াইয়া পরাইয়া লেখাপড়া শিক্ষা দেন। ১৮৫৯ সালে তিনি সংক্রামিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অনেক দিন দুঃখ ভোগ করেন। এই কালে আমি কোন দেশ হিতৈষি কার্য্য করিতে গিয়া কোন বড় লোকের কোপে পড়ি। ভাই রাগান্বিত হইয়া আমাকে গালি দেন। আমি অভিমান করিয়া পলাইয়া যাই। ভ্রাতা ও বায়ু পরিবর্ত্তণজন্য গাজিপুরে গমন করেন ও সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। আমি বাটী ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে ৫।৬ মাস মধ্যে ১৪।১৫জন পরিবার সংক্রামিক ওলাউঠা রোগে মরিয়া গিয়াছে। এই কালে ভায়ের মৃত্যু সংবাদ পাইলাম, শোক শেল হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া পাগলের ন্যায় করিল। দিবা রাত্রি

ঐ চিন্তা, কিছুতেই সান্ত্বনা হয় না। এ অবস্থায় কার্য্যে ব্যস্ত থাকা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া চাকরি স্বীকার করিলাম। দিবা রাত্রি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতাম ও রাত্রি হইলে কেবল কাঁদিতাম। এই রূপে ৩।৪ বৎসর যায় কিছুতেই সুখ পাই না। "এই ছিল তারা সব কোথা গেল" যখন তখন মনে পড়িয়া কাঁদিতাম।

এই কালে অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশ হইতে জনৈক ফরাসিস এদেশে হোমিওপেথিক চিকিৎসা করিতে আসেন। তিনি হোমিওপেথি ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের তুফান প্রথম এদেশে তুলিয়া দেন। গত ১৫।১৬ বৎসর মধ্যে হোমিওপেথি এক প্রকার শিক্ষিত যুবক দলমধ্যে চিকিৎসা শাস্ত্র হইয়াছে আর অধ্যাত্ম বিজ্ঞান শাস্ত্রও অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি মধ্যে ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

আমি এই কালে কর্ম্মোপলক্ষে কোন পল্লিগ্রামে থাকিতাম। সেখানেও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ঢেউ লাগিয়াছিল। এক দিন সেখানকার ডাকবাঙ্গালা ঘরে ১৬।১৭ জন ভদ্র লোক এক বৃহৎ চক্র করিয়া বসেন। আমিও তন্মধ্যে বসিয়াছিলাম। অল্পক্ষণ মধ্যে সেখানকার জনেক মুনসেফ বি, এ, বি, এল, (ব্রাহ্ম) আর এক জন ডাক ঘরের প্রধান শ্রেণীর ইন্‌স্পেক্টর (রায় বাহাদুর) যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন। হাতের অঙ্গুলি নড়িতে লাগিল ও হস্তে পেনসিল দিলে দুই জনেই এক একটা মৃত্যু ব্যক্তির নাম লিখিলেন। তাঁদের অবস্থা দৃষ্টে আমি হাসিতে লাগিলাম। এমন কি চক্র

ছাড়িয়া ঘরের বাহিরে গিয়া "হা—হা—হা—" করিয়া হাসিতে লাগিলাম। কেহ কেহ আমার অনুগামি হইয়া বাহিরে গিয়া হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু অনেকে আমার উপর বিরক্ত হইলেন। আমি প্রথমে তাঁহাদের চাতুরি ভাবিয়াছিলাম। চক্র ভাঙ্গিয়া গেলে তাঁদের জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা বলিলেন যে তাঁহারা কিছুই জানেন না তবে বসিবার কিছুক্ষণ পরে শরীর অবসন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন মনে ভাবিলাম যে ভাল, এই দুই জনকে বহুদিন হইতে স্বজন্ন বলিয়া জানি, ইহারা কেন চাতুরি করিবে, অবশ্য ইহার কিছু সার থাকিবে। পরদিন হইতে আমি এক নূতন চক্র স্থাপন করিয়া সেই চক্রে ক্রমশঃ দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত বসিয়া যে সব অদ্ভুত আশ্চর্য্য বিষয় দেখিয়াছি তাহার কিয়দংশ আপনাদের নিকট বিদিত করিতেছি। হৃদয়ের যে স্থানে শোক শেল বিদ্ধ হইয়া গভির গর্ত্ত করিয়াছিল, সেই গর্ত্তে এখন মনোহর আশালতা ফলফুলে সুশোভিত করিয়াছে। জন্ম ও মৃত্যু—ইহকাল ও পরকাল, এবাড়ি ও ওবাড়ি ব্যতীত আর কিছু নহে।

প্রথম দিনের চক্রেই আমরা ফল পাইলাম। একজন কায়স্থ যুবক বয়েস আন্দাজ ২৩।২৫ বৎসর ১০।১৫ মিনিট বসিতে বসিতে বোধ হইল যেন ঘুমাইয়া পড়িল। সকলেই অবাক। অল্প ক্ষণ মধ্যে তাঁহার ডাহিন হস্তের অঙ্গুলি আস্তে আস্তে নড়িতে লাগিল। একটা পেন্সিল হস্তে

ধরাইয়া দিয়া তাহার নিচে এক তা কাগচ রাখিয়া দিলে প্রথমে হিজিবিজি লিখিতে লাগিল।

প্রশ্ন। আপনি কোন্ ব্যক্তির মুক্তাত্মা—নাম লিখুন।

উত্তর। অমুক—(কেহই চেনে না)।

প্র। পৃথিবীতে থাকিবার কালে কোথায় বাটী দিল?

উ। অমুক গ্রামে (কেহই জানে না) অমুক থানা; অমুক জেলা।

প্র। কতদিন হইল পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন?

উ। প্রায় ৬০ বৎসর।

প্র। বংশে এখন কেহ এই পৃথিবীতে আছে কি না?

উ। কন্যার এক দৌহিত্রী আছে—সে বিধবা। বাটির চিহ্ন নাই।

এই কথা লিখিয়া মিডিয়মের হাত স্থির হইল ও অল্প-ক্ষণ মধ্যে গা আড়ামোড়া দিয়া চেতনা হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, সে কিছুই জানে না, তবে বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। জানুয়ারি মাস, সে বৎসর বড় শীত। সকলে ঘরের বাহিরে আসিলে মিডিয়ম গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিয়া "গা জ্বলে গেল, গা জ্বলে গেল" বলিতে লাগিল। পর দিন প্রাতে সেই থানার দারোগাকে একখান পত্র এই সম্বন্ধে লেখা গেল। দুই দিন পরে দারোগা মহাশয় তাহার উত্তরে লিখিলেন যে তিনি স্বয়ং সেই গ্রামে গিয়া তদন্ত দ্বারা জানিয়াছেন যে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ নামে একজন বর্দ্ধিষ্ঠ চাসা তথায় বাস করিত। তাহার জীবদ্দশায়

জমিদারের সঙ্গে বিস্তর মোকদ্দমা হয়, পরে মৃত্যু হইলে স্ত্রী কন্যা কে কোথায় পলাইয়া যায় কেহ বলিতে পারে না। তাহার বসত বাটীর এক্ষণে চিহ্ন নাই তবে একজন আদা বয়েসি স্ত্রীলোক, যে ধান্য ভানিয়া দিনঃপাত করে, সে তাহার কন্যার দৌহিত্রী বলিয়া পরিচয় দিল। অনেক দিনের কথা আর অধিক কেহ বলিতে পারিল না।

এই চিঠি পাইয়া আমাদের অতিশয় উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। এক্ষণে সপ্তাহে ৩।৪ দিন চক্রে বসিতে লাগিলাম। মিডিয়মের শক্তি দিন দিন উত্তেজিত হইতে লাগিল। সহরে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। কত বড় বড় লোক এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য লালায়িত। আবার খ্রীষ্টান হাকিমেরা বড়ই বিরক্ত। রাজা——র দেখিবার বড় সাধ, কিন্তু পাছে সাহেবেরা রাগ করেন তজ্জন্য আদ ক্রোশ দূরে গাড়ি রাখিয়া এক দিন সন্ধ্যার পর লুকাইয়া আসিলেন। সে দিন ছয় বৎসরের একটী ব্রাহ্মণ বালক মিডিয়ম হইয়াছিল। বালকের চক্ষু মুদ্রিত ও জ্ঞান শূন্য কিন্তু হাতে পেন্‌সিল ও কাগজ দিলে হিজিবিজি লিখিতে আরম্ভ করিল।

রাজা। আপনি কোন্ ব্যক্তির মুক্ত-আত্মা, পরিচয় প্রদান করুণ।

বালক। শ্রী (অমুক)—(রাজার একজন অনুগত জ্ঞাতি ১০।১১ বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমণ করিয়াছেন।)

রা। ভাল, যদি তুমি সেই ব্যক্তির মুক্তাত্মা হও,

তবে তোমার মরিবার পূর্ব্বে আমার সহিত কি কথা হইয়া ছিল, বলিতে পার?

বা। আপনাকে দেখা দিব স্বীকার করিয়াছিলাম। কতবার আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম কিন্তু আপনি দেখিতে পান নাই।

রা। (আশ্চর্য্য হইয়া) সত্য বটে (পরে কিঞ্চিৎ চিন্তিয়া) ভাল—আমার শয়ন ঘরে যাইবার পথে সিঁড়িতে কি আছে বল দেখি (আধ ক্রোশ দূরে)

বা। একখান ছবি।

রা। কাহার ছবি?

বা। এ ছবি তখন ছিল না, কেমন করে বলিব।

রা। নীচে নাম লেখা আছে, পড়িয়া দেখ।

বা। নি—ল—ক; আলো টিম টিম করিয়া জ্বলি-তেছে ভাল পড়া যায় না।

রা। হাঁ ঠিক হইয়াছে। রাজা নীলকণ্ঠেরই ছবি বটে।

বালক। রাজা আপনাকে সতর্ক করিতেছি। আপনি এখানে আর আসিবেন না। এদলস্থ সকলেরই উপর বিশেষ অত্যাচার সম্ভাবনা আর সে অত্যাচার আপনার উপর হইলে বিস্তর হানি হইবেক।

রাজা* সেই দিন হইতে আর আমাদের চক্রে আসিতেন না। আমাদের উপর যে সব অত্যাচার হয়, সে সব এস্থলে বলিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

*স্বর্গীয় রাজা বরদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর। ঘটনারস্থল, নরমেলস্কুল—জসহর।

একদিন বসিবামাত্রে আমাদের মিডিয়ম ঘুমাইয়া পড়িল। ডাহিন হস্তে পেনসিল দিয়া নাম জিজ্ঞাসা করায়, লিখিল।

মিডিয়ম। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মজুম—

প্রশ্ন। বুঝিয়াছি; আপনি কি সেই কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—তিনি তো মজুমদার ছিলেন না।

মি। হাঁ—আমি সেই ব্যক্তি—মজুমদার আমাদের উপাধি। (পরে এই বিষয় তাহার ভ্রাতৃপুত্রের নিকট অনুসন্ধান করায় তিনি বলিলেন যে মজুমদার উহাঁদের উপাধি ও তাহার খুল্লতাত ঐরূপ নাম সহি করিতেন)।

প্র। আপনি কেমন আছেন ?

মি। ভালনয়।

প্র। কিসে ভালনয়, কোন বিশেষ কষ্ট আছে কি ?

মি। বিশেষ কষ্ট নাই কিন্তু পৃথিবী ছাড়িয়া পর্য্যন্ত আজ এখানে, কাল সেখানে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

প্র। অপনি কিছু অদ্ভুত দেখাইতে পারেন ?

মি। সকলই অদ্ভুত !

প্র। আপনি অনুগ্রহ করিয়া কিছু কবিতা লিখুন।

মি। তোমাদের সারকেল আজও রীতিমত সম্পূর্ণ হয় নাই, ভাল চেষ্টা করি।

এই কথা লিখিতে লিখিতে মিডিয়মের হস্ত যেন বিদ্যুৎ অগ্নির ন্যায় চলিতে লাগিল ও মুহূর্ত্তের মধ্যে ১৩ পংক্তি পরমার্থিক বিষয় কবিতা লেখা হইল। এইকালে দেখা গেল যে টেবিলের কাষ্ঠে বা সন্নিহিত টিন-বাঁদান শ্লেটে

তাহার ডাহিন হস্ত দুই তিন স্থানে কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে কিন্তু তাহার কিছুই সাড় নাই। আমরা তাহার হাত ধরিয়া চক্ষে মুখে জল দিয়া তন্দ্রা ভঙ্গ করাইলাম। এই সময় ঐ স্থান হইতে আট ক্রোশ দূরে অন্য এক গ্রামে সতন্ত্র সারকেল হইতেছিল। গুপ্ত মহাশয় তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গিয়া ১৪ হইতে ২৪ পংক্তি কবিতা লিখিয়া শেষ করেন। এই ২৪ পংক্তি কবিতা অতি চমৎকার। যেমন ভাব, তেমনি সুমিষ্ট ও যেরূপ অনুপ্রাস তদ্দৃষ্টে গুপ্ত মহাশয় ব্যতিত আর কাহারও লেখা বোধ হয় নাই। যাঁহারা গুপ্ত মহাশয়ের লেখা ভাল জানিতেন তাঁহারা তাবতেই এই কথা বলিয়াছিলেন।

আর এক দিন আমার জ্যেষ্ট ও মধ্যম ভ্রাতা একত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা এরূপ আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন যে আমার কিছুই সন্দেহ রহিল না। যদিও তাঁহারা সে দিন অল্প ক্ষণ ছিলেন বটে কিন্তু তেমন সুখের দিন আমার জন্মে আর কখন হয় নাই। তারপর তাঁহারা, বিশেষ মধ্যম ভ্রাতা আর কতবার আমাকে দেখা দিয়াছেন ও কত সৎপরামর্শ দিয়াছেন। সেই দিন হইতে আমার জরা শরীর নবীন হইয়াছে। আমার মন হইতে অন্ধকার সন্দিগ্ধতা দূর হইয়া সেই স্থানে জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিত ও অনিশ্চিততার কোলাহল স্থলে আনন্দের স্থির-বারি চিরঅধিকার করিয়াছে।

এক দিন মিডিয়মের কর্ত্তৃপক্ষগণ সাহেবদের ভয়ে

চক্রের সময় তাহাকে ঘরে চাবি দিয়া রাখিল। তাহারা এরূপ করিবে আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া ছিলাম তজ্জন্য সন্ধ্যাকালে সভ্যগণ একত্রিত হইলে আমরা আর মিডিয়মের অপেক্ষা না করিয়া উপস্থিত কয়েক জনে চক্র করিয়া বসিলাম ও বাহিরের লোক আসিয়া ব্যাঘাত না করে তজ্জন্য সেদিন ঘরের কপাট বন্দ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আদ ঘণ্টা না বসিতে বসিতে সজোরে কপাট ভাঙ্গিয়া একজন আসিয়া টেবিলে হাত দিয়া আমার পার্শ্বে বসিল। টেবিলের নীচে হইতে আলো উঠাইয়া দেখা গেল যে আমাদের মিডিয়ম, কোথা হইতে আসিয়া বসিয়াছে। মিডি-য়মের বাসা সেখান হইতে আদ ক্রোশ দূরে; আমরা সার-কেল্ করিয়া বসিলে সে আপন ঘরে অজ্ঞান হইয়া পড়ে, পরে সেই অজ্ঞান অবস্থায় ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া মাঠ ঘাট খানাখন্দ দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের ঘরে আসিয়া বসে। আমরা দেখিলাম যে তাহার সমস্ত শরীর কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত, ফেল্ ফেল করিয়া চাহিয়া আছে। চক্ষু দুটি ধপধপে সাদা। চক্ষের তারা দুটি একেবারে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। এত স্পন্দহীন যে গায়ে অগ্নি বা ছুঁচ্ ফুটাইয়া দিলেও কোন সাড় নাই। হাতে পেনসিল্ দিলে ডাহিন হইতে বামে ক্রমশ লিখিতে লাগিল। মিডিয়ম্ বা উপস্থিত সভ্যগণ মধ্যে কেহই পারষি ভাষা জানিত না। ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে প্রায় দুইটা বড় শ্রীরামপুরে কাগজ লিখিল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মস্তক একদিকে পড়িয়া ছিল কিন্তু

এক পৃষ্টা লেখা হইবার পর হাত তুলিয়া যেখানে যেখানে শূন্য আর্থাৎ নোক্তা দেওয়া আবশ্যক তাহা অনায়াসে তাড়িতের ন্যায় দিয়া গেল। আমরা ইহার এক বর্ণ বুঝিতে পারিলাম না। তজ্জন্য বিস্তর অনুরোধ করায় অতি কষ্টে বাঙ্গালায় একজন মুসলমানের নাম লিখিল। আমরা পুনরায় বাঙ্গালায় প্রশ্নের উত্তর লিখিতে বলায় মিডিয়মের হাত পা খেঁচুনি ও সমস্ত শরীরে দড়কার ন্যায় হইতে লাগিল। আমরা তদ্দৃষ্টে তাহার তন্দ্রা ভাঙ্গাইয়া দিলাম।

এই কালে ঐ নগরে ৬৫ বৎসর বয়সের একজন প্রাচীন কায়স্থ জজের মোহাফেজি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি পারসি বিদ্যায় অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। পরদিন প্রাতে তাঁহাকে ঐ লেখা দেখাইলে তিনি হস্তে লইয়া "বা—বা—এ যে বড় পাকা মুন্সির লেখা" বলিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। অবশেষে নীচে নাম স্বাক্ষর পড়িয়া অতিশয় বিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ লেখা তোমরা কোথায় পাইলে। ৪০। ৪৫ বৎসর হইল যখন আমি প্রথম এই আদালতে প্রবেশ করি, তখন ইনি আমাদের আদালতে দেওয়ানজি ছিলেন। ইনি বিস্তর সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন ও সেকালে ইঁহার ন্যায় পারষি ভাষায় পণ্ডিত অতি কম লোক ছিল।

একজন গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক*, একজন মুন্‌সেফ † ও একজন ডেপুটিকালেকটর § একদা চক্র করিয়া বসেন। ইংরাজি কবিবর মিল্‌টনের মুক্তাত্মা আসিয়া মুন্‌সেফ বাবুর শরীরে আবির্ভাব হন। ইঁহাদের মধ্যে কেহই লাটীন ভাষা জানিতেন না, তজ্জন্য ঐ ভাষায় একটী কবিতা লিখিতে অনুরোধ করায় প্রথমে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত মিডিয়মের ডাঁহিন হস্ত টেবিলের উপর ক্রমশ টকাটক করিয়া আঘাত করিতে করিতে হস্ত অবশ হইবার পর মুহূর্ত্তের মধ্যে ১৪ লাইন লাটীন ভাষার কবিতা লেখা হইল। সেই কবিতা সেখানকার কালেকটর সাহেবের নিকট পাঠাইলে তিনি তাহা ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া পাঠান ও বলেন যে উহা মিল্‌টনের কবিতার ন্যায় ছন্দ কিন্তু তাঁহার রচনার মধ্যে ওরূপ লেখা দেখেন নাই।

প্রথম প্রথম যে সব মুক্তাত্মা আমাদের চক্রে আসিত তাহারা প্রায় তাবতেই অধোশ্রেণিস্থ স্পিরিট, জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় তাবতেই "ভাল নাই" বলিয়া উত্তর দিত। প্রায় এক বৎসর কাল চক্রে বসিবার পর এক দিন বসন্ত কালের আরম্ভে একটী উচ্চ শ্রেণীস্থ মুক্তাত্মা আমাদের চক্রে আসিয়াছিলেন। ঘরের সব দরজা বন্ধ ছিল,

* বাবু উমাচরণ দাস, এক্ষণে কুচ্‌বেহারের স্কুল ইনস্পেকটর।

† বাবু গিরিসচন্দ্র চৌধুরি এক্ষণে চট্টগ্রামের সুবর্ডিনেট্ জজ্।

§ বাবু সঞ্জিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এক্ষণে জসহরের রেজিষ্ট্রার।

কিন্তু হটাৎ বোধ হইল যেন দরজার ফাক দিয়া স্নিগ্ধ আলোক দ্রব হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ঘর অন্ধকার ছিল, কিন্তু সেই আলো দ্বারা আল-ছায়ার ন্যায় সকলকে দেখা যাইতে লাগিল। সকলের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। মিডিয়ম দেখিতে স্বভাবিক অতিশয় কুৎসিৎ ছিল, কিন্তু সে সময় বোধ হইতে লাগিল যে তাহার মুখমণ্ডলের ভিতর হইতে জ্যোতির আভা ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। স্পন্দহীন কাষ্ঠের পুতুলের ন্যায় শরীর। চক্ষু চাহিয়া আছে, কিন্তু তারা দুইটা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। সহাস্য বদন। কোন বাজনা জানিত না কিন্তু দুই হাত দিয়া টেবিলে চৌতাল বাজাইতে ও দুই পায়ে তাল দিতে লাগিল। পরে "বা—বা কি সুন্দর, কি আনন্দ" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

প্র। অনুগ্রহ করিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করুন, নাম কি?

উত্তর। আজ নিজ পরিচয় নাহি দিব ভাই।
নাম জানিবার কোন প্রয়োজন নাই॥

বা—বা কি আনন্দ, কি আনন্দ! (বাজনা)।

প্র। আপনি কেমন আছেন?

উ। পৃথিবীতে আমি কোন দোষ করি নাই।
সেই জন্য হেথা এত সুখে আছি ভাই॥

বা—বা কি আনন্দ, কি আনন্দ! (বাজনা)।

প্র। ঈশ্বরকে কিরূপে পূজা করা উচিত?

উ। প্রেম পুষ্প শ্রদ্ধা নীর ভাব বিল্বদল।
সবে মাত্র এই কর্‌বা পূজার সম্বল॥

বা—বা কি আনন্দ, কি আনন্দ! (বাজনা)।

এই রূপ এক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত বিস্তর প্রশ্ন করা গেল। সব প্রশ্ন মুখ হইতে বাহির না হইতে তৎক্ষণাৎ ছন্দে সমুচিত উত্তর দিতে লাগিলেন। আমাদের বিস্তর উপদেশ দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে পাপ, পূণ্য, স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাঁহার আশ্চর্য্য মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আত্মা জন্মকালে সকল বিষয়ে মূর্খ থাকেন, কলেবর বৃদ্ধি সহকারে জ্ঞানের সমৃদ্ধি হইয়া থাকে। চিরোন্নতি উহাঁর ভাগ্য, আর কোন্ কালে কত দিনে সম্পূর্ণ হইয়া জ্ঞানময় হইবেন, আমরা বলিতে পারি না। অসম্পূর্ণ কালের কার্য্যের নাম পাপ; মস্তিষ্কের গঠন, তরিবত বা সমসর্গ দোষে অনেকে অনেক অন্যায় কর্ম্ম করে, তজ্জন্য তাহাদের পাপী বলিয়া অনন্ত নরক ভোগ কখন হইতে পারে না। অসম্পূর্ণ দেহ দিয়া সম্পূর্ণ ফল প্রত্যাশা করা ন্যায়বান পুরুষের কার্য্য নহে। অতএব আমাদের পরম কারুণিক জগত-পিতা যে ন্যায়বান নহেন, তাহা কোন মতে স্বীকার করিতে পারি না। সন্তান অজ্ঞানতা বশতঃ দুষ্কর্ম্ম করিলে সুবিজ্ঞ পিতা তাহাকে দণ্ড না দিয়া তাহার অজ্ঞানতা দূর করিবার চেষ্টা করেন; অতএব আমাদের জ্ঞানময় পিতা যে সুবিজ্ঞ নহেন, তাহাও কোন মতে স্বীকার করিতে পারি না।

তাঁহার মতে যে ব্যক্তি এই আত্মার উন্নতি পক্ষে ব্যাঘাত জন্মাইয়া অধোগামী করাইবার চেষ্টা করে সে নরহত্যাকারী অপেক্ষা অধিক দোষী। শেষে বলিলেন যে তোমরা এই রূপ দিন দিন বসিতে থাক। আমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া উপদেশ দিব। সত্য অনুসন্ধানে আপদ বিপদ হইলে ভয় করিও না। আর বলিব না, চলিলাম, নমস্কার; আনন্দময় আনন্দে রাখুন!

ঘর ও মিডিয়মের শরীর হইতে সমস্ত জ্যোতি চলিয়া গেল। আমরা রত্ন পাইয়া যত্নে রাখিতে পারিলাম না বলিয়া হায় হায় করিতে লাগিলাম। যদিও ইনি আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন নাই বটে, কিন্তু "সবে মাত্র এই কর্‌বা পূজার সম্বল,"—এই "কর্‌বা" কথায় তিনি যে পূর্ব্ব বাঙ্গালা-বাসি ছিলেন, তৎপ্রতি আমাদের বিশ্বাস হইল। তন্দ্রা ভঙ্গের পর মিডিয়ম বলিলেন, যে বসিবার কিঞ্চিৎক্ষণ পরেই একজন সুদীর্ঘ-কলেবর-বিশিষ্ট আলোকময় পুরুষ দক্ষিণ দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করেন; তার পর তাঁহার নিদ্রা আইসে, আর কিছু জানেন না।

এই দিন হইতে আমরা সকলে এক মন, এক তান ও এক সুরে নীচের লিখিত গানটি আন্তরিক ভক্তির সহিত গাইতে গাইতে চক্রে বসিতাম।

আলেয়া—ঢিমে একতাল।

তোমারে পূজিতে আজি, আমরা সকলে সাজি,
বসিয়াছি ওহে নাথ! এক প্রাণে এক মনে।

ভক্তিজাত অশ্রু জলে, শ্রদ্ধারূপ বিল্বদলে,
হৃদে ফোটা প্রেমফুলে, নমামিঃ তব চরণে ॥
এই বর চাই সবে, সদত সুমতি দিবে,
তোমার নিয়ম পালনে, প্রেম যেন হয় মনে ॥
অকৃতিম প্রেমবারি, ভারে ভারে হৃদে পুরি,
রাখি যেন সযতনে, বরষিতে সর্ব্বজনে।
আনন্দে পূরিত মন, রহে যেন সর্ব্বক্ষণ,
মলিন না হয় কখন, ভিক্ষাং দেহি নিজ গুণে ॥

আত্মহত্যা।

যে সব লোক আত্মহত্যা হইয়া মরে তাহারা মরিবার পর কিছু দিন পর্য্যন্ত স্তম্ভবায়ু-আক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় হত-বুদ্ধি হইয়া থাকে। এক দিন বসিতে বসিতে মিডিয়মের হাত নড়িতে লাগিল। হস্তে পেন্‌সিল্ দিলে ইংরাজিতে এক জন বড় লোকের নাম লিখিল।

প্রশ্ন। আপনার নিবাস কোথায় ছিল?

উত্তর। অমুক সহরে।

প্র। আপনার বংশে কেহ কি জীবিত আছেন?

উ। হাঁ, আমার বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রী (অমুক) জীবিত আছেন।

প্র। আর বলিতে হবে না। ভাল আপনি যদি সেই ব্যক্তির আত্মা হন, তবে আমাকে কি কখন দেখিয়াছেন?

উ। দেখ, তোমার ভাই নবীন আমার সঙ্গে আছেন। তুমি কি আমাদের পরীক্ষা করিতে চাও? আমার শরীর ত্যাগ

করিবার চারি বৎসর পূর্ব্বে তোমাদের বারাসতের বাটীর আট্‌চালা ঘরে তোমাকে কাছে বসাইয়া ভূগোলের এই প্রশ্ন করি এবং তুমি তাহার এই উত্তর প্রদান কর।

আমি দেখিলাম যে ২৫।২৬ বৎসরের কথা; আমি ব্যতীত উপস্থিত ব্যক্তিগণ মধ্যে আর কেহ সে কথা জানিত না। ইনি আমার মধ্যম ভ্রাতার পরম বন্ধু ছিলেন, এমন কি ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত দুই জনে দিবারাত্রি একত্রে ভোজন, একত্রে শয়ন, একত্রে ভ্রমণ করিতেন। আর সেই সম্বন্ধে আমাকে দেখিলে কাছে বসাইয়া আমোদ করিতেন। আমার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

প্র। আপনার নামে যে অভিযোগ হইয়াছিল সে নিষ্ঠুর কার্য্যে আপনি কি প্রকৃত অপরাধি ছিলেন।

উ। এরূপ তোমার কি বিশ্বাস হয়?

প্র। তবে কি জন্য আপনি গুলি খাইয়া আত্মহত্যা হইয়াছিলেন?

উ। সুরা—সুরা—সুরা! দিবা রাত্র মদ খাইতাম। মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে সেখানে সকলে ভয় দেখাইতে লাগিল। ভয়ে কলিকাতায় আসিয়া যাহার সহিত পরামর্শ করিতাম, তাবতেই ভয় প্রদর্শন ব্যতীত আর কোন পরামর্শ দিত না। মদে এই ভয়কে যত ডুবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, ততই সে মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল, অবশেষে এই গর্হিত কার্য্য করিলাম।

প্র। আপনি যে উইল করিয়াছিলেন, তাহা কি অবস্থায় করেন ?

উ। আমার পৃথিবীর কার্য্য সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিও না।

প্র। মাপ করিবেন, আর অমন প্রশ্ন করিব না। এক্ষণে যখন আত্মা শরীর হইতে পৃথক হইল, তখন কিরূপ বোধ করিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া শিক্ষা দিউন।

উ। আমি দেখিলাম যে আমার শরীরটা নীচে পড়িয়া আছে ও আমি তাহার কিঞ্চিৎ উপরে দণ্ডায়মান। মনে ভাবিলাম, একি! যেন জ্ঞান বুদ্ধি একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। লোক জন ও ডাক্তারে শরীরটা নাড়াচাড়া করিতেছে ও ঘাড় নাড়িতেছে। একবার মনে করিলাম যে আবার মদ খাই, বোতলের নিকট যাইলাম, কিন্তু খাইতে পারিলাম না। এইকালে দুইটা মুক্তাত্মা আসিয়া আমাকে লইয়া গেল। কিন্তু কোন্ খান দিয়া কোথায় লইয়া গেল বলিতে পারি না। এইরূপ আচ্ছন্ন অবস্থায় কত দিন থাকি বলিতে পারি না। যখন কোন মুক্ত আত্মার নিকট যাইতাম, সে আমাকে দেখিয়া অন্য দিকে পলাইয়া যাইত। এইরূপে অনেক বৎসর যায় ; পরে আমার ক্রমে ক্রমে হুঁস হইতে লাগিল। যে দুই জন আমাকে সঙ্গে করিয়া আনেন তাঁহারা সর্ব্বদা জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। আমার স্ত্রীকে অতিশয় ভাল বাসিতাম ও জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বড় স্নেহ করিতাম, তজ্জন্য তারা সব কোথা গেল, এই প্রথম অনুসন্ধান করিতে

লাগিলাম। মায়ার টানে তাদের নিকট সর্ব্বদা যাইতাম এবং গুরুদ্বয় আমাকে যেরূপ উপদেশ দিতেন আমি স্ত্রীকে সেই রূপ মতি লওয়াইতাম এবং আমার ধনে তিনি যে পরিমাণে দান ও সৎকার্য্য করিতে লাগিলেন, সেই পরিমাণে আমার চক্ষের ঝাপসা যেন কাটিয়া যাইতে লাগিল। এক্ষণে কতক ভাল আছি, বিশেষ তোমার ভ্রাতার আসিবার দুই বৎসর কাল পর হইতে আমরা পূর্ব্বমত একত্রে সুখে আছি।

প্র। আপনি কাহাকে কোন সংবাদ দিতে চান?

উ। না, তবে মনুষ্যের মৃত্যু নাই এই কথা সকলের নিকট প্রকাশ কর।

এই প্রকার প্রায় এক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত কথা বার্ত্তা কহিয়া চলিয়া যান। আজ ১৫ বৎসর হইল এ ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। সে সময় এক খান পুস্তকে সমুদয় লিখিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু কি জানি আমার বিপদের সময় সমস্ত হারাইয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশ্বাস।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে মৃত্যু-কালে যাহার যে ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকে, সেখানে অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই বিশ্বাসের অন্যথা হয় না। এক দিন রাত্রি আন্দাজ ১০ টার সময় আমি, দুই জন ব্রাহ্ম ও একজন ব্রাহ্মণ কোন স্থানের ডাক বাঙ্গালা ঘরে চক্র করিয়া বসিলে অল্পক্ষণ মধ্যে এক জন ব্রাহ্মের ডাহিন হস্ত কাঁপিতে লাগিল। ব্রাহ্ম তৎকালে

আছেন। মনে ভয় হইল কিন্তু একেবারে চিৎকার না করিয়া কেবল বলিলেন"পণ্ডিত মহাশয় !" ব্রাহ্মণের মুক্তাত্মা কোন কথা না বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে কপাট পানে আসিতে আসিতে মিলাইয়া গেল। ঠিক এক বৎসর পরে একদিন প্রাতে আমার কনিষ্ঠা কন্যা ও তাহার ছোট ভাই "প্লান্‌চেট্‌" ধরিয়া বসিয়াছিল। আমি ও আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র তথায় উপস্থিত ছিলাম। "প্লানচেট" ঘুরিতে ঘুরিতে শিক্ষ-কের নাম লিখিল।

বালিকা,প্রশ্ন। পণ্ডিত মহাশয় আপনি কেমন আছেন?

উ। ভাল আছি। ক্ষীরো, (বালিকার নাম) দেখ মা তোমাদের এখানে আমার সর্ব্বদা আসিতে ইচ্ছা করে।

প্র। আপনি একটা নুতন গান লিখিয়া দিউন।

প্লান্‌চেট্‌* ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নীচের লিখিত গানটি লিখিল।

থাক থাক বনমালি আমার মাথা খাও।
দুজনেতে পায় ধরি চলে নাহি যাও ॥
যদি নাহি রবে তুমি, সরমে মরিব আমি,
সকলে বলিব কৃষ্ট, গোধন চরাও ॥

---

* প্লান্‌চেট্‌। ঠিক পানের ন্যায় আকৃতি, কাষ্ঠ নির্ম্মিত। নীচে একদিকে ছোট ছোট দুইটা চাকা আছে ও অন্য দিকে একটা ছিদ্র, তাহার ভিতর একটা কাষ্ঠের পেন্‌সিল। একেলা বা দুই জনে সামনা সামনি বসিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলির শেষভাগ ছোঁয়াইয়া বসিয়া থাকিলে সে আপনা আপনি ঘুরিতে থাকে। সেই কালে কোন মুক্তাত্মা উপস্থিত থাকিলে প্রশ্ন করিলে লিখিয়া উত্তর দেয়।

প্র। দুজন কে মহাশয়?

উ। বিন্দে ও প্যারি।

প্র। গানটি বাজনায় বসাইয়া দিউন।

বাজনার বুলিতে তাল মান সুর মিলাইয়া বসাইয়া দেওয়া হইল।

তাঁহার আর একটি পরমার্থিক সম্বন্ধে গান, কিন্তু ইহা বাজনায় মিলান হয় নাই।

এভব সমুদ্র নাথ কেমনে পার হইব।
শত ছিদ্র ভগ্ন তরী কেমনে পার করিব॥
দাঁড়ি ছটা চক্ষুহীন, কর্ম্মকাণ্ড নাহি জ্ঞান,
আঁধারে দাঁড় ফেলিতেছে, না জানি কোন্ দিকে জাব॥
হে নাথ জ্যোতিরময়! দয়া করি আলো ধর,
লক্ষ্য করে ঐ আলো'কে, সেই দিকে লা চালাইব॥

নাস্তিক।

ক। নামক একজন নানা বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। পৃথিবীতে থাকিবার কালে তিনি ঈশ্বর মানিতেন না। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর তাঁহার আত্মাকে আহ্বান করা হইলে তিনি উপস্থিত হইয়া লিখিলেন, "বড় কষ্ট—আর যাতনা সহ্য করিতে পারি না"!

প্রশ্ন। আপনার অবস্থা জানিবার জন্য এখানে আহ্বান করা হইয়াছে। এরূপ আহ্বানে আপনি কি বিরক্ত হয়েন?

ক। বড় যন্ত্রণা—আর ডাকিবেন না।

প্র। আপনি কি জন্য গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিলেন ?

ক। আশা ব্যতীত জীবন ধারণে অক্ষম হইয়া এরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলাম। দেখিলাম যে এখানে আর আমার থাকিবার প্রয়োজন নাই। পরকাল মানিতাম না, মনে ভাবিতাম যে এই খানেই শেষ।

প্র। মৃত্যুকালে আপনার মনে কি ভাব হইয়াছিল ?

ক। প্রথমে কিছুই হয় নাই। মনে ভাবিলাম অন্ধকার দিয়া কোথায় যাইতেছি। এখন সে ভাব গিয়াছে, আরও কত কষ্ট পাইতে হইবে বলিতে পারি না।

প্র। তোমার ভ্রাতাকে কি কখন দেখিতে যাও ?

ক। না—না ! সুখের সময় সুখ ভাগ করা ভাল। আমার এ দুঃখের অবস্থা সে যেন না জানিতে পারে।

প্র। আপনি যে দলে বেড়াইতেন তাহারা অনেকে ঈশ্বর মানে না, আপনি তাদের কিছু বলিতে চান ?

ক। তাদের বলিও যে, এই হতভাগার অবস্থা দেখিয়া তাহারা যেন পরকাল মানে।

প্র। আপনার কষ্ট কিরূপ, বলিতে পারেন কি ?

ক। কতক অবশ্য বলিতে পারি। পৃথিবীতে থাকিবার কালে যদি তোমাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কোন বিষয় সত্য বলিয়া প্রকাশ হয়, তখন তোমাদের দর্প চূর্ণ হইয়া মনে যেরূপ কষ্ট হইতে থাকে তাহার শতগুণ কষ্ট আমার হই- তেছে। আমার সমস্ত জীবন পরকাল নাই বলিয়া তর্কে

সকলকে পরাজয় করিয়া আসিয়াছি, এখন সেই পরকালকে দেখিতেছি। লজ্জায় আর কাহার নিকট মুখ দেখাইতে পারি না, এমন কি সামান্য একজন পরিচিত চাসার মুক্তআত্মা নিকটে আসিলে লজ্জায় অন্যদিকে পলাইয়া যাই। শুনিয়াছি নাকি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করিলে এরূপ অবস্থা শীঘ্র অন্তরিত হয়। ফলতঃ এখন দেখিতেছি যে তাঁহাকে চিন্তা ও ধ্যান কেবল মাত্র সুখের কারণ।

সুখি মুক্তাত্মা।

নীচের লিখিত মুক্তাত্মার কথা আলেনকারডেকের "স্বর্গ ও নরক" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

ফরাসি রাজ্যের রাজধানী পেরিস নগর। বহুদিন হইতে সেখানে মুক্তাত্মাগণ আনয়ন জন্য একটা অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সভা আছে। সে সভায় সেখানকার অনেক বড় বড় লোক সভ্য। ইঁহাদের মধ্যে অনেক স্ত্রী ও পুরুষ মিডিয়ম আছেন। সারকেল বা চক্রে বসিয়া তাঁহারা প্রথমে ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করেন, "হে জগদীশ সর্ব্ব শক্তিমান! তোমার অনুগ্রহে আজ যেন একজন উৎকৃষ্ট মুক্তাত্মা আসিয়া আমাদের উপদেশ প্রদান করেন, আর অধো শ্রেণীর আত্মা আসিয়া যেন বিরক্ত না করে"। পরে "ঈশ্বরের নাম

লইয়া আমরা অমুক ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করিতেছি” ; এইরূপে তাঁহারা ইচ্ছামত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মুক্ত আত্মাকে আহ্বান করিয়া থাকেন।

সানসন সাহেব অনেক দিন হইতে “পারিস অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সভার” একজন সভ্য ছিলেন। মৃত্যুর এক বৎসর কাল পূর্ব্ব হইতে নানা পীড়ায় পীড়িত হইয়া বিস্তর কষ্ট পাইয়াছিলেন। আসন্নকাল নিকট জানিয়া সভাপতিকে এই মর্ম্মে পত্র লেখেন যে মৃত্যুর পর অবিলম্বে তাঁহার আত্মাকে যেন আহ্বান করা হয়। কি কি প্রণালীতে শরীর হইতে আত্মা সতন্ত্র হন ও সেই আনুসঙ্গিক যে সব ঘটনা হয় তদ্বিষয় বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করিবেন।

১৮৬২ শালের ২১ এপ্রেল তারিখে সাহেবের পরলোক গমন করিবার কিঞ্চিৎ বিলম্বে কয়েকজন সভ্য একত্রিত হইয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইল। তখন গোর দিবার উদ্যোগ হইতেছে। যে ঘরে মৃত দেহ ছিল সেই ঘরে সকলে গিয়া “সারকেল” অর্থাৎ চক্র করিয়া বসিলেন। সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের ভজনা করিয়া সাহেবের আত্মাকে আহ্বান করা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি আগমন করিলেন।

প্র। প্রিয় বন্ধু—তোমার কথা অনুযায়িক এ সময় তোমাকে আহ্বান করা হইয়াছে!

উ। জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান কর, তাঁহারই অনুগ্রহে আমি এ সময় তোমাদের নিকট আসিতে পারিয়াছি। কিন্তু আমি অতিশয় দুর্ব্বল——কাঁপিতেছি!

প্র। তুমি পরলোক যাইবার পূর্ব্বে অতিশয় শারীরিক কষ্ট পাইয়াছিলে, এখনও কি সে সব কষ্ট আছে? দুই দিন পূর্ব্বের অবস্থার সহিত এখনকার অবস্থার তুলনা করিলে এখন কিরূপ বোধ হয়?

উ। পূর্ব্বেকার যাতনা এখন কিছুই নাই। এখন অতি সুখ বোধ হইতেছে। আমার শরীর নূতন হইয়া পুনর্জন্ম হইয়াছে। কিরূপে মাটির শরীর হইতে আত্মা বাহির হইল প্রথমে আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই। এই কালে অনেকে অজ্ঞান অবস্থায় থাকে কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি জগত পিতার নিকট আপন প্রিয়জন সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার শক্তি প্রার্থণা করায় তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন।

প্র। মৃত্যুর কতক্ষণ পরে আপনার হুঁস হইয়াছিল?

উ। আন্দাজ আট ঘণ্টা। তজ্জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

প্র। আপনি কি প্রকারে জানিতেছেন যে আপনি এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন?

উ। তৎপ্রতি আমার কিছুই সন্দেহ নাই। আমি পৃথিবীতে থাকন কালীন আপন জীবন-তাবত কাল পরো-পকারে ব্রতী ছিলাম। এখন আত্মাভুম হইতে সত্যানু-সন্ধান প্রচার করিবার জন্য অধ্যাত্ম বিজ্ঞান শাস্ত্র মানব জাতির মধ্যে বিস্তার করিব। আমি এখন ভাল থাকিয়া সবল হইয়াছি—যেন নূতন কলেবর হইয়াছে। এখন আমাকে দেখিলে আর সেই গাল-তোবড়া দন্তহীন বুড়া

বলিয়া বোধ হইবে না। আত্মাভুমে আসাবধি আর সেই মাংসের বোঝা বহিতে হইতেছে না। এই অসীম বিশ্ব আমার বাটী এবং সেই বিশ্বপিতার ন্যায় সম্পূর্ণ হওয়া আমার ভবিষ্যৎ ভাগ্য। আমার সন্তানগণের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়, যদি আমাকে দেখিয়া তাহাদের বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন হয়।

প্র। তোমার এই মৃতদেহ দেখিয়া এখন মনে কি ভাব হয়?

উ। আহা—শরীর তো সব মাটি হইয়া যাইবে, কিন্তু এই শরীরই দ্বারা আপনাদের নিকট পরিচিত ছিলাম! আমার আত্মার বাসস্থান আত্মাকে পবিত্র করিবার জন্য কত কাল কত কষ্ট সহ্য করিয়াছে। দেহ! তোমারই প্রসাদে আমার এ সুখের অবস্থা হইয়াছে।

প্র। আপনার শেষকাল পর্য্যন্ত কি জ্ঞান ছিল? তখন আপনার মনের ভাব কিরূপ ছিল?

উ। হাঁ ছিল। কেবল তখন আর চর্ম্ম-চক্ষু দিয়া না দেখিয়া জ্ঞান-চক্ষু দিয়া দেখিতেছিলাম। পৃথিবীর সমস্ত কার্য্য মন মধ্যে উদয় হইতে লাগিল। ঠিক পৃথক হইবার কালে আত্মা দৃষ্টিহীন হন। সে সময় বোধ হয় যেন কোন অজানিত শূন্য দিয়া যাইতেছি। পরে অল্পক্ষণ মধ্যে কোথায় এক অদ্ভুত আনন্দময় স্থানে লইয়া গেল। সমস্ত যাতনা ভুলিয়া গিয়া অন্তঃকরণ অপার আনন্দে মগ্ন হইল।

প্র। আপনি কি জানেন—(সব কথা মুখ হইতে বাহির না হইতে অমনি উত্তর লেখা হইল)

উ। যাহা লিখিয়াছ অবশ্য অবশ্য পড়িবে। শ্মশান ও শব দৃষ্টে লোকের মনে পরকালের ভাবনা ও নাস্তিকের মনে ভয় হয়, অতএব আমার ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত সকলের নিকট ব্যক্ত করিলে 'অনেক উপকার সম্ভাবনা।

পরে শব মাটির ভিতর পুতিবার কালে "বন্ধুগণ! মৃত্যুকে ভয় করিও না। পৃথিবীর সমস্ত দুঃখে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সত্য পথে থাকিয়া কাল কাটাইলে অসীম সুখ সাম্নে দেখিতে পাইবে। সত্য প্রচারে রত হও। আর একটি কথা মনে রাখিও। ধরায় সমস্ত সুখের অধিপতি হইতে বাসনা করিলে অপরকে কিয়দংশ সুখ হইতে বঞ্চনা করিতে হয়। যদি প্রকৃত সুখী হইতে চাও, তবে সকলকে সুখী কর"। সে দিন এই পর্য্যন্ত লিখিয়া মুক্তাত্মা চলিয়া গেলেন।

পেরিস আধ্যাত্ম বিজ্ঞান সভা ২৫ এপ্রেল, ১৮৬২।

প্র। মৃত্যুকালে কি অতিশয় যন্ত্রণা হয়?

উ। অবশ্য হয়। পৃথিবীতে জীবন-কাল দুঃখের কাল আর মৃত্যু সেই দুঃখের চূড়া। আত্মা শরীর হইতে পৃথক হইবার পূর্ব্বে আস্তে আস্তে সমস্ত শরীর হইতে তেজ গুটাইতে থাকেন, ইহাকে সকলে মৃত্যু যাতনা বলে। শেষে একটা হেঁচ্‌কাটান দিয়া শরীর হইতে বাহির হন। এই টানে একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

একথা সকল আত্মার উপর খাটেনা। আমরা দেখিয়াছি যে অনেক আত্মা সজ্ঞানে কথা কহিতে কহিতে বিনা যন্ত্রণায় দেহ ত্যাগ করিয়া যান।

প্র। ভাল, আপনার আত্মা শরীর হইতে মুক্ত হইবার প্রক্কালে আপনি কি আত্মাভুম দেখিতে পাইয়াছিলেন ?

উ। এ কথার উত্তর পূর্ব্বে দিয়াছি। আমি সেখানে পৌঁছিয়া আপন আত্মীয় বান্ধবগণকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহারা হাস্যবদনে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শরীর স্বাস্থ্য ও বলবান হওয়ায় আনন্দের সহিত তাঁহাদের সঙ্গে অসীম শূন্য দিয়া চলিলাম। পথমধ্যে যাহা যাহা দেখিলাম মনুষ্যের এরূপ ভাষা নাই, যদ্দ্বারা সেই মনোমোহিনী সৌন্দর্য্যের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। তবে একটা কথা এই জানিও যে যাহাকে তোমরা পৃথিবীতে সুখ বল, সে কেবল উপন্যাস মাত্র। তোমাদের বড় বড় কবির কল্পনা শক্তিতে সেখানকার সুখের কণামাত্র বোধ করিতে পারে না।

প্র। মুক্তাত্মাগণ দেখিতে কেমন, তাহাদের কি মানুষের ন্যায় হাত, পা, চক্ষু, মুখ আছে ?

উ। হাঁ আছে, ঠিক মনুষ্যের মত। তবে মনুষ্যের শরীর অতি মোটা ও বিশ্রী, বয়েসে ও শোক দুঃখে দেখিতে কদাকার হয়। আত্মা-শরীর অতি সূক্ষ্ম, সহজে চলিয়া বেড়ায় ও কিছুতেই জ্বরাজীর্ণ হয় না। আমরা ইচ্ছা করিলে সকল স্থানে থাকিতে পারি। এই দেখ, এখন তোমার কাছে দাঁড়াইয়া আছি, তোমার হাতে হাত দিতেছি অথচ তুমি কিছুই জানিতে পারিতেছ না। আমাদের চক্ষু সকল দ্রব্য ভেদিয়া দেখিতে পায়। আমাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ নাই।

প্র। আপনারা কি প্রকারে এক জনের মনের ভিতরের ভাব জানিতে পারেন।

উ। সে কথা তোমরা হঠাৎ বুঝিবে না। ধৈর্য্য ধরিয়া পৃথিবীতে ধর্ম্ম অভ্যাস কর, পরে সব জানিতে পারিবে। তোমাদের মনের চিন্তা চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুতে অঙ্কিত হয়। মুক্তাত্মাগণ তাহা দেখিয়া সব বুঝিতে পারে।

এইখানে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপন করিলাম। পর অধ্যায়ে মুক্তাত্মা আনয়নের উপায় বলিয়া দিব। জন্ম হইতে মৃত্যুকালকে ইহকাল ও মৃত্যুর পর অনন্ত-উন্নতির কালকে পরকাল কহে। কিন্তু ইহকাল ও পরকাল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাল নহে; ইহারা একটা কেবল অপরের অভেদ-অবিরত কাল মাত্র। এই জন্য ভূমিষ্ঠ হইবার কাল হইতে অনন্ত-উন্নতির কালকে আত্মার জীবনকাল বলিতে হইবেক। এই কালের অন্ত বা শেষ নাই, এই জন্য আত্মা অমর। চিরোন্নতি আত্মার ভাগ্য। শত শতবার স্বর্ণ পোড়াইয়া স্বর্ণকারে স্বর্ণ খাঁটি করে, সেইরূপ মনুষ্যের আত্মা শত সহস্র শিক্ষা পাইতে পাইতে ক্রমশঃ উন্নত হয়। জ্ঞানগিরি অসীম ও অসংখ্য, একটার চূড়ায় উঠিলে আবার তদপেক্ষা উচ্চগিরি তাহার চতুস্পার্শে দেখা যায়। এই রূপ অনন্ত সোপানে চড়িয়া যতই উপরে উঠিবে, ততই আত্মা উন্নত ও আত্মা-শরীর তেজোময় ও সূক্ষ্ম হইবেক।

ইহার শেষ ফল কি, কেহই বলিতে পারে না। উচ্চ শ্রেণীর মুক্তাত্মাগণ অপার আনন্দ ও অসীম সুখের কথা

বলিয়া থাকেন কিন্তু সে যে কি আনন্দ বা কি সুখ তাহা আমাদের জানিবার কোন উপায় নাই। মুক্তাত্মা হইলেই যে সর্ব্বজ্ঞ হইবেন এমন কখন হইতে পারে না, বিশেষতঃ যাঁহারা আমাদের নিকট সর্ব্বদা আইসেন, তাঁহাদের জ্ঞান বুদ্ধি আমাদের অপেক্ষা অধিক বেশী হইবেক না। এই জন্য শেষ ফল আমাদের জানিবার কোন্ উপায় নাই। তবে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে পরকালের অস্তিত্ত্ব, আত্মার অমরত্ব ও আত্মা-ভূমি অতি সুখজনক স্থান বলিয়া চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয় মাত্র। ৪০ বৎসরের কথা—ক্ষেত্রনাথ বসু নামক জনেক কায়স্থ যুবক পল্লিগ্রাম হইতে মেডিকেল কালেজে পড়িবার জন্য কলিকাতায় আইসে। ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়া পীড়ার যন্ত্রণায়—আবার তখনকার চিকিৎসার নিয়মানুসারে সর্ব্বাঙ্গে বিলিষ্টরের জ্বালায়—ছটফট ও চীৎকার করিতেছিল। আমি তাহার শিওরে বসিয়া সেবা করিতেছিলাম। ক্ষেত্র হঠাৎ উপর দিকে দৃষ্টি করিল। বিবর্ণ-ফেঁকাসে-বদন, সহাস্য—রক্তিমাময় হইয়া“দেখুন,দেখুন কি সুন্দর, কি অপূর্ব্ব শোভা—বা বা!” বলিয়া চিৎকার করিল। আমি জিজ্ঞাসিলাম “ক্ষেত্র—কি?” “দেখছ না! কি চমৎকার বা—য়া—বা—য়া!” তৎক্ষনাৎ একেবারে কণ্ঠশ্বাস ও অবিলম্বে মৃত্যু! তখন ভাবিয়াছিলাম বিকারের বিহ্বলতা—এখন বুঝিয়াছি দূর হইতে আত্মা ভুমির অপরূপ শোভা দর্শনে এরূপ বিস্ময় উক্তি মাত্র!

তৃতীয় অধ্যায়।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান।

পুরাবৃত্ত পাঠ দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে এক কালে আর্য্য জাতি সমস্ত ভারত জয় করিয়া অতুল সুখের অধিকারি হইয়াছিলেন। পরে যখন জানিতে পারিলেন যে সুখ-বাসনাই প্রকৃত সুখ—একবার সুখের অধিকারী হইলে সে সুখে আর সুখ বোধ হয় না,তখন তাঁহারা সমস্ত সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া চিরস্থায়ি সুখ অনুসন্ধানে তপস্যা ও যোগাভ্যাস আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা ক্ষত্রীয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া আপনারা ফল মুল আহার, পরকাল ও পরমেশ চিন্তায় মননিবেশ করিলেন। তাঁহারা ধ্যান বলে ভুত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান সকলই জানিতে পারিতেন। তাঁহাদের আত্মা, শরীর ত্যাগ করিয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ ও আবশ্যক মতে মুক্তাত্মাগণ সহিত আলাপ পরিচয় করিতে পারিত। এই কাল হইতে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের চর্চ্চা এদেশে প্রথম আরম্ভ হয়। রামায়ণ, মহাভারত ও ভুত ডামর প্রভৃতি তন্ত্রসারে ইহার ভুরি ভূরি প্রমাণ দেখা যায়। আবার সাধারণ লোকের বিশ্বাস জন্য গ্রাম্য ও বন দেবতা, বাবাঠাকুর, পঞ্চাননতলা, তারকেশ্বর ও গয়ার সৃজন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশাবলি মধ্যে অনেকে হীন বীর্য্য হওয়ায় ঐ শক্তি একেবারে লোপ হইয়া গেল, আর কতক বাহ্যিক ঐহিক-সুখ-

চেষ্টায় রত হওয়ায় যোগ শাস্ত্র ভুলিয়া গেলে, ক্রমে ঐ শাস্ত্র এদেশ হইতে একেবারে লোপ হইল। এখন সমস্ত দেশ খুঁজিলে একজনও যোগী পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

আজ কাল আমাদের পৃথিবীর অপর দিকে—যাহাকে পাতাল পুরী বলিলেও হানি নাই—এক নূতন জাতির সৃজন হইয়াছে। ইহারা অত্যল্প কাল মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার অধিপতি ও সভ্য জাতির মধ্যে সভ্যতায় সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদের নাম আমে-রিকান বা মার্কিন। পূর্ব্বতন ভারতের আর্য্য জাতির ন্যায় তাহাদের আর ধরার অলীক-সুখ ভাল লাগে না। এখান-কার নিবান অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-জ্যোতি সেখানে দ্বিগুণ তেজের সহিত প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। আর্য্য সন্তানগণ ঐ সব বিষয় সর্ব্ব সাধারণের নিকট গোপন রাখিতেন, কিন্তু আমেরিকানেরা তাহা সকল জাতিয়ের নিকট প্রকাশ করায় চারিদিকে একেবারে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। যে সামান্য কারণে ইহা প্রথমে সেখানে প্রকাশ হয় তদ্বিষয় নিম্নে প্রতিপন্ন করিতেছি।

ঠিক ৩৩ বৎসর গত হইল—১৮৪৮ সালে ঐ প্রদেশে নিউইয়ার্ক নগরের প্রান্তভাগে ফক্স নামক এক বক্তি একটা বাটী ভাড়া লইয়াছিল। বাটীটি দেখিতে সুন্দর কিন্তু 'পড়ো' বা ভুতের বাড়ি ভাবিয়া কেহ তাহা ভাড়া লইত না। ভাড়া লইবার কিছু দিন পরে উহার স্থানে স্থানে নানা প্রকার শব্দ হইতে লাগিল। প্রথমে সকলে ইন্দুরের কার্য্য

বলিয়া ভাবিত। কিছু দিন পরে সব ঘরে যেন মানুষ হাঁটিয়া বেড়াইতেছে বোধ হইতে লাগিল। ঐ ফক্সের ৮ ও ১০বৎসর বয়সের দুইটি কন্যা ছিল। এক দিন তাহাদের মাতা দেখিল যে জ্যেষ্ঠা কন্যার পায়ের উপর একটা বৃহৎ কুকুর বসিয়া আছে কিন্তু তিনি নিকটে যাইবামাত্রই সে কুকুর বাতাসে মিলাইয়া গেল। ঘরের চৌকি মেজ স্থানে স্থানে চলিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং "টক-টক" শব্দ দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হয়ত দ্বারে কি জানেলায় শব্দ শুনিয়া হঠাৎ কপাট খুলিয়া দেখিত কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইত না। আবার বন্দ করিবামাত্রই শব্দ আরম্ভ হইত। প্রতি-বাসির সাহায্য লইয়া ফক্স চতুর্দ্দিকে পাহারা বসাইল, কিন্তু অত্যাচারের কিছুই সমতা হইল না। বালিকাদ্বয় যতবার হাততালি দিত বা শব্দ করিত, সেই কয়টি শব্দ আবার অন্যত্রে হইত। এই দৃষ্টে সকলে স্থির করিল যে শব্দকারক অবশ্য বালিকাদ্বয়ের কথা বুঝিতেছে ও জ্ঞান সম্পন্ন হইবে। বালিকাদ্বয় বলিল যে এখন হইতে একটা শব্দে "হাঁ", দুইটা শব্দে "না", ও তিনটা শব্দে "হাঁ কি না বলিতে পারি না" স্থির করা হউক; "টক" করিয়া একটা শব্দ হইল অর্থাৎ 'হাঁ' বলিয়া সম্মতি জানাইল। পরে ইংরাজি অক্ষর এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি পড়িতে লাগিল, যে অক্ষর উচ্চারণ মাত্রেই একটা 'টক' শব্দ হইত, সে অক্ষরটি অমনি লেখা হইত; আবার প্রথম হইতে এ, বি, সি ইত্যাদি পড়া হইত, শব্দ মাত্রেই সেটী লেখা হইত। এই প্রকারে

এক একটি কথা, পরে ছন্দ ইত্যাদি লেখা হইতে লাগিল। এইরূপে শব্দ দ্বারা শব্দকারক জানাইল,যে সে আন্দাজ ৩০বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি টাকা লইয়া ঐ বাটীতে উপস্থিত হয়। ঐ কালে বেল নামক একজন সেকরা ঐ বাটীতে বাস করিত। তাহার বয়ক্রম ৩১ বৎসর ছিল। এক দিন মঙ্গলবার রাত্র দুই প্রহরের সময় বেল তাহাকে খুন করিয়া সমুদয় অর্থ অপহরণ করে। সে দিন ঐ বাটিতে আর কেহ ছিল না। পর দিন প্রাতে তাহার মৃতদেহ টানিয়া শিঁড়ির চোরকুঠারির মধ্যে ১০ ফুট মাটির নীচে পুতিয়া রাখে।

সকলে গিয়া ঐ স্থানের মাটি খুঁড়িয়া কতকগুলি মানুষের হাড় পাইল। আর সেই কালে বেল নামক এক ব্যক্তি অনেক দূরদেশ হইতে আসিয়া সকলের সাম্‌নে সপথ করিয়া বলিয়াছিল যে সে নির্দ্দোষি, এ বিষয় কিছুই জানে না। সে আপনার সাফাই সাক্ষি আপনি হইয়াছিল। প্রমাণ অভাবে তাহার নামে কোন অভিযোগ হয় নাই।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের চর্চ্চা এই দিন হইতে মার্কিন প্রদেশে প্রথম সুত্রপাত হইল। আরও প্রকাশ হইল যে ফক্সের কন্যাদ্বয়ের ন্যায়, ধাতু বিশেষে, অন্যান্য স্ত্রীপুরুষের উপস্থিতে ঐরূপ শব্দ বা ভৌতিক কার্য্য দেখা যাইত। ইহাদের দ্বারা মুক্তাত্মাগণ সহিত যোগাযোগ হইত, তজ্জন্য ইহাদের "মিডিয়ম" অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তি নাম দেওয়া হইল। মিডিয়ম অনেক প্রকার আছে কিন্তু এস্থলে কেবল ৫।৭ প্রকারের বিষয় নিম্নে লেখা গেল।

(১) লেখক।

(২) কথক।

(৩) শব্দ বা টেলিগ্রাফ মিডিয়ম, যেমন ফক্সের কন্যাদ্বয়।

(৪) হিলিং বা আরোগ্যকারি মিডিয়ম।

৫। ভিষণ অর্থাৎ যে সব ঘটনা হইয়া গিয়াছে বা হইবেক, তাহা ইহারা যেন সামনে ঘটিতেছে দেখিতে পায়।

৬। ফটোগ্রাফি অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা মুক্তাত্মার ছবি উঠান যায়। আমার নিকট ৩।৪ খান ঐরূপ ছবি আছে। ইহার এক খানার গল্প বলি।

মার্কিন প্রদেশ প্রজা-প্রভূত্ব রাজ্য। রাজকার্য্য সুচারু-রূপে নির্ব্বাহের জন্য পাঁচ বৎসর অন্তর এক একজন কার্য্যা-ধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাঁকে প্রেসিডেণ্ট বলে। বিলাতের রাজার ন্যায় ইঁহার ক্ষমতা। কিছু দিন হইল লিন্‌কলন নামক এক ব্যক্তি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া অল্প দিন পরে মরিয়া যান। এই কালে মুক্তাত্মার ছবি উঠিতেছে শুনিতে পাইয়া, বিবি লিন্‌কনল মুখে ঘোম্‌টা দিয়া ঐ ছবি-ওয়ালার দোকানে গিয়া বলিলেন যে আমার ছবি উঠাও আর সেই সঙ্গে যেন আমার অভিলষিত প্রিয়জনের ছবি ডঠে।

ছবিওয়ালা। আপনি কে, ও আপনার অভিলষিত প্রিয়জনই বা কে?

বিবি। আমি কে, বা কাহার ছবি উঠাইতে বাসনা করি, তাহা বলিব না—তবে সেই প্রিয়জনের নাম আমার হৃদয়ে খোদিত আছে।

ছবিওয়ালা। আপনি বসুন কিন্তু আপনার সঙ্গে আর কাহার ছবি উঠিবে কি না, বলিতে পারি না।

বিবি বসিলেন, ছবি উঠিল। বিবি অতিশয় প্রাচীনা ছিলেন। ছবিতে অল্প বয়স্ক এক জন সুন্দর পুরুষ কেদারার পেছনে বিবির দুই কাঁদে দুই হাত দিয়া দণ্ডায়মান ও তাহার অনতি দূরে এক জন যুবক স্বতন্ত্র দণ্ডায়মান ছিল। উপস্থিত দর্শকগণ মধ্যে আর এক জন বিবি দাঁড়াইয়া ছিল। তিনি দেখিবামাত্রই বলিয়া উঠিলেন "বা! এ যেন আমাদের সাবেক প্রেসিডেণ্টের ছবি হইয়াছে"। বিবি লিন্‌কলন "দেখি দেখি" বলিয়া হাত হইতে ছবি খান লইয়া ঘোমটা খুলিয়া বলিলেন, "হাঁ ঠিক হইয়াছে। তাঁহারই ছবি বটে, আর দূরে যে যুবক দাড়াইয়া আছে দেখিতেছ, উনি আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র; লিন্‌কনের মরিবার অনেক দিন পূর্ব্বে উহার মৃত্যু হয়"। এই বলিয়া সেই সাধ্বীসতী আপন প্রিয় পতির ছবি হস্তে লইয়া শোকের বোঝা দোকানে ফেলিয়া প্রফুল্লচিত্তে হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

৭। ডাক বা তাড়িতবার্ত্তাবহ মিডিয়ম। নিউইয়র্ক নগরে মাষ্টর ম্যান্‌সফিণ্ড নামক এরূপ এক জন মিডিয়ম আছেন। আপন আত্মীয়ের মুক্তাত্মাগণের নামে চিঠি লিখিয়া শীল-মোহর করিয়া তাঁহার নিকট ডাকে পাঠাইয়া দিলে তিনি সে চিঠি না খুলিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সমুচিত উত্তর আনাইয়া দেন।

৮। আর এক প্রকার মিডিয়ম আছেন, যাঁহারা চক্রে বসিবামাত্রেই অজ্ঞান হইয়া পড়েন। মুক্তাত্মাগণ তাঁহাদের শরীর হইতে তেজ লইয়া মানুষের আকৃতি ধরিয়া চক্রের চতুর্দ্দিকে বেড়াইয়া বেড়ায় ও সকলের সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড করে। অল্প দিন হইল হোসেন খাঁ নামক একজন মুসলমান-মিডিয়ম এদেশে আসিয়াছিল। ইহাঁর অসাধারণ ক্ষমতা অনেকে দেখিয়াছিলেন। হোসেন খাঁ টাকা কড়ি গহনা ইত্যাদি স্পর্শ মাত্রেই উড়িয়া যাইত। যখন যে দ্রব্য তাহার নিকট চাহিবা মাত্রেই সে তাহা আনাইয়া দিত। সে ৺ রাজা দিগম্বর মিত্রের বাটির তেমহলার ঘরে বসিয়া জানালার বাহিরে হাত দিয়া সভাস্থ লোকের আদেশানুসারে ক্রমান্বয়ে ব্রাণ্ডি, সেরি, সেমপেন ইত্যাদি আনাইয়া সকলকে খাওয়াইয়াছিল। এক দিন বাবু হিরালাল শীলের বৈঠকখানা ঘরে তাহাকে চাবি বন্দ করিয়া রাখিয়া চতুর্দ্দিকে পাহারা বসাইয়া দেওয়া হইল। পরে বাবুরা হোসেনকে আদেশ করিলেন যে উইলসন সাহেবের হোটেল হইতে ৪ জনের উপযুক্ত খানা প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। হোসেন সমস্ত আলোক নির্ব্বাণ করিয়া 'হজ্‌রত হজ্‌রত' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে বলিয়া উঠিল "যে খানা প্রস্তুত, সকলে আসিয়া আহার করুণ"। সকলে দ্বার খুলিয়া গৃহমধ্যে গিয়া দেখিল যে প্রকৃত চারি জনেরই আহার প্রস্তুত। সমস্ত বাসনে উইলসন সাহেবের নাম লেখা।

সে বৎসর ডেভেনপোর্ট ব্রাদার্স ও প্রোফেসর ফয় নামক মার্কিন দেশীয় মিডিয়ম কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

ইহাঁরা কলিকাতার অনেক থিয়েটরে অর্থাৎ নাট্যশালায় উপস্থিত হইয়া অনেক আশ্চর্য্য ভৌতিক ক্রিয়া দর্শাইয়া বিস্তর ধন উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের হাত পা বাঁধিয়া কুটরির মধ্যে বন্দ করিয়া রাখা হইলে সেই কুটরির ছিদ্র দিয়া মুক্তাত্মার হাত বাহির হইয়া টং টং করিয়া ঘণ্টা বাজাইত। আবার ইহাদের ঘরের বাহিরে বাঁধিয়া রাখিয়া আলোক নির্ব্বাণ করিলে সেতার, বেয়ালা, আকরডিয়ন প্রভৃতি নানা প্রকার বাজনা অন্ধকারে সকলের মাথার উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত ও বাজিত। এই রূপ অনেক প্রকার মিডিয়মের কথা বলিতে পারি কিন্তু তাদের কথা আর বলিতে ক্ষান্ত হইয়া এক্ষণে কি নিয়মে সারকেল অর্থাৎ চক্র করিয়া বসিলে মিডিয়ম স্থির ও মুক্তাত্মা আনয়ন করা যাইতে পারে, তদ্বিষয় নিম্নে লিখিতেছি।

(১) একটা টেবিলের চতুর্দ্দিকে চৌকি সাজাও। গদি মারা কেদারা অপেক্ষা কাষ্ঠের বা বেতের-ছাউনি কেদারা অধিক ফলদায়ক।

(২) তিন জনের কম ও দশ জনের বেশী লোক না হয়,টেবিলের উপর হাত দিয়া চারি দিকের কেদারায় বসিবে। এক জনের ডাহিন,অপরের বাম হস্তে যেন সংলগ্ন থাকে।

(৩) পুরুষ ও স্ত্রী, গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ, মোটা ও রোগা, লাল ও ফেঁকাসে, নির্ব্বোধ ও বুদ্ধিমান, অলস ও পরিশ্রমী ইত্যাদি বিপরীত গুণাক্রান্ত পরস্পর পাসাপাসি বসিবে।

(৪) এই কালে মন হইতে সকল প্রকার ভাবনা চিন্তা

কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদি সব তাড়াইয়া দিয়া পরস্পর মিষ্টালাপ করিতে থাক অথবা একজন বাজাইতে, গান-গাইতে অথবা পড়িতে থাক, আর সকলে মন দিয়া শুন। ফলতঃ সকলের মন যেন এক ভাব ভাবিতে থাকে। যাহার আত্মাকে আনিতে চাহ, তাহাকে সকলে একমনে চিন্তা করিতে থাক। অথবা যদি পার, তবে সকলের মন হইতে সকল প্রকার ভাবনা দূর কর।

(৫) যে সব লোক চক্রে বসিবে, তাহাদের মধ্যে যেন পরস্পর শত্রুতা,হিংসা, ঘৃণা বা বিশিষ্ট-রূপ ধর্ম্মের অনৈক্যতা না থাকে।

(৬) নাস্তিক ও পাপে বা মন্দ কর্ম্মে রত ব্যক্তিগণকে চক্রগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না।

(৭) বসিবার ঘর,মেজ ওচৌকি সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন করিবে না। আপন আপন নির্দ্ধারিত স্থানে সকলে বসিবে।

(৮) আমরা দেখিয়াছি যে বিশেষ ব্যক্তির আত্মাকে ধ্যান বা সাধনা না করিয়া, খালি মনে স্থির হইয়া বসিয়া থাকাই ভাল। যিনি অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন, তাঁহাকে সমাদর করিয়া তদ্দ্বারা অন্য মুক্ত আত্মার সংবাদ লওয়া যাইতে পারে। কি জানি কোন বিশেষ ব্যক্তিকে ক্রমশ ভাবিলে পাছে সেই ভাব কাহার মনকে অধিকার করিয়া কল্পিত আত্মার সৃজন করে।

(৯) বসিতে বসিতে, কখন বা ১০।১৫ দিন বসিবার পর মিডিয়মের স্থির হয়। যত ক্ষণ স্থির না হইবে, তত ক্ষণ

মধ্যে মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বসা আবশ্যক। একবার স্থির হইয়া গেলে আর উল্টাপাল্টা করিবে না।

(১০) যে ব্যক্তি মিডিয়ম স্থির হইবে, তাহাকে দক্ষিণ মুখা অর্থাৎ উত্তর দিকে পিট করিয়া বসাইবে।

(১১) সারকেলে অর্থাৎ চক্রে এক জন কর্ত্তা হইবে। তাহারই আজ্ঞামত সকলে কার্য্য করিবে এবং মিডিয়মের সহিত যে কোন কথা বার্ত্তা কহিতে হইবেক, তাহা তাহারই দ্বারা কহা উচিত। ঐ ব্যক্তি মিডিয়মের ঠিক সাম্‌নে বসিবে।

(১২) ঝড়,বৃষ্টি,বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, অতিশয় শীত, অতিশয় গ্রীষ্ম বা ম্যাদ্‌মেদে দিনে চক্র করিলে তত ফল পাওয়া যায় না। তজ্জন্য না শীত না গ্রীষ্ম এমত দিনে, পবিত্র মনে, অন্ধকার বা সামান্য আলোকময়-ঘরে চক্র করিলে অধিক সফল হইবে।

(১৩) যদি "টপ্ টপ্" শব্দ হয়, তবে একটা শব্দে "হাঁ" ও দুইটা শব্দে 'না' স্থির করিয়া মুক্তাত্মার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে থাকিবে। যদি কাহার হাত কাঁপিতে দেখ, তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তে একটা পেনসিল ও তাহার নীচে এক খান কাগজ দিবে। যদি কেহ ঘুমাইয়া পড়িয়া "আউ—হাউ—আড়—হড়" ইত্যাদি অস্পষ্ট বাক্য কহিতে থাকে, তবে শীঘ্র তাহার জিহ্বার জড়তা নষ্ট হইয়া স্পষ্ট-বক্তা হইবে নিশ্চয় জানিবে। কখন কেহ মুক্ত আত্মাদের দেখিতে পায় এবং আকাশে বা দেয়ালে সোণার বা রূপার

অক্ষর দেখিয়া পড়িতে থাকে। কখন ঘরের সমস্ত চৌকি মেজ নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়,বাহিরের দ্রব্য ঘর বন্ধ থাকিলেও ভিতরে আইসে ও ভিতরের দ্রব্য বাহিরে যায়।

(১৪) কোন কোন মনুষ্যের শরীর হইতে দিবা রাত্র এক প্রকার তেজ নিঃসরণ হইতেছে। ইহাকে ইংরাজিতে 'অডিল' বলে। এতদ্দ্বারা মুক্তাত্মাগণের সহিত আমাদের যোগাযোগ হয়। এবং কাহার কাহার শরীর দিবা রাত্র ঐ তেজ গ্রাস করিতে থাকে। এরূপ ভিন্নতা, ধাতু বিশেষে হইয়া থাকে। কিন্তু কোন্ ধাতু হইতে কি রূপ হয় তাহার নিয়ম এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। যদি চক্রে উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর লোক অধিক থাকে, তবে আমরা অতি সহজে অনেক ভৌতিক ক্রিয়া দেখিতে পাই, নচেৎ স্থান পরিবর্ত্তন ও আবশ্যক হইলে নূতন লোক আনাইয়া বসাইবে, যতক্ষণ কৃতকার্য্য না হও।

চক্র করিয়া বসিবার নিয়ম বলিয়া দিলাম, এক্ষণে ইচ্ছা মত বিশেষ ব্যক্তির মুক্তাত্মা আনয়নের উপায় বলিয়া দিতেছি। প্রথমত মিডিয়ম স্থির হইবার পর যদি কোন বিশেষ ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করা না হয়, তবে সচরাচর আপন আত্মীয়-স্বজনের মুক্তাত্মাগণ আসিয়া থাকেন। চুম্বক পাথর লোহকে আকর্ষণ করিয়া নিকটে টানিয়া থাকে। তেমনি যে যারে ভাল বাসে, তাহার প্রতি তার মন টানে অর্থাৎ আকর্ষণ করে। সেই জন্য আত্মীয় স্বজনের মুক্তাত্মা আমাদের নিকট সর্ব্বদা থাকেন ও সুবিধা পাইলেই দেখা

দেন। এতদ্ব্যতীত অধোশ্রেণীস্থ মুক্তাত্মাগণ তামাসা দেখিবার বা দুষ্টুমি করিবার জন্য চক্রে আসিয়া থাকে। তজ্জন্য চক্রে বসিবার অগ্রে মিডিয়ম, অথবা ১১ ধারা অনুযায়িক সারকেলের কর্ত্তা ভক্তিভাবে জগৎপিতার নিকট উচ্চ শ্রেণীর জনেক মুক্তাত্মা আসিবার জন্য প্রার্থনা করিবে। পরে যদি বিশেষ ব্যক্তির আত্মাকে আনয়ন করা আবশ্যক হয়, তবে তাঁহাকে মনে মনে ডাকিতে থাকিবে। কিন্তু ডাকিলেই তিনি যে আসিবেন ইহার কিছুই স্থিরতা নাই। অনেকে "কি করিলে আমার টাকা হবে," "বাড়ীটা বিক্রয় করিব কি না" "অমুকের সঙ্গে আমার বিবাহ হবে কি না" ইত্যাদি প্রশ্ন করিবার অভিলাষে চক্রে গিয়া বসে। এরূপ চক্রে কখন উচ্চ শ্রেণীর মুক্তাত্মা আইসেন না আর যদি আসেন তবে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যান।

এইরূপ আহ্বানে যদি উচ্চ শ্রেণীর কোন মুক্তাত্মা দয়া করিয়া আসেন, তবে প্রথমেই "হাঁ আমি আসিয়াছি," "আমাকে কেন ডাকিতেছ" ইত্যাদি লেখেন। প্রথম প্রথম তাঁহাদের এরূপ প্রশ্ন করা উচিত, যাহার উত্তর "হাঁ" কি "না" অথবা এক কথায় হইতে পারে, পরে ক্রমে ক্রমে বড় বড় প্রশ্ন করা যাইতে পারে। তাঁহাদের পরীক্ষার জন্য কোন প্রশ্ন কখন করিবে না।

আমরা দেখিয়াছি যে কখন কখন নীচ শ্রেণীর মুক্তাত্মা আসিয়া মিডিয়মকে নানা প্রকার কষ্ট দেয় ও চক্রে অত্যাচার করে। তাহাদের,উচ্চ শ্রেণীস্থ মুক্তাত্মা আনয়ন করিয়া

অথবা আন্তরিক ভক্তিভাবে দৃঢ়চিত্তে জগদীশের নামে যাইতে বলিলে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়। কখন কখন পৃথিবীর কার্য্য মনে পড়িয়া কাঁদিতে থাকে; সে সময় ভক্তিভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে কান্না অমনি শান্ত হয়,—যেন আগুনে জল ঢালিয়া দেয়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বিগত ১০ই আগষ্ট সন্ধ্যার পর রামবাগানে মাষ্টর সিঃ দত্ত বেরিষ্টরের ভবনে আমরা এক চক্র করিয়া বসিয়াছিলাম। এই চক্রে দুই জন সাহেব, বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র, বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আটর্নি; এক জন বৈদ্য, এক জন এম, এ; আমি, গৃহস্বামী ও মিডিয়ম উপস্থিত ছিলাম। সর্ব্বাগ্রে প্যারি বাবু ভক্তিভাবে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। অল্পাক্ষণ পরে দেখা গেল যে মিডিয়ম অচৈতন্য স্পন্দ-রহিত হইয়াছেন। এই কালে আমি একজন মুক্তাত্মাকে সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া এই কথা সকলকে বলিলাম। বোধ হইল যেন ইহাকে পূর্ব্বে জানিতাম। মিডিয়ম টেবিলের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলে সাহেবেরা ধরাধরি করিয়া খাটের উপর শোয়াইয়া দিল। সেখানে সে হাত বেঁকাইতে ও গোঙ্গাইতে লাগিল। আমি ও মিউজেন সাহেব বিস্তর পাস* দিতে দিতে স্থির হইল কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। নাম জিজ্ঞাসা করায় বলিল "পরিচয় দিব না। কি কষ্ট—আর সহ্য হয় না।

* পাস—পর অধ্যায়ের প্রথম পাতা দেখ।

হা জগদীশ! কোথায় তোমার দয়া, কেন তুমি এমন দুর্ম্মতি দিয়াছিলে, কেন আমি ঐ মধুর নাম করি নাই? আ! আ! হৃদয় ফাটিয়া গেল, আর সহিতে পারি না"। (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন)

প্রশ্ন। তুমি কি পাপ করিয়াছিলে আর এখন কি প্রকার কষ্ট পাইতেছ?

উত্তর। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বল, কি পাপ করি নাই? হা জগদীশ! তোমার সকল নিয়ম ভাঙ্গিয়াছিলাম। আর কষ্ট সহ্য হয় না। পৃথিবী ত্যাগকরাবধি ক্রমশঃ অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, জন প্রাণির সঙ্গে কখন দেখা হয় না। হা জগদীশ! হৃদয় চিরিয়া দেখ, তোমার নাম লেখা আছে কি না। পৃথিবীর কার্য্যের কথা যত মনে পড়ে তত হৃদয়ে বিঁদিতে থাকে আর সে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। মৃত্যুকালে বিস্তর কষ্ট পাইয়া আত্মা স্বতন্ত্র হইয়াছিলেম। সে যাতনা এখন মনে ভাবিলে যাতনা হয়"। (এই কালে প্যারি বাবু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও ব্রহ্ম সঙ্গীত করিতে লাগিলেন)। মিডিয়ম হাত যোড় করিয়া "আ! আ! ঠাণ্ডা হলেম, ঠাণ্ডা হলেম" বলিতে লাগিল।

প্রশ্ন। তুমি এখানে কি প্রকারে আইলে?

উত্তর। আমি অন্ধকার দিয়া যাইতে যাইতে আকাশে একটা আলোক দেখিতে পাইলাম। সেই আলো ধরিয়া এখানে আসিয়াছি। আপনারা অতি মহাশয় ব্যক্তি। আপনাদের সংসর্গে আমার পাপ অনেক কাটিয়া যাইবে।

মৃত্যুর পর হইতে আমি এই প্রথম প্রাণী দেখিলাম। হা জগদীশ! আর যাতনা সহিতে পারি না। (আবার উচ্চৈঃ-স্বরে ক্রন্দন)।

এই রূপ প্রায় আধঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ক্রন্দন ও আপন পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই কালে মিডিয়মের সর্ব্বশরীর হিম ও কুলকুল করিয়া ঘাম হইতে দেখিয়া মুক্তাত্মাকে যাইতে বলা গেল ও বিপরীত-পাস দিয়া চেতনা করা গেল। এই মুক্তাত্মা আজও দ্বিতীয় স্বর্গবাসী হইবার উপযুক্ত হয়েন নাই। মনে অনুতাপ জন্মিয়াছে বটে কিন্তু এখনও মন হইতে অহঙ্কার দূর হয় নাই আর সেই জন্যে আপনার পরিচয় দিতে বা দুষ্কর্ম্মের কথা সবিশেষ করিয়া বলিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। পরিচয় দেন নাই বটে কিন্তু আমরা চিনিতে পারিয়াছিলাম। ইনি পৃথিবীতে থাকন কালে সামান্য অবস্থা হইতে অতুল সম্প-ত্তির অধিকারী ও ভাগ্যধর পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়া-ছিলেন এবং রাজকীয় পুরুষগণ নিকটে বিস্তর মর্য্যাদা ও উচ্চ খেতাব পাইয়াছিলেন। আর অধিক বলিব না। ধরার-ধনমান-মদে-মত্ত মহোদয়গণ! সাবধান! সাবধান!

আত্মা আনয়ন সম্বন্ধে আর একটী নূতন কথা বলিতেছি বোধ হয় অনেকে শুনিয়া বিশ্বাস না করিতে পারেন। এ বিষয় আমরা চক্ষে দেখি নাই, কিন্তু অনেক অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান পুস্তকে পড়িয়াছি যে জীবিত লোকের আত্মা কখন কখন শরীর ছাড়িয়া চক্রে উপস্থিত হন। একদা পারিস্ নগরে

কোন এক গৃহস্থের বাটীতে চক্র হইতেছিল। সেই বাড়ীর গিন্নি সে চক্রের মিডিয়ম ছিলেন। চক্র-গৃহে তাঁহার এক নাতি পালঙ্কোপরে নিদ্রা যাইতেছিল। অল্পক্ষণ পরে তাহার আত্মা, শরীর ছাড়িয়া মিডিয়মকে অধিকার করিল। বালকের আত্মা আদো-আদো ভাষায় সে দিন স্কুলে যে সব কার্য্য করিয়াছিল, লিখিতে লিখিতে হঠাৎ মিডিয়মের হাত স্থির হইল। এই কালে দেখা গেল যে বালক পাশ ফিরিয়া শুইতেছে। আবার যেমন নিদ্রা গেল, মিডিয়মের হাত চলিতে লাগিল। কিন্তু মৃত ব্যক্তির মুক্তাত্মার ন্যায়, তাহাদের আত্মার তত স্বাধীনতা থাকে না। একবার ঐরূপ কোন মুক্তাত্মাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে "তাঁহার তত স্বাধীনতা নাই, তিনি লোহার গোলায় শিকল দিয়া বাঁধা আছেন"।

জাগ্রত অবস্থায় নৈকট্য সম্বন্ধ থাকিলে কখন কখন আত্মাকে আহ্বান করা যাইতে পারে।* তখন তাহাদের নিদ্রাকর্ষণ বা মন বিচলিত হইতে থাকে। এ বিষয়ে আর অধিক বলিয়া দিব না, তবে সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে নিতান্ত-শিশু, অথর্ব্ব-বৃদ্ধ, অতিশয়-দুর্ব্বল বা শঙ্কটাপন্ন-পীড়িত ব্যক্তির আত্মাকে কখন ডাকিবে না— সমূহ বিপদ সম্ভাবনা।

*এক মনে ডাকে তারে রাজা লঙ্কেশ্বর।
টনক নড়িল তার মস্তক উপর।
রামায়ণ, মহিরাবণ বধ খণ্ড।

আমরা দেখিয়াছি যে মুক্তাত্মাগণ আপনারা ঠিক সেই ব্যক্তি জানাইবার জন্য নানামত উপায় অবলম্বন করেন। ক নামক এক ব্যক্তি অনেক দিন ক্ষয়কাশে ভুগিয়া পরলোক গমন করে, যখন তাহার আত্মা আমাদের চক্রে আসিত মিডিয়ম "ক্ষ-ক্ষ-ক্ষ" করিয়া ১০।১২ মিনিট কাশিত ও তদ্দ্বারা আমরা ক আসিতেছে জানিতে পারিতাম। পুলিষ দারোগা জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি অনেক দিন কুষ্ঠা রোগে ভুগিয়া মরিয়া যান। মধ্যে মধ্যে যখন তিনি আমাদের চক্রে আসেন, তখন মিডিয়মের হাতের মুঠা এত কসিতে থাকে, যে দেখিলে হঠাৎ ঠুঁটা-হাত বলিয়া বোধ হয়। একবার জনেক অপরিচিত মুক্তাত্মা চক্রে আসিয়া কথায় কথায় "মাইরি" দিব্য করিতে দেখিয়া পরে অনুসন্ধানে জানা গেল যে তাঁহার জীবদ্দশায় ঐ দিব্য কথায় কথায় করিতেন। ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত মুক্তাত্মা আপন পোষাকি পরিচ্ছদ পরা দেখা দেন। কিন্তু মুক্তাত্মা হইলেই যে সত্যবাদী ও ধর্ম্মভীতু হইবেক, এরূপ কখন মনে ভাবিওনা। আমরা অনেককে প্রতারণা ও মিথ্যা কথা কহিতে দেখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ চাতুরির সহিত কথা বার্ত্তা কহে, যে হঠাৎ শুনিয়া সত্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সাবধান! যে যা বলে সতর্কের সহিত বিশ্বাস করিও। পর অধ্যায়ে মুক্তাত্মা আনয়নের আর এক উপায় বলিব। ইহার নাম মেস্‌মেরিজম।

চতুর্থ অধ্যায়।

মেস্‌মেরিজম।

ফরাসি দেশ নিবাসী মেসমর নামক এক ব্যক্তি ইহার নিয়ম প্রথমে আবিষ্কার করায় তাঁহারই নাম হইতে "মেসমেরিজম" কথার সৃজন হইয়াছে। ইহা এক প্রকার নিদ্রাকারিণী বা মোহিনীশক্তি,যদ্দ্বারা ভিন্ন আত্মাকে নিদ্রিত বা আপনার বশ্য করা যায়।

"মেস্‌মেরাইজ" শব্দে মেস্‌মেরিজমের কার্য্য বুঝায়।

"মেসমেরাইজর" বা নিদ্রাকারক শব্দে যে মেস্‌মেরাইজ করে।

"মেসমেরাইজড" বা নিদ্রাভাজন শব্দে যাহাকে মেস্‌মেরইজ করা হয়।

"পাস" বা গতি শব্দে হস্তের অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া উপর হইতে নিচে চালনা করা। ইহা ঠিক এদেশের রোজাদের ঝাড়ানের ন্যায়।

"ক্লেয়ারভয়েন্স"বা ভেদ-দৃষ্টি শব্দে দর্শনেন্দ্রিয়ের ব্যবহার না করিয়া দেখিতে পাওয়া বুঝায়। ইহা মেস্‌মেরিজমের একটী অবস্থা। এ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে চক্ষু বাঁধিয়া পেট ও কপাল দ্বারা পড়িতে পারে।

"ক্লেয়ারভয়েন্ট"বা জানু শব্দে যে ব্যক্তি স্বাভাবিক আপনা আপনি বা মেস্‌মেরিজমের দ্বারা উপরোক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বাগ্রে মেসমেরাইজ করিবার ভিন্ন ভিন্ন উপায় বলিতেছি।

প্রথম। আপনার মন হইতে সকল প্রকার ভাবনা চিন্তা দূর করিয়া আপন মনকে স্বচ্ছন্দ ও ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ কর। যাহাকে মেস্‌মেরাইজ করিতে চাহ তাহাকে আপনার সাম্‌নে বসাও। তাহার মনে যেন তোমার প্রতি বিরুদ্ধভাব না থাকে। তোমার ডাহিন হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ তাহার বাম হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগে ও তোমার বাম হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ তাহার ডাহিন হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগে সংলগ্ন কর। পরস্পর দৃষ্টি কর। সে তোমার চক্ষু পানে বিনীত-ভাবে একদৃষ্টে ও তুমি তাহার চক্ষুপানে দৃঢ়চিত্তে একদৃষ্টে চাহিয়া থাক। এই কালে যেন কোন গোলমাল বা শব্দ না হয়। অল্পক্ষণ মধ্যে তাহার প্রথমে আবল্য, পরে গাঢ় নিদ্রা হইবেক।

দ্বিতীয়। যাহাকে মেস্‌মেরাইজ করিবে তাহাকে আপনার সাম্‌নে বসাও। দৃঢ়চিত্তে তাহার চক্ষুপানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাক। আপনার উভয় হস্তের অঙ্গুলি মেলিয়া তাহার কপালের উপর হইতে নাভিমণ্ডল বা পায়ের পাতা পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে, পাস দিতে থাক। সাবধান—যেন তোমার অঙ্গুলির অগ্রভাগ তাহার শরীরের কোন স্থানে স্পর্শ না করে অথচ অতিশয় নিকট দিয়া চালিত হয়; পরে অঙ্গুলি মুঠা করিয়া পুনরায় হস্তদ্বয় মস্তকোপরি লইয়া অঙ্গুলি মেলিয়া পূর্ব্বমত চালনা করিবে। এইরূপ বারবার করিতে করিতে অল্পক্ষণ মধ্যে তাহার চক্ষুর পাতা যেন আপনা আপনি বুজিয়া আসিতে থাকিবে।

অবশেষে আর খুলিতে পারিবে না। পরে গাঢ় নিদ্রা আসিবে।

তৃতীয়। যাহাকে মেস্‌মেরাইজ করিতে হইবে, তাহাকে আপন সামনে বসাইয়া আপন বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি দৃঢ় রূপে চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ়চিত্তে, একদৃষ্টে তাহার চক্ষুর পানে চাহিয়া থাকিবে। অল্পক্ষণ মধ্যে তাহার মেস্‌মেরিক নিদ্রা হইবে।

চতুর্থ। উপরোক্ত বিধিমতে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা উভয় হস্তের "অল্‌নর" নামক বায়ুশিরা চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে ঐ রূপ নিদ্রা হইবে।

পঞ্চম। কোন দ্রব্য চক্ষুর সামনে বা কিঞ্চিৎ উপরে ধরিয়া সেই দিকে এক দৃষ্টে ক্রমশঃ চাহিয়া রহিলে ঐ রূপ নিদ্রাকর্ষণ হয়। বিশেষ সেই দ্রব্যটা যদি সাদা-চক্‌চকে্ হয় তবে শীঘ্রই সফল হইবার সম্ভাবনা।

এই রূপ নানা উপায় দ্বারা এই মেস্‌মেরিক নিদ্রা আনা যাইতে পারে। ইহার আসল গুপ্ত কথা এই যে যিনি মেসমেরাইজ করিবেন, তাঁহার ঐ কালের সমুদয় মানসিক কার্য্য একক হইয়া একাগ্রচিত্তে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকা আবশ্যক এবং যাহাকে মেস্‌মেরাইজ করিবে, তাহার মন তৎপ্রতি কোন বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া স্থির ভাবে বসিয়া থাকিলে শীঘ্র সফল হইবে।

কি রূপ ধাতু-বিশিষ্ট লোক অনায়াসে মেস্‌মেরাইজ হইতে পারে তাহার স্থিরতা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। হিন্দু

জাতিয়ের মতে তুলা রাশিতে শীঘ্র সকল হইয়া থাকে। এ বিষয় আমাদের মতামত কিছুই বলিতে পারি না। তবে মেস্‌মেরাইজ করিবার পূর্ব্বে যাহাকে মেস্‌মেরাইজ করিতে ইচ্ছা কর, তাহার হস্ত চিৎ করিয়া কনুই হইতে অঙ্গুলির শেষভাগ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে পাস দিতে থাক। যদি সেই কালে ঐ স্থানে তাহার শীতল কি গরম, অথবা সুচী বিদ্ধের ন্যায় বেদনা,শড়শড়ানি বা অসাড়তা বোধ হয়, তবে তাহাতে শীঘ্র কৃতকার্য্য হইবে জানিবে।

নিদ্রিত হইলে অনেকে এরূপ অচৈতন্য হয়, যে গাত্রে আলপিন বিদ্ধ বা তপ্তাঙ্গার দিলেও কিছু শাড় থাকে না। মেসমেরাইজার ব্যতীত আর কাহার কথা শুনিতে পায় না ও তিনি যেরূপ ইচ্ছা বা আদেশ করেন তদ্রূপ কার্য্য করিতে থাকে। আবার মেসমেরাইজরকে প্রহার করিলে তাহার গায়ে বেদনা হয়। মেসমেরাইজর কটু দ্রব্য খাইলে সে মুখ বিকট করে ও মদ খাইলে তাহার নেসা হয়। জর্ম্মানি দেশে এইরূপ মেসমেরাইজ করিয়া তাহার আত্মাকে স্থানান্তর প্রেরণ করত তদ্দ্বারা সংবাদাদি আনয়ন করিত এবং মেসমেরাইজরের ইচ্ছামত অপরের বাটীতে গিয়া নানামত অত্যাচার করিত। তন্ত্রাদি মতে মারণ, স্তম্ভন ও বশীকরণ কেবল মেসমেরিজম মাত্র।

কখন কখন মেসমেরিক নিদ্রা এরূপ গাঢ় হয় যে শেষে তাহা ভঙ্গ করা অতি কঠিন হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় মেসমেরাইজর ব্যতীত অপর কাহারও তাহাকে স্পর্শ করা

উচিত নয়, কারণ স্পর্শকারি ব্যক্তি ঐরূপ ধাতু বিশিষ্ট হইলে স্পর্শ মাত্রেই সেও ঐরূপ অচেতন হয়।

এরূপ দীর্ঘ নিদ্রা আপনা-আপনি ভঙ্গ হইয়া থাকে। যদি না হয়, তবে মেসমেরাইজর কোন মতে ভীত না হইয়া মস্তকে পাখার বাতাস দিবে এবং বিপরীত পাস অর্থাৎ নীচে হইতে উপরে পাস দিবে। যদি তাহাতেও চক্ষু না খোলে, তবে আপনার দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ নাসামূল হইতে ভ্রূ দিয়া রগ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করিবে, এবং জল মেসমেরাইজ করিয়া চক্ষে ও মুখে দিবে। এই জন্য শিক্ষার্থিগণ পুস্তকে লিখিত উপদেশানুসারে শিক্ষা না করিয়া বহুদর্শী মেসমেরাইজরের নিকট এই বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত।

দৃঢ়চিত্তে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিলেও কখন কখন মেসরাইজ হইয়া থাকে। অজাগর বোড়াসর্প আপন শরীর লইয়া নড়িতে চড়িতে পারে না। বৃক্ষে কোন পক্ষী দেখিতে পাইলে তাহার প্রতি এক দৃষ্টে দৃঢ়মনে চাহিয়া থাকে, পক্ষী অল্পক্ষণ মধ্যে আপন শত্রুকে দেখিতে পাইয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। সর্প এই কালে হাঁ বিস্তারিত করিয়া তাহার পানে আরও এক দৃষ্টে দেখে, পক্ষী অবশেষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার গালের ভিতর আঁসিয়া পড়ে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইহার গুণ বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন। আমাদের যোগশাস্ত্র মতে নাসিকার অগ্রভাগ

উভয় চক্ষু দিয়া একাগ্রচিত্তে এক দৃষ্টে দৃষ্টি করা যোগ শিক্ষার প্রথম পাঠ। অর্থাৎ যদি কেহ আপনা আপনি মেসমেরাইজ হইতে ইচ্ছা করেন, তবে প্রথমে এইরূপ অভ্যাস করিবেন। অপিচ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবেক যে বিবাহ কালীন বরণ করা এক প্রকার মেসমেরিজম। বরণ কালীন হাত পা নাড়া কেবল পাস দেওয়া মাত্র। কামিক্ষ্যার জাদু ও ভেড়া করা কেবল মেসমেরিজম।

মেসমেরিজম সম্বন্ধে আমরা যে সব অদ্ভুত বিষয় পাঠ করিয়াছি বা দেখিয়াছি, সে সমুদয় বলিতে গেলে এক বৃহৎ পুস্তক লিখিতে হয়। এতদ্দ্বারা সকল প্রকার বেদনা, বধিরতা, স্ত্রীলোকের বায়ুরোগ, নিদ্রা-অভাব, হৃৎপিণ্ডের দপ্‌দপানি ও উম্মাদতা আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। এক জন পুরাতন রোগির পেটে কিছুই তলাইত না। আহার করিবা মাত্রেই বমন হইত। এই অবস্থায় তাহাকে জল মেসমেরাইজ করিয়া খাইতে দিলে সে জল পেটে রহিল, এই রূপে ক্রমে ক্রমে সে সকল দ্রব্য খাইতে পারিল। সম্প্রতি জনৈক ভদ্রমহিলা আমার চিকিৎসাধীন আছেন। হৃৎপিণ্ডের পীড়া বশতঃ পেটে উদরি ও সর্ব্বশরীর ফুলিয়াছিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য সুখ ছিল না। দিবা রাত্র হাঁস্‌ফাঁস, হৃৎপিণ্ডের দপ্‌দপানি, অতি সামান্য আহারে পেট চড়্-চড়্ এবং শয়ন করিলে শ্বাস বন্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। নানা প্রকার চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায় শেষে তাঁহাকে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর মেসমেরাইজ

করিতে লাগিলাম। প্রথম দিনেই তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল ও সপ্তাহের মধ্যে বিছানায় শুইয়া নিদ্রা যাইতে পারিলেন এবং তাঁহার হৃৎপিণ্ডের গতি আমার আজ্ঞাধীন হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পর উপযুক্ত ঔষধ সেবন দ্বারা উদরির ও ফোলার অনেক উপশম হইয়াছে। এখন নিয়মিত আহার, শয়ন, নিদ্রা ও সাংসারিক কার্য্য সমস্ত করিতেছেন। এই জন্যে বলি, চিকিৎসক মাত্রেরই ইহা শিক্ষা করা উচিত।

ধুলা মেসমেরাইজ করিয়া একটা সর্পের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিয়াছি, সর্প গণ্ডির বাহিরে কোন মতে যাইতে পারে নাই। অনেক রোগ পরীক্ষা ও অনেক রোগের প্রকৃত ঔষধি বাহির হইতে দেখিয়াছি কিন্তু সে সব বিষয় এখানে কিছু না বলিয়া কেবল অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এতদ্দ্বারা কি ফল দেখিয়াছি, তদ্বিষয় বলিব।

বাবু দিননাথ রায় নামক কৃষ্ণনগর কালেজের সুশিক্ষিত ছাত্র বারাসতে ওভর্‌সিয়র ছিলেন। তাঁহার এক মাত্র ভগ্নী বার বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিধবা হন,কিন্তু শ্বশুর কুলে কেহ না থাকায় ভ্রাতার সংসারে বরাবর থাকিতেন। বহু দিন হইতে তিনি প্রত্যহ ২।১ বার অচেতন হইয়া হাত পা ছুড়িতেন ও গোঁ গোঁ করিতেন। হিস্‌টিরিয়া পীড়া বিবেচনা করিয়া ডাক্তারি ও বৈদ্য মতে বিস্তর চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু উপশম হইল না। ১৮৬৬ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে আমি তাঁহাকে মেসমেরাইজ করিবার

জন্য দিনবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে আমার সাম্‌নে আনয়ন করিল। ভদ্র ঘরের অল্প-বয়স্কা বিধবা, অপরিচিত পুরুষের সাম্‌নে আসা সহজ ব্যাপার নহে। তিনি এক হাত ঘোমটা দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমার সামনে একটা মাদুরে আসিয়া বসিলেন। আমি একখান চৌকিতে বসিলাম;। মেসমেরাইজ করিতে হইলে পরস্পর এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকা আবশ্যক, কিন্তু তাহা অসম্ভব দেখিয়া আমি এক গ্লাস জল মেসমেরাইজ করিয়া তাঁহাকে সেই জল এক দৃষ্টে দেখিতে বলিলাম। তিনি অল্পক্ষণ মধ্যে বলিলেন যে তন্মধ্যে একটা আলোর গোল্লা দেখিতে পাইতেছেন। জল আবার মেসমেরাইজ করিয়া তাঁহার হস্তে দিবা মাত্রে ঘাড় ও শরীর কাঁপিতে লাগিল ও জলের গ্লাস হাত হইতে লইতে না লইতে অজ্ঞান হইয়া বিছানায় পড়িলেন। পরে তাঁহাকে উত্তর শিওর করিয়া শয়ন করাইয়া মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ৮।১০ টা পাস দিলাম। অল্পক্ষণ পরে তিনি বলিয়া উঠিলেন ;—

"দাদা গো—একটা মাগী"।

আমি। (দিনবাবুকে কোন উত্তর দিতে নিষেধ করিয়া) কে, উহার নাম কি? (রোগী কোন উত্তর না দেওয়ায়) তোমার নাম কি?

রো। আন্ন (ফলতঃ উহাঁর অন্য নাম ছিল)।

আ। তুমি ইহার শরীরে কতদিন আছ ও কি প্রকারে প্রবেশ করিয়াছিলে?

রো। আমি দশ বৎসর হইল ইহার আশ্রয় লইয়াছি। যখন উহার স্বামীর মুখাগ্নি করিয়া ঘাট হইতে ঘরে ফিরিয়া আসে, সেই কালে উহার শরীর মধ্যে প্রথম প্রবেশ করি।

এই কথায় দিনবাবু গণনা করিয়া বলিলেন যে ঠিক বলিয়াছে, উহার স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই পীড়ার সূত্র।

আ। তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর।

রো। না, কখনই ছাড়িব না। আজ দশ বৎসর কাল সুখে কাল যাপন করিতেছি, এখন তুমি আমাকে তাড়াইতে চাও।

আ। তুমি অবশ্য ছাড়িবে—যদি না যাও, তবে জোর করিয়া তাড়াইব।

রো। তুমি আমার বাসা ভাঙ্গিয়াছ বটে কিন্তু কোনমতে তাড়াইতে পারিবে না। যদি জোর কর, তবে তোমার পুত্রের মাথা খাব ও তোমাকে সবংশে নষ্ট করিব।

সকলেই অবাক বিশেষ আমি নিজে এরূপ কখন দেখি নাই। ইতিপূর্ব্বে আমি মেসমেরিজম সম্বন্ধে ডাক্তর গ্রেগরি সাহেব লিখিত ও ফরাসিস্ একেডেমি অব সাএন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিতপুস্তক দ্বয়ে পড়িয়াছিলাম যে স্ত্রীজাতির বায়ুরোগ (হিসটিরিয়া) ও মৃগিরোগ (এপিলেপ্সি) এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। সেই জন্য আমি মেসমেরাইজ্ করিয়াছিলাম কিন্তুইহাতে এরূপ ভুতুড়ে-ব্যাপার হইবে আমি স্বপ্নেও বোধ করি নাই।

এই রূপ সমস্ত রাত্রি নানা প্রকার বকিতে ও সকলকে গালি দিতে লাগিল, বিশেষ আমাকে ও তাহার দাদাকে

বিস্তর কটুক্তি করিতে লাগিল। হরিদ্রা পোড়াইয়া তাহার নাকের নিকট ধরিলে অথবা সরিসা দিয়া তাহার গাত্রে আঘাত করিলে অতিশয় চীৎকার করিয়া উঠিত। পর দিন বেলা তিনটার সময় হঠাৎ তন্দ্রার ন্যায় হইয়া ৫।৭ মিনিট নিদ্রা গেল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে চক্ষু মুচিতে মুচিতে বলিল "দাদার কাছারি হইতে আসিবার সময় হইয়াছে, এখনও কি জন্য লুচি ভাজা হয় নাই" ?

সে যেন সে নয়। পূর্ব্বের কথা কিছুই জানে না। ইতি-পূর্ব্বে প্রত্যহ দুইবার রোগাক্রান্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িত কিন্তু সেই দিন হইতে যত দিন বাঁচিয়া ছিল আর ওরূপ রোগ হয় নাই।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আজ দুই বৎসরের কথা। এক দিন রাত্র ৯।১০ টার সময় কলিকাতার বিখ্যাত উকিল বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার ভাইঝিকে চিকিৎসা করিতে আমাকে লইয়া যান। জামাতা ও তাহার খুড়া বাবু নবীনচন্দ্র গুপ্ত উভয়েই আলোপেথিক ডাক্তর। আমি গিয়া দেখিলাম যে রোগী ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া আছে, হাত পা বেঁকাইতেছে, বাক্য ও কণ্ঠারোধ, এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত গলায় তলায় না। জামতা আমাকে বলিল যে তাহার পরিবারের বহু দিন হইতে হিসটিরিয়া রোগ আছে। ৵চারি দিন হইল, বোধ হয় আত্মহত্যা হইবার অভিলাষে এক বোতল টারপিন তৈল খাইয়া অজ্ঞান হইলে ডাক্তার উডফোর্ড ও আর ৭।৮ জন ডাক্তর একত্রিত

হইতে রোগাক্রান্ত হইয়া নানা মত চিকিৎসা হয়, শেষে দুই জন সাহেব ডাক্তারে চিকিৎসা করেন। তাঁহারা জবাব দিয়া গেলে আমাকে ডাকাইয়া পাঠান হয়। রোগী অন্তঃ-পুরের তেমহলার ঘরে আছে; সদর দরজা হইতে আন্দাজ সিকি মাইল দূরে। দরজায় আমার গাড়ি লাগিবামাত্র সে কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঐ আমাকে তাড়াইতে আস্‌ছে"। সকলে বলিল "কি—কি—কৈ—কে আস্‌ছে, ভয় কি!"

রোগী। ঐ বাক্স লইয়া আস্‌ছে (আমার সঙ্গে একটা ঔষধের বাক্স ছিল), আবার আমার ঘর ভাঙ্গিয়া দিবে আর আমি থাকিতে পারিব না।

সকলে বিকার ভাবিল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরে আমি তথায় উপস্থিত হইলে সকলে আশ্চর্য্য হইয়া ঐ সব কথা আমাকে বলিল। আমি গিয়া দেখিলাম—পাঠকগণ! মৃত্যুর ছবি কেহ দেখিয়াছেন?—কয়েক খান শুষ্ক হাড় একখানা চামড়া দিয়া ঢাকা। মাথা বা বক্ষঃস্থল দৃষ্টে স্ত্রী কি পুরুষ স্থির করা যায় না। জিহ্বার অর্দ্ধেক ও বাম দিকের মাড়ি খসিয়া গিয়াছে, অনবরত পুঁজ বাহে হইতেছে, পাথরের ন্যায় সর্ব্ব শরীর শীতল ও শক্ত, হাতে নাড়ি পাওয়া যায় না। আমি তাহার স্বামীকে বলিলাম, মহাশয় এরূপ রোগীকে কি জন্য দেখাইতে আনিয়াছেন? তিনি বলিলেন যে যখন সাহেবেরা ছয় মাস পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিয়া পরে জবাব দিয়া গিয়াছেন, তখন আরোগ্যের কোন আশা করি

না, তবে বিনা চিকিৎসায় রাখা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষ অর্থ ব্যয় করিতে আমি কাতর নহি। আমি বলিলাম, আপনারা টাকা দিতে কাতর নহেন বটে, কিন্তু অপরের (মুর্দ্দাফরাসের) প্রাপ্য কড়ি অনেক চিকিৎসকে লইতে সঙ্কুচিত বোধ করেন। পরে রোগির নিকটে গিয়া বসিলে সে বলিল "এয়েছ—এস,—বস—কাছে এস"। যেন কত কালের আলাপ। কথা কহিতে কহিতে এক এক বার একটা জানালা পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিত, যেন কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে। আমি নাড়ি দেখিতে গিয়া যেমন বাম হস্তে হাত দিলাম সে আমার ডাহিন হস্ত এত শক্ত করিয়া ধরিল যে দুই তিন জনের সাহায্য লইয়া অতি কষ্টে হাত ছাড়াইলাম। একটা ঔষধ দিয়া চলিয়া আসিলাম, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে এরূপ রোগী দেখিতে আর কখন কোথায় যাইব না।

পর দিন প্রাতে আবার আমাকে ডাকাইয়া পাঠায়। আমি এক শিশি জল মেসমেরাইজ করিয়া ঔষধ বলিয়া পাঠাইয়া দিলাম। সন্ধ্যা কালে তাহার স্বামী আমার নিকটে আসিয়া বলিল যে রোগী অনেক ভাল আছে কেবল মধ্যে মধ্যে "আমার ঘর ভাঙ্গিয়া দিল" বলিয়া কাঁদিতেছে। মহাশয়ের এখন একবার যাইতে হইবেক। আমি কিঞ্চিৎ হাসিয়া বলিলাম, যাইবার কোন প্রয়োজন নাই, আমি এই স্থান হইতেই ঔষধ দিতেছি। কিন্তু তিনি কোন মতে না শুনিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। আমি গৃহে প্রবেশ

করিবামাত্র রোগী বলিল, "এয়েছ, আবার কি সর্ব্বনাশ করিবে, নিকটে এস"।

আমি দূর হইতে বলিলাম, "আপনি কেমন আছেন"?

রো। কেমন থাক্‌ব কি, ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়াছ, আমারত আর থাকিবার যো নাই।

আ। কোথায় যাইবেন; কেন, আপনিত অনেক ভাল আছেন।

রো। সে কথা পরে হবে, এখন নিকটে এস, আজ এখানে থাকিতে হবে, আমি রাত্রে যাব।

আ। কোথায় যাবেন, কিঞ্চিৎ আরোগ্য হইয়া বাপের বাড়ী যাবেন। ভাল, আমি রাত্রে আসিব।

রো। (হাস্য বদনে) কচিছেলে! কিছু জানেন না; (পরে আমাকে ঘরের বাহিরে যাইতে দেখিয়া) তবে তুমি নিতান্ত যাইবে, (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আর দেখা হবে না!

উপস্থিত ভাবতেই অবাক। সেই রাত্রে অন্য কোন উপসর্গ ব্যতীত কথা কহিতে কহিতে তাহার আত্মা শরীর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পাঠকগণ! উপরে যে তিনটা দৃষ্টান্ত দিলাম, তাবতেই অধঃশ্রেণীস্থ মুক্তাত্মা। দ্বিতীয় স্বর্গবাসী হইবার উপযুক্ত না হওয়ায়, তাহাদের অনেক দিন পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে থাকিতে হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাবতেই "আমার ঘর ভাঙ্গিয়া দিল, কেমন করে থাকিব" বলিয়াছিল। এখন ঘরভাঙ্গা কি ও মেসমেরিজমে কি প্রকারে ঘর ভাঙ্গে আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

স্বাভাবিক অবস্থায় আপনা আপনি কেহ কেহ মেসমেরাইজ হইয়া থাকেন। আমাদের দেশে ভুতে পাওয়া, নিশিতে ডাকা ইত্যাদি কেবল ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া মাত্র। এরূপ রোগ বিস্তর দেখিয়াছি, তন্মধ্যে কেবল দুইটার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

শ্রীযুক্ত মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের অধীন এক জন আমলা, নাম বাবু ধনকৃষ্ণ মিত্র, আপন স্ত্রী, বৃদ্ধ পিতা, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ও অষ্টম বৎসর বয়সের এক ভ্রাতৃকন্যা লইয়া আহিরিটোলায় একটা ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করিতেন। হঠাৎ বাটীতে নানা প্রকার শব্দ, বিষ্ঠা ফেলা ইত্যাদি উপদ্রব আরম্ভ হইল। সকলে দুষ্ট লোক ভাবিয়া প্রস্তিবাসির সাহায্য লইয়া চতুর্দ্দিকে পাহারা দিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই অত্যাচারের শমতা না হওয়ায় স্থান পরিত্যাগ করিয়া রাজারাজবল্লভ-ষ্ট্রিটে স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া করিলেন। সেখানেও অত্যাচার সঙ্গে সঙ্গে গেল। আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলে আমি মেসমেরাইজ-জল বাটীর তিনদিকে ছড়াইয়া দিলাম। চতুর্থ দিকে অপরের বাটী থাকায় সেদিকে জল ছড়াইতে দিল না। দুই দিন অত্যাচার নিবারণ থাকিয়া আবার পুর্ব্বমত নানাপ্রকার শব্দ ও বিষ্ঠা পড়া আরম্ভ হইল। পুনরায় আমাকে ডাকায় আমি এবার গিয়া সেই আট্ বৎসরের বালিকাকে মেসমেরাইজ্ করিলাম ও মেসমেরাইজ-জল খাওয়াইয়া দিলাম। ভুতের অত্যাচার একেবারে বন্ধ হইল।

অল্প দিন হইল বারাসত নিবাসী শ্রীনিত্যনিরঞ্জন ঘোষকে নিশিতে পাইয়াছিল। সে এক দিন রাত্র দুই প্রহরের সময় হঠাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া "জাইরে" বলিয়া কপাট খুলিয়া একটা শ্মশানে গিয়া বসিয়াছিল। আর এক দিন ঐরূপ উঠিয়া আমাদের বাগানের ঝিলে এক গলা জলে গিয়া বসিয়া থাকে। এই রূপ দিন দিন করিতে থাকায় তাহার কর্ত্তৃপক্ষেরা বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় আমার নিকট চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়া দেয়। প্রথম দিন আনিবামাত্র আমি জল মেসমেরাইজ করিয়া তাহাকে এক দৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে বলিলাম। অল্পক্ষণ মধ্যে সে বলিল যে গ্লাসের ভিতর দুইটা ছোট ছোট হাত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই হস্ত দ্বয় অতিশয় বৃহৎ ও তেজোময় হইল। নিত্য গ্লাস্‌টা ফেলিয়া দিয়া দৌড়িয়া বাটীর বাহিরে গেল। চারি পাঁচ জনে ধরিয়া আনিলে দেখা গেল যে তাহার স্পন্দ-রহিত-সমস্ত-শরীর লোহার ন্যায় শক্ত; চক্ষু মুদিয়া আছে কিন্তু চক্ষুর তারা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। চোয়াল বন্ধ। বিছানায় শোয়াইয়া মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত ৭।৮ টা পাস দেওয়া গেল ও চোয়ালে পাস দিলে দাঁত কপাটি ছাড়িয়া দিল। পরে কিছুক্ষণ আউ হাউ করিয়া শেষে বলিতে লাগিল, "কি জন্য আমাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছ"। শেষে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে তাহার নাম ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, বাটী জসহর জেলা। ৩০ বৎসর গত হইল ৫০০০ টাকা লইয়া পথে যাইবার কালে পাঁচ জন প্রজায়

একত্রিত হইয়া বিষমাখান শড়্কি দ্বারা আঘাত করিয়া তাহার প্রাণ নষ্ট করে। একথা কেহই জানে না। আর ঐ টাকা এ পর্য্যন্ত কাহার ব্যবহারে আসে নাই, একটা দেয়াল মধ্যে পোতা আছে, ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হত্যাকারির নাম কোন মতে বলিল না। সে রাত্রে অনেক আশ্চর্য্য ভৌতিক ব্যাপার দেখাইয়াছিল। পর দিন উহাকে লইয়া হাইকোর্টের আটর্নি বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাগান বাটীতে এক চক্র করিয়া বসা যায়। সে দিন এই চক্রে মার্কিনদেশীয় এক জন ভদ্রলোক, নাম অনরেবল ক্রুস্ ও মোরান কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ মিউজেন সাহেব, বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ১৫।১৬ জন লোক বসিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পরে নিত্য হঠাৎ চক্র হইতে উঠিয়া নক্ষত্রের ন্যায় বাগানের বাহিরে গিয়া দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল। সকলে তাহার অনুবর্ত্তী হইলাম, কিন্তু কোন্ দিকে গিয়াছে স্থির করিতে না পারায় হতবুদ্ধি হইয়া গেটের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই কালে আমেরিকান ক্রুস সাহেবের পরামর্শানুসারে আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া সে যেখানে যেভাবে আছে সেই খানে স্থির হইয়া থাকিতে আদেশ করিলাম। পরে দেখা গেল যে কিছু দূরে রাস্তার ধারে একটা খেজুর গাছের নিকট নিত্য নৃত্য করিতেছে। চক্ষু মুদ্রিত ও শরীর লোহার ন্যায় শক্ত, সাহেবদের "পলকা" নাচের ন্যায় নাচিতে নাচিতে গাছের মাঝখানে উঠিতেছে, আবার তালে তালে নিচে নামিতেছে।

এক জন হিন্দুস্থানী দ্বারবান তাহার নিকটে যাইবামাত্রই সে হুঙ্কার দিয়া বাম হস্ত দ্বারা একটা ঠেলা দিল, দ্বারবানজী ২।৩ হাত দূরে আসিয়া পড়িল। আবার উপরোক্ত সাহেবের পরামর্শানুসারে আমি গিয়া তাহার কাঁদ স্পর্শ করিবামাত্রই সে আমার আজ্ঞাকারী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। বাগানের ভিতরে আসিয়া বৈঠক-খানা ঘরের বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত ৭।৮ টা পাস দেওয়ায় সে সম্পূর্ণরূপে স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়া রহিল। পরে আবার পাস দিয়া তাহার চোয়াল ও হাত খুলিয়া দিলে সে কতক লিখিয়া আর কতক মুখ দ্বারা আত্ম হাল অবগত করাইলে জানা গেল যে সে নীচ শ্রেণীস্থ মুক্তাত্মা। পৃথিবীতে থাকিবার কালে সদা অসৎ কর্ম্মে রত থাকায় ঈশ্বরকে এক বারও ডাকিত না, তজ্জন্য মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্বর্গবাসী হইবার উপযুক্ত না হওয়ায় এক্ষণে অনেক দিন হইতে বারাকপুরের রাস্তার ধারে একটা বট গাছে অতিশয় কষ্ট পাইতেছে। ঈশ্বরের ভজনা শুনিয়া মিডিয়মের চক্ষু দিয়া জল বহিতে লাগিল।

এই দিন হইতে নিত্যনিরঞ্জন ঐ চক্রের এক জন বিখ্যাত মিডিয়ম হইয়াছেন। আমার অনেকানেক আত্মীয় স্বজন ও বাহিরের অনেক মুক্তাত্মা আগমন করিয়া আপন আপন অবস্থা বর্ণন, আলাপ পরিচয় ও শত উপদেশ দিয়া যাই-তেছেন। ভোলানাথের আত্মা, যিনি প্রথমে উঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক কষ্ট দিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে

বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরের ভজনা শুনিয়া ও উচ্চ শ্রেণীর মুক্তাত্মাগণের সমসর্গে তাঁহার অবস্থা এক্ষণে অনেক উন্নত হইয়াছে। তিনি এক্ষণে দূর হইতে দ্বিতীয় স্বর্গ দেখিতে পান আর বট গাছে একেলা থাকিতে হয় না। এখন যখন আসেন কথায় কথায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। নিত্যর উপরে স্নেহ হইয়াছে। সে দিন নীচ শ্রেণীর একটা পাগ্‌লির মুক্তাত্মা আসিয়া মাঃ সি, দত্তের বাটীর চক্রে একটা পাঁটার মাথা ও এক খান বিজাতীয় ভাষায় লিখিত পত্র আনিয়া দেয় ও মিডিয়মকে নানাপ্রকার কষ্ট দিবার চেষ্টা করে এবং তার পর দিন আমার বাটীর চক্রে কতকগুলা গোহাড় ফেলিবার চেষ্টা করে, ভাগ্যক্রমে সেই সময় ভোলানাথ আসিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। এই কালে ৭।৮ দিন হইতে মিডিয়ম পেটে একটা বেদনায় অতিশয় কাতর ছিল। অনেক ঔষধ দিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই আরোগ্য না হওয়ায় ভোলানাথকে আরোগ্য করিতে বলায় তিনি তাহাকে উল্টা-পাস দিয়া তৎক্ষণাৎ আরোগ্য করিলেন। আমরা ৭।৮ জন তথায় উপস্থিত ছিলাম। চক্ষে যাহা দেখিয়াছি অবিকল বর্ণনা করিলাম।

বিগত ২৬ জুন ১৮৮১ সালে বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাগানে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-বাদির সভার অধিবেষণ হয়। চক্রে বসিবার অগ্রে মিউর্জেন সাহেব নিত্যনিরঞ্জনকে মেসমেরাইজ করিতে লাগিলেন। অল্পাক্ষণ পরে সে ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ও জিজ্ঞাসা করায় বলিল

যে সামনের আরসিতে আলোকময় দুই জন যোগী দাঁড়াইয়া আছে। শীঘ্র সে ভয় দূর হইয়া নিত্য ঠাণ্ডা হইল ও সেই সঙ্গে অচেতন ও স্পন্দন-রহিত হইয়া টেবিলের উপর ঘুমাইয়া পড়িল। পরে ধরাধরি করিয়া বিছানায় শুয়াইলে তাহার ডাহিন হস্ত নড়িতে দেখিয়া হস্তে পেন্‌সিল দিলে প্রশ্ন মতে যে সব উত্তর লিখিল তাহার মর্ম্ম নীচে দেতেছি।

আমার নাম গঙ্গাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ আমার জন্মস্থান। ২২ বৎসর অতীত হইল জ্বর রোগে আমি পরলোক গমন করি। ঐ কালে আমার বয়ক্রম ৮৫ বৎসর ছিল। আমি বিবাহ করি নাই। আমার ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ তর্করত্ন আমার সঙ্গে এখানে আছেন। গত রবিবার ইনি তোমাদের চক্রে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে যোগাভ্যাস করিতে শিক্ষা প্রদান করি। আমার মা বাপ কাশিতে বাস করিতেন। আমার ১৮ বৎসর বয়ক্রম কালে পিতার মৃত্যু হয় ও সেই শোকে তিন সপ্তাহ পরে মাতা ঠাকুরাণী মরিয়া যান। আমার পৃথিবীতে আর কেহ ছিলনা, তজ্জন্য আমি জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া বিনা আহারে বনে বনে ফিরিতাম ও কাঁদিতাম। বাঁচিবার কিছুই ইচ্ছা ছিল না। একদিন বনমধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকটে গিয়া দেখিলাম যে তথায় একজন মহাপুরুষ চক্ষু মুদিয়া ধ্যানে বসিয়া আছেন। ভক্তি ভাবে সমস্ত রাত্র তাঁহার নিকট রহিলাম, প্রাতঃকালে তিনি চক্ষু খুলিয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

কিন্তু কোন কথা না বলিয়া আরও নিবিড় জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। পরে একটি সরোবরে স্নান করিয়া আবার আমাকে দেখিতে পাইয়া বিরক্ত ভাবে বলিলেন "কিজন্য আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছ"? আমি কাঁদিতে লাগিলাম এবং তদ্দৃষ্টে তিনি সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিলেন। তিনি আর এক পথ দিয়া চলিলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। পরে একটা পর্ব্বতের গহ্বরের নিকট আমাকে বসাইয়া কোথায় অদৃশ্য হইলেন। সন্ধ্যা-কালে আমি ফল অন্বেষণ করিয়া আহার করিলাম। এই রূপে সাত দিন যায়, পরে এক দিন হঠাৎ আমাকে দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে ও কি জন্য এখানে আসিয়াছ"? আমি আপনার অবস্থা সমস্ত বলিলাম। মহাপুরুষ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "তুমি কি চাও?" আমি তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিলাম "আমি ধরার কোন দ্রব্য চাই না। কেবল আপনার নিকটে থাকিতে চাই"। এই রূপে এক বৎসর যায়, এক দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া প্রায় তিন ঘণ্টা কাল বন মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন। আমি বিস্তর খুজিতে খুজিতে এক স্থানে মৃগ চর্ম্মের উপর ধ্যানে বসিয়া আছেন দেখিয়া করযোড় করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই বার চক্ষু খুলিয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন "বৎস! আমার সমস্ত বিদ্যা তোমাকে শিক্ষা করাইব"। এই রূপে দ্বাদশ বৎসর তাঁহার নিকট যোগ শিক্ষা করিবার পর এক দিন তিনি আমাকে

বলিলেন "আমি স্থানান্তর যাইব। তুমি এই খানে থাকিয়া কেবল ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাক"।

সেই দিন হইতে তাঁহাকে আর দেখিতে পাই নাই বটে কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য প্রায় তিন বৎসর সেই খানে তপস্যা করিয়া পরে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতে চলিয়া গেলাম। সেইখানে কিছুদিন থাকিবার পর আমার এই শিষ্য আসিয়া সংমিলিত হইলে তাঁহাকে সমস্ত যোগ শিক্ষা দিয়া ৬ মাস পরে আমি মানবলীলা সম্বরণ করিলাম। মৃত্যুর পর সেখানে নূতন নূতন লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়া তাহাদের সঙ্গে কত নূতন নূতন স্থানে পরিভ্রমণ করিলাম ও স্থানে স্থানে কত ধ্যানে-মগ্ন মহর্ষিগণের আত্মা দেখিতে পাইলাম ও তন্মধ্যে এক জন আলোকময় পুরুষ আমাকে ইঙ্গিতে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন যে এই পুণ্যবান আত্মার বাসস্থান। ইহার নাম ষষ্ঠম স্বর্গ। পরে আমাকে চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতে আদেশ দিলেন ও সেই কালে আমার সঙ্গিগণ বলিল যে পৃথিবীতে অনেক কষ্ট পাইয়াছ, এখন এখানে কিছু সুখভোগ কর। তাবতেই ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হইল। এরূপ নিরুপম সুখ আমি আর কখন ভোগ করি নাই, বোধ হইতে লাগিল যেন চিন্তায় ঈশ্বরে লীন হইলাম। পরে চক্ষু পুনরুন্মীলন করিয়া জগত-পিতার অসীম দয়ার চিহ্ন চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলাম। চারি দিকে যে সমস্ত মনোহর বস্তু নয়নগোচর হইল ও তদ্দৃষ্টে আমার মন যেরূপ প্রেমানন্দে পূরিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে পারি না।

এমন পাষণ্ড নাই যে তদ্দৃষ্টে তাহার মন আনন্দে না গলিয়া যায়। হে জগদীশ! তোমার দয়া অসীম, হে সর্ব্বশক্তিমান! তব চরণে নমস্কার। মৃত্যুর পর হইতে আমি এই প্রথম পাপপূর্ণ-ধরায় আগমন করিয়াছি।

এই কালে মিডিয়মকে অতিশয় ক্লান্ত হইতে দেখিয়া বিপরীত-পাস দিয়া তাহার তন্দ্রা ভাঙ্গাইয়া দেওয়া গেল। জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে সে ঘুমাইতেছিল; আর সাহেব যখন তাহাকে মেসমেরাইজ করেন, তখন আরসির নিকট দুই জন দীর্ঘ-কলেবর-বিশিষ্ট জটাধারি আলোকময় অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া মনে ভয় হইয়াছিল। আর কিছুই জানে না।

মেসমেরিজমের দ্বিতীয় অবস্থার নাম ক্লেয়ারভয়েন্স অর্থাৎ ভেদ-দৃষ্টি। সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার কপালে বা পেটে, চিঠি কি কোন পুস্তক রাখিয়া দিলে সে সমুদয় পড়িতে পারে। মেসমেরাইজরের আদেশ মত তাহার আত্মা দূরে গিয়া সেখানকার সংবাদ অনায়াসে আনিতে পারে। ১৭ বৎসর গত হইল আমি এই সম্বন্ধে অধ্যাপক গ্রেগরি সাহেবের পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মেসমেরাইজড অর্থাৎ নিদ্রাভাজন, পীড়িত ব্যক্তির পীড়িত স্থান ও ঐ পীড়ার প্রকৃত ঔষধ একটা রূপার-মত-সাদা সুতার দ্বারা সংযোজিত দেখিতে পায়। ঐ কালে আমার পরিবারের কঠিন পীড়া হইয়াছিল। ডাক্তারেরা রোগ সাধ্যাতীত বলিয়া ছাড়িয়া

দেন। তাহাকে মেসমেরাইজ করিয়া তাহার পীড়িত স্থানে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে ঐ স্থান হইতে দুইটা সাদা সুতা পশ্চিমের ঘরের টেবিলের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহার তন্দ্রা ভাঙ্গাইয়া দিয়া পরে ঐ ঘরে গিয়া দেখা গেল যে টেবিলের দক্ষিণ ধারে দুই শিশি হোমিওপেথিক ঔষধ আছে। ইহার কোন্‌টা প্রকৃত ঔষধ নিশ্চয় করিতে না পারিয়া দুইটাই উল্টাপাল্টা করিয়া খাওয়াইয়া দেওয়া গেল। তিন দিনে তিনি আরোগ্য হইলেন।

মেস্‌মেরিজমের তৃতীয় অবস্থায় ভবিষ্যত দেখিতে পায় ও চতুর্থ অবস্থায় দ্বিতীয় স্বর্গের শোভা দর্শন ও মুক্তাত্মাগণ সহিত আলাপ পরিচয় হইয়া মন আনন্দে এরূপ পরিপূরিত হয়, যে সেখান হইতে আর কোন মতে আসিতে ইচ্ছা করে না। একবার জনেক খ্রীষ্টানকে মেস্‌মেরাইজ করিবার পর সে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে তিনি যেন এক উচ্চ পর্ব্বতের উপর বসিয়া আছেন এবং দূরে এক সুন্দর নগর দেখিতেছেন। সেখানকার লোক সকল আলোকময়। কোন মতে সেখান হইতে আসিতে চান না। অনেক কষ্টে নীচে নামান গেল।

নীচের লিখিত গল্পটী আমি বিলাতের রসায়ন শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত প্রোফেসর গ্রেগরির পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

এক জন ধর্ম্মভীতা বিবি (রোগী) ডাক্তার কাহগনেটের চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি ডাক্তারের অনুমতি

পাইলে এই চতুর্থ অবস্থায় যাইতে পারিতেন। এক দিন ডাক্তর তাহাকে মেসমেরাইজ করিয়া চতুর্থ অবস্থায় যাইতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু পাছে একেবারে শরীর ছাড়িয়া চলিয়া যান, তজ্জন্য তাহার কাছে আর এক জন বালককে মেস্‌মেরাইজ করিয়া উহার আত্মার উপর দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করিলেন। বিবি প্রথমে অজ্ঞান হইলেন, পরে দেখিতে দেখিতে তাহার শরীর বিবর্ণ, শক্ত, শীতল, নাড়ি হীন পরে শ্বাস বন্ধ হইল। বালক এই কালে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "যা! সে গিয়াছে—তাহার আত্মাকে আর দেখিতে পাই না"। ডাক্তর বড় ফাঁপরে পড়িয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই সফল না হইয়া অবশেষে ভক্তিভাবে ঈশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে তাহার শরীর পুনরায় গরম হইল ও শ্বাস বহিতে লাগিল। বিবির চেতন হইলে তিনি ডাক্তরকে এই আনন্দময় সুখ হইতে বঞ্চিত করায় বিস্তর গালাগালি ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন, অবশেষে যখন ডাক্তর তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি কেবল তাহাকে আত্মহত্যারূপ ঘোর পাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন বিবি ক্ষান্ত হইলেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেহ কেহ কোন কোন সময় আপনা আপনি ক্লেয়রভিয়েন্ট হইয়া থাকেন। কি কারণে কি অবস্থায় বা কি প্রকারে এ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা তাহারা কিছুই বলিতে পারে না, তবে হইবার

পূর্ব্বে হঠাৎ অনন্যমনা হইয়া জ্ঞান বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়। ইহাকে "জাগিয়া-স্বপ্ন" বলিলেও হানি নাই। অধ্যাপক গ্রেগরির পুস্তক হইতে নিচের লিখিত গল্পটি উদ্ধৃত করা গেল।

বিলাতের জনেক ভদ্রমহিলা এরূপ 'জাগিয়া স্বপ্ন' মধ্যে মধ্যে দেখিত। বিবির জ্যেষ্ঠ পুত্র অপর এক নগরে থাকিত। একদিন সন্ধ্যার পর তিনি দেখিতে লাগিলেন যে পুত্রের ঘরে ঐ বাটির দ্বারবান একটা আলো হাতে করিয়া আস্তে আস্তে প্রবেশ করিয়া তাহার পাকেট হইতে তোরঙ্গের চাবি লইয়া তোরঙ্গ খুলিল। পরে একখান পকেট বহি উঠাইয়া তাহার মধ্যস্থিত ৫০০ টাকার এক কেতা নোট লইয়া বহি সেই স্থানে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া আবার আস্তে আস্তে তাহার পকেটে চাবি রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বিবি অত্যন্ত ভয় পাইয়া পর দিন প্রাতে আপন পুত্রের নিকট গিয়া নোট অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। পুত্র তোরঙ্গ খুলিয়া দেখে যে নোট নাই পরে মায়ের মুখে সব শুনিয়া বলিল যে এ প্রমানে আমি উহার বিরূদ্ধে পুলিষে নালিষ করিব না। কিন্তু নোটের নম্বর জানা থাকায় তৎক্ষণাৎ ব্যাঙ্কে সংবাদ দিয়া টাকা বন্ধ করিল ও সকল কাগচে ছাপাইয়া দিল। দ্বারবানকে কর্ম্ম হইতে জবাব দিবার কিছু দিন পরে তাহার নামে অপর এক দস্যুবৃত্তির নালিশ হওয়ায় তাহার বাটী খানাতল্লাসিতে ঐ নোট তাহার কোমরে টাকার থলির মধ্যে পাওয়া গেল।

আমাদের এদেশে এরূপ 'জাগিয়া স্বপন' দেখা লোক আমি ৪।৫ জন দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এক জনের গল্প বলি।

যশোহরের সন্নিকটে নিলগঞ্জ নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে। ১৬।১৭ বৎসর অতীত হইল ঐ স্থানে এক জন বৃদ্ধা শুঁড়ির কন্যা বাস করিত। তাহার ক্লেয়ারভয়েন্স ক্ষমতা থাকায় সকলে তাহাকে 'হরি ঠাকুরাণি' বলিয়া ডাকিত। ইদানীন্তন সে অন্ন আহার একেবারে ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাকালে কেবল কখন কখন কিঞ্চিৎ ফল মূল খাইত। আমিও সেখানকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাহার সহিত এক দিন বেলা দুই প্রহরের সময় দেখা করিতে গিয়া দেখিলাম যে একখান সামান্য পর্ণকুটীর মধ্যে সে বসিয়া আছে। সামান্য মলিন বস্ত্র পরিধান, তৈল বিহীন কেশ ও দিবারাত্র মস্তক চালনা করিতেছে। বিদ্যারত্নকে দেখিবামাত্র তাঁহার গুপ্ত পীড়ার কথা সমুদয় বর্ণন করিয়া বলিল যে এ পীড়া আরোগ্য হইবার নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি আমার পরম বন্ধু। কখন কোন কথা আমার নিকট গোপন করিতেন না, বিশেষ আমি তাঁহার বাটীর চিকিৎসক ছিলাম, কিন্তু এ পীড়ার কথা আমার নিকট কোন দিন বলেন নাই। আমি কিছু মনন করিয়া যাই নাই। কিন্তু বৃদ্ধা আমাকে দেখিবামাত্রই মাথা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিতে লাগিল "দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ হইতে আসিতেছ। (ঠিক যশোহর) তা! কি সুন্দর বালক—যেন রাজপুত্র"। আমি কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম "আপনি কি বলিতেছেন,

আমি বুঝিতেছি না"। বৃদ্ধা আবার মাথা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিয়া উঠিল "বুঝিবে কি? এখনও ন মাস; না, আট মাস দেরি আছে। বাড়ী গিয়া সন্ধান করিয়া বুঝিবে"। আমরা চলিয়া আসিলাম। পথে বিদ্যারত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আশ্চর্য্য হইয়া আপন পীড়া দেখাইলেন। আমি বাটী আসিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম যে আমার স্ত্রী দুই মাস অন্তস্বত্তা। আর সেই গর্ব্ভে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মিয়াছে। গর্ব্ভের বিষয় আমি কিছুই জানিতাম না।

কলিকাতা হইতে ১২ ক্রোশ দক্ষিণে কোন এক বর্দ্ধিষ্ট গ্রামে জনেক ভদ্রবংশোদ্ভব ধনবতী মহিলার ঐ রূপ শক্তি আছে। ইহাঁর বয়স ৫০।৫৫ বৎসর হইবেক। বিধবা, কোন সন্তান সন্ততি নাই। অতিশয় ধর্ম্মভীতা—দিবারাত্র পূজা আহ্নিক করেন। ইনি কখন কখন মুক্তাত্মাগণকে দেখিতে পান ও কত শত বার তাহাদের প্রদত্ত ঔষধ দ্বারা অনেকের বড় বড় উৎকট রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। ঔষধ পাওয়ার কথা এক দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে যখন কাহার পীড়ার বিষয় তিনি এক মনে ভাবেন তখন হটাৎ বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়েন এবং এই অবস্থায় কে যেন আসিয়া ঔষধি বলিয়া দেয়।

এই মেসমেরিজম সম্বন্ধে আর একটি আশ্চর্য্যের কথা বলিব। কথিত আছে যে মেসমেরাইজ হইবার পর কেহ কেহ ভূত ভবিষ্যত সবই জানিতে পারেন। সে অবস্থায় মস্তকের চুল, পরিধেয় বস্ত্র, হস্তের রুমাল, শরীরের অলঙ্কার, বা

অপর কোন ব্যবহৃত দ্রব্য পাইলে, যাহার দ্রব্য তাহার অবয়ব সমস্ত বলিতে পারে। আমাদের দেশে হাত চালা, নল চালা, কড়ি চালা সবই ঐ মেসমেরিজম। আবার স্বভাবিক অবস্থায় আপনা আপনি কেহ কেহ এ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এদেশে তাহাদের "জান" বলে। ওপারে রামকৃষ্ণপুরে এক জন জান আছে। তাহার প্রশংসা অনেকে করে। নীচের লিখিত গল্পটি ঘোষ্টল্যাণ্ড নামক পুস্তক হইতে সংগৃহিত করা গেল। কিছু দিন পূর্ব্বে জর্ম্মেনি দেশীয় পুলিষে ইহাদের সাহায্য লইয়া অনেক ঘটনার প্রকৃত গুপ্ত অবস্থা জ্ঞাত হইত। একদা জনেক ধনশীলা বিধবা নারী আপন বাটীতে হত্যা হয়। হত্যাকারী যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করে কিন্তু কে হত্যা করিয়াছে, পুলিষে কিছুই স্থির করিতে পারে না। এই কালে ব্যাভি-রিয়া প্রদেশ বাসী জুইংলর নামক এক জন জান তথায় বাস করিত। তাহার নিকট পুলিষে গিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইল। অপরাধির নাম অজানিত—স্ত্রী কি পুরুষ কেহই বলিতে পারে না। মৃতার গলায় অঙ্গুলির দাগ ও মাটিতে রক্তমাখান-প্রকাণ্ড-পায়ের দাগ দৃষ্টে হত্যাকারী পুরুষ থাকা বোধ হয়। এক খান রক্তমাখান ছেঁড়া রুমালের কিয়দংশ মৃতার হস্তে আর অপর কিয়দংশ খাটের নীচে পড়িয়াছিল। মৃত্যুকালে রুমাল খান হত্যাকারির হস্ত হইতে লইবার জন্য মৃতা বিস্তর টানাটানি করিয়াছিল বোধ হয় সেই জন্য ছিঁড়িয়া যায়। সে রুমাল খান পুরুষের

ব্যবহৃত বলিয়া বোধ হয়। জুইংলর রুমালখান হস্তে উচ্চ করিয়া ধরিয়া যাহা যাহা বলিয়া উঠিলেন তাহা তাহার নিজ কথায় বলিতেছি "হাঁ আমি দেখিতেছি। হত্যাকারি এক জন ওলন্দাজ জাতীয় ভৃত্য। হায়! কি নিষ্ঠুর, বৃদ্ধা হাত পা আচড়াইতেছে। আবার চাপিয়া ধরিল। ঐ চক্ষু ওল্‌টাইল-ঐ মরিল। এই সব আমি রুমাল হইতে দেখিতেছি। আমার জুতা যোড়া দাওতো, অনেক দূর যাইতে হইবে। আমার ছড়ি গাছ ও ব্যাগ মধ্যে যেন একটা জল পাত্র থাকে। আমার খানা তৈয়ারি, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা সব চলিয়া গেল। পরে রুমাল হস্তে বাহির হইলাম, রাস্তার ফল পাকড় ব্যতীত আর কিছু আহার যুটে নাই। কত নদী, ঝর্ণা জলাশয়ের উপর দিয়া চলিলাম। ঐ রুমাল হইতে একটা কালা সুতার রেখা আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল। কোন নগরের সরাইতে গিয়া সেখানকার কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসিলাম যে এরূপ চেহারার লোক কেহ আসিয়াছিল কি না? তাহারা সকলে আশ্চর্য্য হইয়া পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ী করিয়া বলিতে লাগিল 'হাঁ জুইংলর! আসিয়াছিল কিন্তু গিয়াছে'। আমি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া এক একবার মাটিতে শুইয়া আরাম করিতাম, কিন্তু যে পথ হত্যাকারী মাড়াইয়া গিয়াছে তাহার বাহিরে কদাচ যাইতাম না, আর যখন শুইতাম, তখন ঐ কাল সুতা আমার চারি দিকে জড়াইয়া থাকিত। এই রূপে কত গ্রাম ও পল্লী দিয়া চলিলাম। যেখানে সুতাটা

অতিশয় মোটা ও গাঢ়-কাল দেখিতাম, সেখানে জিজ্ঞাসা করিলে সকলে বলিত 'হাঁ জুইংলর! আসিয়াছিল, কিন্তু গিয়াছে"। এক দিন কোন এক সরাইয়ের খাটে শুইয়াছিলাম। সেখানে ঐ খাটে হত্যাকারী গত রাত্রে শয়ন করিয়াছিল। আ—সে রাত্রির কথা মনে পড়িলে আজও গা শিউরে উঠে। সেই বৃদ্ধার চীৎকার, গেঙ্গানি, হাত পা আচ্‌ড়ান—যেন আমিই খুন করিতেছি। রাত্র দুই প্রহরের পর সেই সুতাটা ক্রমে ক্রমে মোটা হইতে লাগিল। পরে একটা আল্‌ছায়া, পরে স্পষ্ট মনুষ্যের আকৃতি ধরিয়া আমার সাম্‌নে ১ হাত তফাত দৌড়িয়া যাইতে লাগিল ও এক একবার মুখ ফিরাইয়া আমার পানে দেখিতে লাগিল। যখন বড় নিকট হইল, তখন ২।৩ বার আমার হাত হইতে ঐ রুমালখান লইবে বলিয়া মনে মনে ইচ্ছা করিতে লাগিল। এইরূপে কত লুকাচুরি খেলিয়া শেষে তাহার লুক্কায়িত স্থানে গিয়া তাহাকে দেখিবামাত্র 'এই খুনে, খুনে!' বলিয়া চীৎকার করিলাম অপর লোকে গিয়া ধরিল।"

এই কথা বলিবার কালে এক জন পুলিস কর্ম্মকারক বলিয়া উঠিল যে আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ ব্যক্তি দিন দিন আপন পোষাক বদলাইত। যখন ধরা পড়িল, তখন তাহার গাত্রে সেলর অর্থাৎ দাঁড়ির পরিচ্ছদ ছিল।

জুইংলর এই কথা শুনিয়া বলিল, দেখ কুকুরে গন্ধ ধরিয়া আপন শিকারের পশ্চাৎগামী হয়। আমি সেইরূপ তাহাদের আত্মাকে দেখিতে পাই। আত্মা যেখানে একবার যান,

সেখানে তাঁহার ছায়া পড়িয়া থাকে। সেই জন্য বাদসাহের পোষাক কি ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া পাহাড় কি সমুদ্রে লুকাইলেও আমার হাত হইতে এড়াইবার যো নাই। যে হেতুক আমি তাহাদের আত্মাকে দেখি, পোষাক দেখি না। মেসমেরিজম সম্বন্ধে এ পুস্তকে আর অধিক কথা বলিব না। এতদ্দ্বারা আত্মা শরীর হইতে যে স্বতন্ত্র পদার্থ তাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয়। পর অধ্যায়ে স্বপ্ন ও বিকারের অবস্থার কথা বলিব। উভয় অবস্থায়ই আত্মা, শরীর হইতে পৃথক হইয়া দূরদেশে গমন করিতে পারেন ও কখন কখন ভবিষ্যত দেখিতে পান।

অষ্টম অধ্যায়।

স্বপ্ন ও বিকার।

মৃত্যুর পর আমাদের আত্মীয় স্বজনের মুক্তাত্মা নিকটে থাকিয়া আপদ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করেন। বাবু প্যারিচাঁদ মিত্রের নাম কে না শুনিয়াছেন! ইনি ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় অতিশয় পণ্ডিত। বিগত ৫০ বৎসর মধ্যে এ নগরীতে যত সাধারণ হিতার্থী কার্য্য হইয়াছে, প্যারি বাবুর হাত ছাড়া কোন কর্ম্মই হয় নাই। দেশের ছোট বড় যাবতীয় লোক, এমন কি রাজপুরুষগণ পর্য্যন্ত ইহাঁকে অতিশয় সম্ভ্রম করেন। কয়েক বৎসর হইল, পরিবারের মৃত্যু হওয়ায় প্যারি বাবু শোকে অতিশয় কাতর হইয়া অধ্যাত্ম বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে করিতে ১৮৬৪ সালে নিজে মিডিয়ম হইয়া উঠিলেন। এখন উঁহার স্ত্রী সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া নিয়মিত পতিসেবা করেন ও আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। প্যারি বাবু মনে করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পান, আর এখন তিনি 'ধরি মাছ না ছুঁই পাণি' রূপে সংসারে লিপ্ত থাকিয়া আত্মার মুক্তকাল অপেক্ষায় দিবানিশি ঈশ্বর আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া দিন যাপন করিতেছেন।

প্যারি বাবুর পুত্রবধুরা তাবতেই মিডিয়ম। তাঁহার মধ্যম পুত্রবধূ কোন্নগর নিবাসী দেশহিতৈষী বাবু শিবচন্দ্র দেবের তৃতীয়া কন্যা। আজ ৭।৮ বৎসর হইল, শিবচন্দ্র

বাবুর মধ্যমা কন্যার হঠাৎ মৃত্যু হয়। সে দিন তিনি প্যারি বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "বাবা, তুমি অবিলম্বে একবার কোন্নগর চল"। প্যারিবাবু তৎ-ক্ষণাৎ সেখানে গিয়া, শিবচন্দ্র বাবু ও তাঁহার পরিবারকে লইয়া এক চক্র করিয়া বসিলেন। শিবচন্দ্র বাবুর স্ত্রী সে রাত্রিতে মিডিয়ম হইয়া লিখিলেন "মাতঃ আপনার নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করুন। অনেক যন্ত্রণা হইতে এড়াইয়া এখন সুখে থাকার কথা শুনিলে আপনি অবশ্য সুখি হবেন," ইত্যাদি—ইত্যাদি—ইত্যাদি!! স্বাক্ষর অমুক দাসী। মনে অতিশয় শোক ও তাপ জন্মিল। সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছিলেন, পরে প্যারি বাবু সাবেক দুঃখ ভুলিয়া বর্ত্তমান সুখের কথা চিন্তা করিতে বলায় অনেক দুঃখ নিবা-রণ হইল। সেই দিন হইতে দেব গৃহিণীর মেয়ে-মরার শোকের বোঝা অনেক হাল্‌কা হইয়াছে।

বড়বাজারের প্রিয়নাথ সেঠকে অনেকে অবগত আছেন। অল্প বয়সে ইহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। কিন্তু পুত্রসন্তান থাকায়, আর বিবাহ করেন নাই। প্রিয় বাবুর স্ত্রী সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করেন ও কতবার আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়া দিয়াছেন। আজ ১৭।১৮বৎসরের কথা, তখন হাবড়া যাইবার পুল তৈয়ারি হয় নাই, কয়েক জন লোক সঙ্গে প্রিয়বাবুর ওপারে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। ঘাটে সে সময় অন্য কোন নৌকা না থাকায় একখান গহনার নৌকায় সকলে উঠিল। প্রাতঃকাল,

আকাশে মেঘ ঝড়ের কোন চিহ্ন ছিল না। প্রিয়বাবু নৌকায় উঠিতে পা বাড়াইলেন, অমনি পিছন হইতে কে যেন কাপড় ধরিয়া টানিল। ফিরিয়া আপন স্ত্রীর কার্য্য বুঝিতে পারিয়া আর নৌকায় উঠিলেন না। নৌকা মাঝামাঝি গিয়া একেবারে ডুবিয়া গেল।

নিদ্রিত অবস্থায়, যখন সমস্ত দিনের শ্রমের পর দেহ ক্লান্ত হইয়া বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সমূহ কিয়ৎক্ষণের জন্য স্ব স্ব কার্য্য করিতে স্থগিত থাকে, তখন আত্মা আভ্যন্তরিক চক্ষু দিয়া সমস্ত দেখিতে পান ও কখন কখন দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করেন আবরক্রমবির পুস্তকে লেখা আছে যে জনেক সৈনিক পুরুষ সমস্ত দিবসের যুদ্ধান্তে ক্লান্ত হইয়া সন্নিহিত একটা মন্দিরে গিয়া আরাম করিতেছিলেন। ঘোর নিদ্রায় অচেতন। স্বপ্নে দেখিলেন যে মন্দিরটা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। চক্ষু মুছিতে মুছিতে দৌড়িয়া বাহিরে আসিয়া যেমন দাঁড়াইলেন, মন্দিরটা বিনা ঝড়বাতাসে বা ভুমিকম্পে একেবারে হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল। এরূপ দৃষ্টান্ত শত শত দিতে পারি কিন্তু বোধ হয় সকলেই একটা-না-একটা এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছেন, তজ্জন্য আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সকল স্বপ্নই যে মুক্তাত্মার কার্য্য তাহা কোন মতে সম্ভব নহে। বিজ্ঞান শাস্ত্রকারকেরা বলেন যে সচরাচর জাগ্রত অবস্থায় আমরা যে সব কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা মস্তিষ্ক মধ্যে ছাপা হইয়া থাকে। আবার নিদ্রা এবং পীড়ার অবস্থায়,

হয়ত সেই সব ছাপা দেখিতে পাইয়া বোধ হয় যেন সেই সব কর্ম্ম আমরা আবার করিতেছি। প্রথম অবস্থার কার্য্যকে স্বপ্ন ও দ্বিতীয় অবস্থাকে বিকার বলিয়া থাকে। উভয় অবস্থায় কাল ও স্থানের স্থিরতা থাকে না। হয়ত কোন পল্লিগ্রামে শৈশবকালের সহচরগণ সহিত খেলা করিতে করিতে কলিকাতার ছোট আদালতে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার সওয়াল জবাব করিতে দেখা যায়। এখানে পল্লিগ্রাম ও সহরের মধ্যস্থিত স্থানকে, এবং শৈশব ও যৌবন কালের মধ্যস্থিত কালকে, একেবারে নষ্ট করিয়া উপরোক্ত মত স্বপ্ন দেখা হইল। ঐ রূপ বিকারের অবস্থায় নানা মত বিহ্বল বকিয়া থাকে। কিছু দিন গত হইল আমার চিকিৎসাধীন পাঁচ বৎসরের একটি বালকের ওলা-উঠার পর ঘোর বিকার হইয়া“তালব্য শ দিয়া মধু দিয়া খাব” বলিয়া ক্রমশ চিৎকার করিতে দেখা গেল, পরে অনুসন্ধান করায় প্রকাশ হইল যে সে এই পীড়ার পূর্ব্বে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লিখিতে যাইত এবং কবিরাজের চিকিৎসার অধীন ছিল। তজ্জন্য গুরুমহাশয়ের “তালব্য শ” ও কবিরাজের“মধু অনুপান”লইয়া উহার বিহ্বলতা হইয়াছিল। কিন্তু অনেক স্বপ্ন ও বিকারের-বিহ্বল-বকার কারণ কিছুই দেওয়া যাইতে পারে না। উদাহরণ দিতেছি। ৩১ বৎসরের কথা—তখন কালেজে পড়ি। একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যেন গরুর গাড়ি করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে রাত্র হওয়ায় কোন এক গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লইলাম।

যে ঘরে বাসা দিল, তাহার তিন দিকে মাটির প্রাচীর ও পূর্ব্বদিক খোলা ছিল। এরূপ ঘর এদেশে দেখা যায় না। ঘরের সাম্‌নে একটা প্রকাণ্ড বট গাছ। অপরিচিত স্থান দেখিয়া মনমধ্যে ত্রাস হইল। পার্শ্বের এক জন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম "এখান হইতে থানা কতদূর"? সে অঙ্গুলি বাড়াইয়া বলিল 'ঐ যে, তিনটা বাড়ির পর থানা'। ঘরে প্রবেশ করিলাম। পরে অধিক রাত্রে এক দল ডাকাইত আসিয়া ঐ বাড়িতে পড়িয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। ডাকাইতদের কোলাহল শব্দে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া অন্তঃকরণ ধড়্‌ফড়্‌ করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে সামলাইলাম, কিন্তু স্বপ্নের ছবি যেন হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিল। ঠিক ছয় মাস পরে কালেজ ছাড়িয়া স্ব্যস্থ্যেরজন্য পশ্চিমঅঞ্চলে—মজফরপুরে—যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। তখন এদেশে রেল গাড়ি হয় নাই। একখান প্রকাণ্ড কিস্তি-নৌকা ভাড়া করিয়া আস্তে আস্তে প্রায় এক মাসে ভাগমতি নদি বহিয়া পুষা নগরে পৌঁছিলাম। সেখানে গণনা করিয়া দেখিলাম যে গরুর গাড়িতে গেলে দুই দিনে ও নৌকায় দুই সপ্তাহে পৌছান যাইবেক, তজ্জন্য একখানা গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া চলিলাম। রাত্রি আন্দাজ ৮।৯ টার সময় এক জমিদারের বাটীতে পৌঁছিলে তিনি আমাদের যথেষ্ট সমাদর করিয়া আপন আলয়ে আশ্রয় দিলেন। আমি গাড়ি হইতে নামিয়া দেখি যে ইতিপূর্ব্বে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সেই ঘর, সেই বট বৃক্ষ ও সেই সব

লোক দ্বারা বেষ্টিত। আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, যে 'এখান হইতে থানা কতদূর'? এক জন অঙ্গুলি বাড়াইয়া বলিল 'ঐ যে তিনটা বাড়ির পর থানা'। আমি দেখিলাম যে এখন কেবল ডাকাইতি হওয়া বাকি আছে, তজ্জন্য আপন দ্রব্যাদি পুনরায় শকটে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রাম পরিত্যাগ করিলাম। এই কালে আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল ঐ জেলার এক জন প্রধান কর্ম্মচারি ছিলেন এবং ঐ জমিদারের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল, আর সেই কারণেই তিনি আমাদের রাখিবার জন্য এত যত্ন করিতেছিলেন। কিন্তু কোন মতে থাকিতে সম্মত না হওয়ায় বিস্তর আহারীয় দ্রব্য গাড়িতে দিয়া পথে দস্যুভয় জন্য আপন বাটীর পাই-ককে সঙ্গে দিলেন। পর দিবস রাত্রে আমরা মজফরপুর সহরে পৌঁছিয়া শুনিলাম, যে সেই রাত্রে ঐ বাটীতে ডাকা-ইতি হইয়া উহার যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া গিয়াছে।

বিকারের অবস্থায়ও আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া অন্য স্থানে গমন করিয়া থাকেন এবং আন্তরিক চক্ষু দিয়া দেখিতে পান। স্বর্গীয় রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসুর নাম অনেকে অবগত আছেন। রাজা বাহাদুরের বৃন্দাবন আশ্রমে পরলোক গমন করিবার কিছু দিন পরে আনন্দবাবুর জ্বর-বিকার হয়। হঠাৎ এক দিন পেট ফুলিয়া বাহ্যে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন। বেলা আন্দাজ ১টার সময় আপন অনুজ বাবু জয়কৃষ্ণ বসু কে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন যে বড় বাজারের নিকট একটা

বাঁধাঘাটে এক জন ৩০।৩৫ বৎসর বয়স্ক গৌরবর্ণ সন্ন্যাসির নিকট তাঁহার ঐ পীড়ার ঔষধি আছে। আবার বেলা ৫টার সময় অম্বুজের কাণে কাণে বলিলেন যে সন্ন্যাসি আড়াইটা মরিচ অনুপান দিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া গেল। বাহ্যে প্রস্রাব অবিলম্বে হইয়া সমস্ত যন্ত্রণা নিবারণ হইল। পর দিন জগন্নাথের ঘাটে সেই সন্ন্যাসিকে পাওয়া গেল। সে আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল ও সেই দিন হইতে রোগী দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। সে সময় সকলে রাজার মুক্তাত্মা আসিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া যাওয়া অনুমান করিয়াছিল।

চারি বৎসরের কথা—একদিন বর্দ্ধমানে চিকিৎসা করিতে গিয়া সেখানকার সংক্রামিক জ্বর লইয়া ঘরে আসি। ক্রমে ঐ জ্বর প্রবল হইয়া বিকার হইল। জ্ঞানশূন্য! গাত্র দাহ ও তৃষ্ণা এত ভয়ানক হইল যে মুহূর্ত্তের জন্য আরাম নাই। বাঁচিবার পক্ষে অনেকের সন্দেহ। এইকালে হঠাৎ তন্দ্রা আসিল। জনেক জানিত-মুক্তাত্মা কাছে আসিয়া বলিলেন "বড় কষ্ট পাইতেছ, ইহার উপর শয়ন কর"। শয়ন করিলাম। দেখিতে দেখিতে সমুদ্র-তীরে লইয়া গেলেন। সেখানকার স্নিগ্ধবায়ু সমস্ত শরীরে লাগিয়া জ্বালা তৃষ্ণা একেবারে সমস্ত দূর হইল। ৫ মিনিট পরে তন্দ্রা ভঙ্গ হইলে দেখি শরীরে আর কোন পীড়া নাই। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া আধসের দুগ্ধ খাইলাম। ডাক্তর ও বাটীর পরিবারেরা ভাবতেই অবাক্!

স্বপ্নে ঔষধি পাওয়ার কথা অনেকে অবগত আছেন। অনেক দিন গত হইল, পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতার পায়ে 'নালি-ঘা' হওয়ায় কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য আনিত হইলে ডাক্তরেরা পা টা কাটিয়া ফেলিতে পরামর্শ দেয়। ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়েসে কাটাকুটি করিতে সম্মত না হওয়ায় তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেখানে মৃত্যু অপেক্ষা করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিতেন। সাগরের মাতা—আহা সেই আদর্শ সাধ্বীসতী পতিপরায়ণা হিন্দুআর্য্যা নারী!—আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবা রাত্র পতি সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। "এক মনে ধ্যান করিলে সদাশিব সাক্ষাৎ হন"। ব্রাহ্মণ নিদ্রাবস্থায় দেখিলেন যে বাটীর সন্নিহিত তালপুকুরের পাড়ে একটা পুঁটলির মধ্যে তাঁহার নালি ঘার ঔষধি আছে। তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান করায় সেইখানে একটা পুঁটলি পাইলেন, তন্মধ্যে কতকগুলি শিকড় ছিল। শিকড় গঙ্গাজলে বাটিয়া কতক খাইলেন ও কতক ক্ষত স্থানে লাগাইলেন। তিন চারি দিনে পীড়া আরোগ্য হইল ও বাকি শিকড়ে আর কত লোক আরাম হইয়াছিল। সাগরের ভ্রাতা পণ্ডিত দিনবন্ধু বিদ্যারত্নের নিজ মুখে এই গল্পটি শুনিয়াছি।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, আমার বয়স তখন ১২।১৩ বৎসর হইবেক, বারাসতে মাতুলালয়ে থাকিতাম। মামার বাড়ির নিকট গঙ্গাহরি ঘোষাল নামে একজন ব্রাহ্মণ-যুবক বাস করিত। শ্বাস কাশি রোগে আক্রান্ত

হইয়া গঙ্গাহরি মরণাপন্ন হয়। তখনকার চিকিৎসক, কবিরাজেরা রোগ সাধ্যাতীত বলিয়া জবাব দেন। এক দিন মরিবে বলিয়া তাহাকে তুলসি-তলায় বাহির করা হয়। বাটির পরিবারেরা একদম কাঁদিয়া যে যেমনে মাটিতে পড়িয়া আছে। ইত্যবসরে একজন দেখিল যে গঙ্গাহরির ডাহিন হস্তের মুটা এক বার খুলিতেছে আবার বন্দ করিতেছে। নিকটে গিয়া দেখিল যে তাহার হাতের মধ্যে একখান শিকড়। শিকড় গঙ্গাজল দিয়া বাটিয়া কতক খাওয়াইয়া ও কতক কোমরে মাদুলি করিয়া দিল। গঙ্গাহরি আরোগ্য হইল, ও তার পর প্রায় ৩০।৩২ বৎসর সুস্থ শরীরে বাঁচিয়াছিল। সেই কালে সে বলিয়াছিল যে নারায়ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া তাহার নিকটে আসিয়া এই ঔষধি দিয়া যান।

তারকেশ্বরে হত্যা দিয়া ঔষধ পাওয়ার কথা অনেকে অবগত আছেন। সেখানে বিনা আহারে হত্যা দিয়া মন্দিরের নিকটে একাগ্র চিত্তে পড়িয়া থাকিতে হয়। পরে তৎক্ষণাৎ, বা বিলম্বে আদেশ হইয়া কেহ হস্তে ঔষধি পায়, কাহাকে ঔষধি বলিয়া দেওয়া হয় এবং কাহারও বা রোগ আরোগ্য হইবে না স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া হয়। অনেক উৎকট রোগ আরোগ্য হইতে আমরা দেখিয়াছি। কলিকাতা নিবাসী বাবু প্রিয়নাথ দত্ত গবর্ণমেণ্টের আকউণ্ট আফিসের এক জন প্রধান কর্ম্মচারি। তিন বৎসর কাল অতীত হইল তাঁহার স্ত্রী বায়ু রোগাক্রান্ত (হিসটিরিয়া) হইলে আমি

ও শ্রীযুক্ত ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহাকে চিকিৎসা করি। আমরা যুক্তি করিয়া যে সব ঔষধি দিই, অপকার ব্যতিত কোন উপকার না হওয়ায় প্রিয়নাথ বাবু চিকিৎসা স্থকিত রাখিয়া আপন ভগ্নিকে তারকেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন। পথমধ্যে একটা চটিতে রাত্রিকালে নিদ্রিত আছেন এমন সময় তাঁহার নামোচ্চারণ করিয়া কে যেন কোথা হইতে বলিতে লাগিল "অমুক, তুমি অমুকের বায়ু রোগ জন্য হত্যা দিতে যাইতেছ ? আর যাইতে হইবে না; হাত পাত, ঔষধ দিতেছি। তাহার মস্তকের উপর, ডাহিন দিকে একটি স্থানে দপ্ দপ্ করিতেছে দেখিবে, সেইখানে শিকড়টা চুলে বাঁধিয়া দিবা"। ভগ্নি বাটিতে আসিয়া দেখিল যে প্রকৃতই তাহার মাথার সেই খানে দপ দপ করিতেছে ও সে কথা রোগী কাহার নিকট প্রকাশ করে নাই। শিকড় বাঁধিয়া দিল আর সেই ক্ষণ হইতে কোন রোগ রহিল না।

নানা পীড়ায় পীড়িতা জনেক ভদ্র মহিলার চিকিৎসার জন্য কোন মুক্ত আত্মাকে অনুরোধ করা যায়। প্রথম তিন দিন তিনি কিছুতেই সম্মত হয়েন নাই, কিন্তু বিস্তর বলাকহায় বলিলেন যে তাঁহার "নিজের কোন ক্ষমতা নাই, তবে অদ্য হইতে ছয় দিন পরে ঠিক এই সময় আমি উচ্চ শ্রেণীস্থ জনেক আরোগ্যকারী-মুক্তাত্মাকে আনয়ন করিব। তাঁহার দয়া হইলে রোগ আরোগ্য হইতে পারিবে"। ঘড়ি খুলিয়া দেখা গেল যে তখন নয়টা বাজিতে ৫ মিনিট

রাত্র। পরে অঙ্গিকৃত দিনে অর্থাৎ ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্র আট্‌টার সময় মিডিয়ম অচেতন হইয়া পড়িল। ৫৫ মিনিট কাল পর্য্যন্ত মড়ার ন্যায় পড়িয়া রহিল ; ডাকিলে কোন শাড়াশুড়ি দেয় না কেবল মধ্যে মধ্যে সমস্ত শরীর থর্‌থর্‌ করিয়া এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ঠিক নিদ্ধারিত সময় উঠিয়া বসিয়া রোগীকে অল্পক্ষণ মেসমেরাইজ করিয়া বলিল যে এই রূপ সাত দিন পর্য্যন্ত নিয়মিত রূপে এই সময় চক্রে বসিতে থাক। অদ্য যে যেখানে যেরূপ বসিয়া আছেন, ভবিষ্যতেও এইরূপ বসিবেন। আমরা দূর হইতে চক্রে আরোগ্য-কারি জ্যোতি প্রদান করিব। সাবধান যেন বাহিরের লোক কোন মতে এ চক্রে আসিয়া না বসে।

পরদিন আবার চক্র করিয়া বসিলে বলিলেন "আগামী পরশ্ব রাত্র ১০টার সময় আমি একটা শিকড় দিব। চক্রে বসিবার-সমস্ত-কাল ঐ শিকড়টা রোগী গলায় কি হাতে ধারণ করিবে। আবার চক্র ভাঙ্গিয়া গেলে খুলিয়া রাখিবে"। ১১ সেপ্টেম্বর রবিবার। সমস্ত দিবসের শ্রমের পর মিডিয়ম ও চক্রের সমুদয় লোক সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে ঘোর নিদ্রায় অচেতন। রোগী কেবল মধ্যে মধ্যে যাতনায় কাতরতা প্রকাশ করিতেছিল। রাত্র আন্দাজ ৯টার পর সকলকে জাগাইয়া, বিগত কয়দিনের নিয়মে চক্র করিয়া বসিতে বলিলাম। মিডিয়মের নিদ্রায়-কাতর-চক্ষু মুদিয়া আসিতেছিল, তজ্জন্য চক্রে বসিতে তাহার তত ইচ্ছা ছিল না। প্রথমে ভক্তিভাবে ঈশ্বরের অর্চ্চনা ও প্রার্থনা

করা সমাপন হইলে মিডিয়ম অসাড়ে নিদ্রা যাইতে লাগিল। এক ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত কোন কথাবার্ত্তা নাই তাবতেই নিস্তব্ধ, কেবল চক্র-স্বামী ক্রমশঃ ভক্তিভাবে পরমার্থিক গান করিতেছিলেন। ঠিক নিরুপিত সময়ে মিডিয়ম তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল 'আমি আসিয়াছি'। গত পরশ্ব দিনের অঙ্গিকার মনে করিয়া দিলে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল 'হাঁ অবশ্য আনিয়া দিব। আপনারা বসুন'। এই বলিয়া মিডিয়মের শরীর হইতে মুক্তাত্মা চলিয়া গেলে সে আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল। আন্দাজ ৫ মিনিট পরে উঠিয়া বসিয়া বলিল 'ঐ ঔষধি লউন! যেরূপ ব্যবহার করিতে বলিয়া দিয়াছি, তাহার অন্যথা যেন না হয়'। আমি বলিলাম 'কই ঔষধ'? মিডিয়ম বলিল। 'কানা নাকি, দেখিতেছ না'। এই বলিয়া অঙ্গুলি বাড়াইয়া দূরে দেখাইয়া দিল। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেইখান হইতে একখান শিকড় আনিয়া আমার হাতে দিলে আমি মিডিয়মের হাতে দিলাম। মিডিয়ম প্রায় ১৫ মিনিট কাল তাহা মেসমেরাইজ করিতে লাগিলেন ও সেই সময় ৩৫।৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত গানটী আমাকে গাইতে বলিলেন। পরে রোগীর হস্তে শিকড়টি দিয়া বলিলেন যে 'উনি (অর্থাৎ আমি) গানে যে কথাগুলি বলিলেন সেইগুলি এই ঔষধের অনুপান জানিবেন, শুধু শিকড়ে কিছু হইবেক না। দিবানিশি প্রেম,শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরের পূজা,তাঁহার নিয়ম পালন ও পরোপকার করা এবং সর্ব্বদা মন আনন্দে পূর্ণ রাখা

নিতান্ত আবশ্যক। শিকড়টা কেবল চক্রের সময় পরিধান করিবে"। আরও বলিলেন যে অন্য ঔষধ শিঘ্র আনিয়া দিবেন।

চক্র ভাঙ্গিয়া গেলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোগী শিকড়টা হাতে করিয়া বসিয়াছিল। সেই জন্যেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, সে রাত্রিতে তাহার বিস্তর যন্ত্রণা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর দিন হইতে দিন দিন রোগ শান্তি হইতে লাগিল। এই কালে রোগীর মন্ত্র লইবার ইচ্ছা হওয়ায় মুক্তাত্মার মতামত জিজ্ঞাসা করায় তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক অনুমতি দিলেন। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন "প্রেম, শ্রদ্ধা ও ভক্তি মুক্তির মূল"। এক দিন চক্রে বসিয়া রোগীর হঠাৎ তন্দ্রার ন্যায় আসিয়া আপন স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ—কে যেন আসিয়া নীচের লিখিত পদ্যটী ক্রমশঃ আমার কর্ণে শুনাইতেছে।

শাঁক ঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতি দিয়ে ফেলে।
আরতি তোমায় করি জ্ঞানদীপ জ্বেলে॥
কোথায় বসাব নাহি ভেবে পাই মনে।
এস এস বস মম হৃদয় আসনে॥
বন ফুলে বিধি নয় তোমার অর্চ্চন।
মন খুলে প্রেম ফুলে পূজিব চরণ॥

শেষ আর দুই চরণ মুখস্থ করিতে পারেন নাই। পর দিন সন্ধ্যাকালে ভোলানাথের মুক্তাত্মা আসিয়া যখন রোগীকে মেসমেরাইজ করিতেছিলেন, তখন উপরোক্ত কয়েক

পংক্তি কাহার লেখা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ঈষৎ হাসিয়া নীচের লিখিত ৪ পংক্তি কবিতা লিখিলেন।

পৃথিবীর মায়া মোহ ত্যাজিয়া এখন।
জগদীশ প্রতি মন করহ অর্পণ॥
যা পেয়েছ তাহা অতি অমূল্য রতন।
যত্ন করি হৃদে পূরি করহ অর্চ্চন॥

কিন্তু কোন মতে নাম বলিয়া দিলেন না।

যাহা হউক এ সম্বন্ধে আর অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। এদেশের প্রসিদ্ধ ঔষধ যথা গোঁদল-পাড়ার-কুকুরে-কামড়ানের; বড়ার-আমরক্তের; ইদিলপুরের হাঁপানিকাশির ইত্যাদি সমস্তই স্বপ্নে প্রাপ্ত অর্থাৎ মুক্তাত্মা প্রদত্ত। এইক্ষণে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবেক, যে আত্মা আমাদের দেহ হইতে পৃথক। এবং আবশ্যক মতে স্বাধীন রূপে কার্য্য করিতে পারেন। ইনি অমর। চিরোন্নতি ইহাঁর ভাগ্য। কালে ইহাঁর অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু ভাবের কোন তারতম্য দেখা যায় না। আমার যে বাহ্যিক চেহারা এখন দৃষ্ট করিতেছ, ইহা কেবল ভিতরের আত্মার অবিকল নকল মাত্র। শরীর নষ্ট হইয়া গেলে, এ চেহারাও নষ্ট হইবেক কিন্তু ভিতরের আত্মা, যদ্দৃষ্টে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার কোন রূপান্তর হইবেক না। তজ্জন্য পরলোকেও যাহার যে চেহারা তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। পরে কর্ম্মগুণে আত্মা যত উপরে উঠিবেন, ততই আত্মা-শরীর সুক্ষ্ম ও তেজোময় হইবেক কিন্তু তজ্জন্য

চেহারার কোন ভাবান্তর হইবেক না। অনন্ত কালে আত্মা-শরীর সম্পূর্ণ তেজোময় হইলেও চেহারার-ভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইবেক না।

দুইজন এক চেহারার মনুষ্য ধরাতে দেখা যায় না, সেইরূপ সমস্ত পরলোক খুজিলেও দুই জন একরূপ আত্ম-শরীর বিশিষ্ট লোক দেখা যায় না।

ভুতের উপদ্রব ও মেসমেরিজম।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে অধোশ্রেণীর মুক্তাত্মা-গণ এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকে। তাহারা পরোলোকে গিয়াও অপকার-করা-অভ্যাস শিঘ্র ভুলিতে পারে না। ভুতে ও পেতনিতে পাওয়া, বাড়িতে ডেলা ফেলা, লোককে ভয় দেখান ও কখন কখন মারিয়া ফেলার কথা যাহা আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই,সে সব কেবল ইহাদেরই কার্য্য। মুক্তাত্মা মাত্রেই আপনারা স্বয়ং কিছুই করিতে পারে না—অবলম্বন অর্থাৎ মিডিয়মের আবশ্যক করে। তাহারা মিডিয়মের শরীর হইতে তেজ লইয়া দেহ বিশিষ্ট আত্মার ন্যায় কার্য্য করে। অনেক পরিক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মেস-মেরিজম দ্বারা অথবা চক্র করিয়া বসিলে ইহাদের অনায়াসে দূরীভুত করা যাইতে পারে। অনেক বায়ু রোগ এইরূপ ভুতে পাওয়া এবং ইতিপূর্ব্বে ইহার কয়েকটা উদাহরণ দিয়াছি। ৮৯ পৃষ্ঠায় যে পাগ্‌লি-মুক্তাত্মার কথা বলিয়াছি, সে কয়েক

দিন ধরিয়া আমাদের চক্রে ও মিডিয়মের উপর বিধিমত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, আর যখন বাড়াবাড়ি করিত, তখন ভোলানাথের মুক্তাত্মা আসিয়া উহাকে তাড়াইয়া দিত। ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে এই পাগ্‌লি কালিঘাটের হালদারদের ঘরের বধু। ইহার স্বামী ও দুই পুত্র জীবিত আছে। উন্মাদ হইবার কারণ বলিতে নিষেধ করিয়াছে। আর এক দিন তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন যে এই সব অধোশ্রেণীর মুক্তাত্মাদের পর-লোকে কোন কর্ম্মকাজ না থাকায় মায়ার টানে এখানে আসিয়া এইরূপ পাগলামি করিয়া বেড়ায়। আমাকে দেখিয়া যে চীৎকার করিল, তদৃষ্টে হয়ত তোমাদের মনে এরূপ বোধ হইয়া থাকিতে পারে যে আমি উহাকে মারিয়াছি কিন্তু তাহা কিছুই নহে। আমি কেবল আমার (মেসমেরিক) আলোক দিয়া উহাকে ঘেরিয়াছিলাম, সে আলোকে ভয় পাইয়া ওরূপ চিৎকার করিয়াছিল। ফলত আপনাদের বলিয়া দিতেছি যে ভবিষ্যতে যদি ঐ পাগলি বা অন্য কোন দুষ্ট মুক্তাত্মা আসিয়া অত্যা-চার করে তবে আপনারা মিডিয়মকে মধ্যস্থলে রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে একটা চক্র করিয়া ভক্তিভাবে ঈশ্বর আরাধনা বা কোন পরমার্থিক বিষয়ের গান গাইতে থাকি-বেন; আপনাদের মস্তক হইতে (মেসমেরিক) আলোক বাহির হইয়া তাহাকে ঘেরাও করিলে সে ভয়ে চীৎকার করিবেক ও পলাইবার পথ পাইবেক না।

এদেশে ভিন্ন ভিন্ন উপায় দ্বারা ভুত-গ্রস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়া থাকে। সকলে মনে করেন যে রোঝারা যে সব মন্ত্র পাঠ করে,ভুত প্রেত তাহা শুনিতে পাইয়া পলাইয়া যায়। নৈহাটি গ্রামের গঙ্গা ময়রা বিখ্যাত ভুতের রোঝা ছিল। তার পুত্রদের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার বিস্তর কথা হইয়াছিল, আর আমার নিকট উহারা তাবতেই এই সমস্ত মেসমেরিজমের কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। রোঝারা নানা উপায় দ্বারা ভুতকে তাড়াইয়া থাকে। হাঁড়িতে জল রাখিয়া অথবা আরসি বা কোন চক্‌চকে দ্রব্য, এমন কি হস্তের বুড়া আঙ্গুলের নখ পর্য্যন্ত, মেসমেরাইজ করিয়া মিডিয়মকে এক দৃষ্টে দেখিতে বলে। যখন নখে এরূপ দেখায়, তাহাকে নখদর্পন বলে। আবার মিডিয়মকে পিঁড়ির উপর বসাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ধুলা বা জল মেসমেরাইজ করিয়া গণ্ডি দেয় ও সেই কালে উহার নাম উল্লেখ করিয়া মন্ত্র পড়িতে থাকে। এই কালে হরিদ্রা পোড়াইয়া তাহার নাকের নিকট ধরিলে অথবা এক মুঠা সরিসা হস্তে করিয়া তাহার গাত্রে আঘাত করিলে সে "যাইরে—যাইরে" বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে। রোঝা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। ভুত পারতপক্ষে পরিচয় দিতে চাহে না ও 'জাই জাই' বলিতে থাকে কিন্তু যায় না। পরে রোঝা একটা চিহ্ন রাখিয়া যাইতে বলে। কি চিহ্ন রাখিবে! নিকটের কোন গাছ ভাঙ্গিয়া যায় কিম্বা সচরাচর একটা জলভরা-কলসি দাঁতে ধরিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া

মাটিতে যেমন ফেলে অমনি মুর্চ্ছা যায়, পরে উল্টা পাস দিয়া তাহার মুর্চ্ছা ভাঙ্গাইয়া দেয়।

রোঝাদের আগমন মুক্তাত্মারা দূর হইতে জানিতে পারে। ৮২ পৃষ্ঠায় ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গিয়াছে। আমাদের নিকট অনেক উচ্চ শ্রেণীর মুক্তাত্মা বলিয়াছিলেন যে চক্র করিবার কালে টেবিলের নিচে এক ঘটি জল রাখিয়া দিলে সে জল মেসমেরাইজ হইবে। যখন অধঃশ্রেণীস্থ মুক্তাত্মা আসিয়া বড় অত্যাচার করে, তখন ঐ জল মিডিয়মের গাত্রে ছড়াইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা পলাইয়া যায়। আমরা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সত্য বলিয়া জানিয়াছি।

অধঃ শ্রেণীস্থ মুক্তাত্মাদের নানা উপায়ে কষ্ট দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কি জানি পাছে কেহ সে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাদের কষ্ট দেয় তজ্জন্য সে সব উপায় না বলিয়া দেওয়াই ভাল। দেখুন না কেন, তাহারা আত্মা ত বটে। দৈবযোগে বা কার্য্যগতিকে অতি নীচ দলে আছে, কিন্তু কালে উহারাও ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ হইবেক। তাহাদের ধর্ম্ম কথা ও জগদীশের নাম ক্রমশঃ শুনাইতে শুনাইতে দিন দিন উন্নত হইবেক। আর লোক সহস্রেক নীচ হইলেও তাহাকে পীড়ন বা হতাদর না করিয়া কিসে তাহার আত্মা উন্নত হয়, তাহা সকলেরই করা উচিত। ঈশ্বর সকলের পিতা আর সমস্ত মানব জাতি আমাদের ভ্রাতা, এরূপ বিশ্বাস সকলেরই মনমধ্যে থাকা উচিত। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিব না।

বিলাতে এরূপ ভূতে পাওয়াকে 'অবসেসন' বলে। তাহার চিকিৎসা কেবল মেস্‌মেরিজম্ মাত্র। সম্প্রতি মার্কিন দেশে ঐরূপ জনেক ভদ্র সন্তানকে ভূতে পাওয়ায় তাহার ঘাড়ের সন্ধি-স্থানে বিপরীত পাশ ও মস্তকে রেশমের টুপি পরাইয়া দিলে অনতিকাল মধ্যে মুক্তাত্মার অত্যাচার নিবারণ হইয়াছিল। এরূপ অধঃশ্রেণীর মুক্তাত্মাগণ দ্বারা পরকালের কোন উপকার সম্ভাবনা নাই কিন্তু ইহাদের সাহায্যে ইহকালে অনেক অদ্ভুত কার্য্য দেখান যাইতে পারে। হোঁসেন খাঁ বলিত যে তাহার আজ্ঞাধীন এইরূপ তিনটা জিন অর্থাৎ মুক্তাত্মা আছে। ভুত ডামরাদি তন্ত্রে যে সব ভূত, প্রেত, পিশাচ, দেবদেবী প্রভৃতি সাধনের কথা লেখা আছে, সে সব কেবল অধোশ্রেণীর মুক্তাত্মাগণের উপাসনার প্রণালী মাত্র। শনি-মঙ্গলবারে, অন্ধকার-অমাবস্যার রজনীতে, শবের উপর বা শ্মশানে, মদ্য ও সকল প্রকার মাংস (নরমাংস পর্য্যন্ত) আহার করিতে করিতে চক্রে বসিয়া 'ওঁ হোঁ হ্রূঁ হঃ শ্রীং হ্রীং অঃ স্বাহা' ইত্যাদি বিকট শব্দ উচ্চারণ করিয়া এরূপ মুক্তাত্মাগণকে ডাকা হয় এবং তাহারাও সন্তুষ্ট হইয়া আসে এবং সাধকের প্রার্থণামতে সুবর্ণ মুদ্রা ও সুন্দরী নারী বর দিয়া থাকে। লোকের মন স্বভাবত ধরার সুখে এত মোহিত যে এরূপ আরাধনাকে অনেকে ধর্ম্ম বলিয়া ভাবেন। সাহে-বেরা পৃথিবীর সুখেই মত্ত। তাঁদের অনেকেরই মনে পর-কাল না থাকিলেই বাঁচিয়া যান। তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে

কয়েকজন থিয়োসফি নামক একটা নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন। যোগ শিক্ষা দ্বারা আপনার আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ করা অথবা নীচ শ্রেণীর মুক্তাত্মার সাহায্যে নানা মত ভেল্কী ও ভোজবাজী দেখাইয়া নাস্তিকের মনে বিস্ময় জন্মান ইহাদের ধর্ম্ম। এই দলের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। তাহাদের বিবরণ নিচে দিতেছি।

থিয়োসফিষ্ট।

সম্প্রতি বোম্বাই সহরে ইহারা এক প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়াছে। করনেল ওলকট্ ও বিবি ব্ল্যাভেটেস্‌কি এই দলের কর্ত্তা। ওলকটের বাটী মার্কিন দেশ—যেখান হইতে প্রথমে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের তুফান উঠিয়া এখন পৃথিবী ব্যাপিয়া বিস্তার করিতেছে। তিনি স্বদেশে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অনেক অদ্ভুত ক্রীয়া দেখিয়াছেন। বিবিটী রুসিয়া দেশের ভদ্র-বংশোদ্ভব অঙ্গনা। ১৬ বৎসর বয়সে এক জন ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমের জমিদারের সহিত পরিনয় হয়। নবযুবতীর বৃদ্ধের সহিত যেরূপ প্রণয় সম্ভাবনা, তাঁহাদেরও প্রেম ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল। কথিত আছে খাটের উপর দুইজনে শুইয়াছিলেন। বৃদ্ধ নিদ্রায় অচেতন। যুবতী প্রেম-কৌতুকে বা অন্য কোন অভিপ্রায়েই হউক সাহেবকে একটা ঠেল্যা দিলেন, 'আর যেমন পড়া তেমনি মরা'। বিবির নামে নরহত্যার অভিযোগ হওয়ায় দেশ ছাড়িয়া বনে বনে বেড়াইতে

লাগিলেন, শেষে ভারতে আসিয়া এক দল উদাসীনের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে জঙ্গলে ৭।৮ বৎসর বেড়াইয়া বেড়ান। এই কালে কেবল ফলমূল ও দুগ্ধ আহার করিতেন। হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর তিব্বত দেশে কুথমিলাল সিংহ নামক এক জন যোগী আছেন। তাঁহার সম্প্রদায় ভুক্ত আরও অনেক জন যোগী ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছেন। ইহাঁরা তাবতেই সিদ্ধ-পুরুষ। তাঁহাদের মতে যোগই ধরার সর্ব্বসার। এই যোগ শিক্ষা করিলে নর অমর হইতে পারে। যে সব অদ্ভুত ভৌতিক ক্রীয়া আমরা দেখিতে পাই, সে সমুদয় যোগসিদ্ধ পুরুষের কাজ। একদা মার্কিন প্রদেশে নিউইয়ার্ক নগরে জনেক বড় লোকের অন্তেষ্ঠী-ক্রীয়া কালে অমূল্য হিরকের মালা গলায় দিয়া কুথমিলাল উপস্থিত হইয়া ক্রীয়া সমাপন হইলে স্বস্থানে ফিরিয়া আসেন। তির্ব্বত হইতে নিউইয়ার্ক ছয় মাসের পথ। সেখানে অনেকে তাঁহাকে তৎকালে দেখিয়াছিল। তাহারা সকলে বলে যে তিনি কোথা হইতে আইলেন কেহ জানে না; আবার ক্রীয়া অন্তে দেখিতে দেখিতে বাতাসে মিসাইয়া গেলেন। মাঃ সেনেট্ সাহেব পাওনিয়ার নামক ইংরাজি কাগজের সম্পাদক। এদেশে যত ইংরাজি কাগজ আছে, তন্মধ্যে পাওনিয়ার সকলের প্রধান এবং শুনিয়াছি যে সেনেট্ সাহেবের ন্যায় পণ্ডিত ও সুলেখক ভারতে পাওয়া সুকঠিন। সম্প্রতি তিনি ইহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে এক খান পুস্তক লিখিয়াছেন, সেই পুস্তকের ভুমিকাতে লিখি-

য়াছেন যে একদা তিনি আলাহাবাদে তাঁহার আফিসে বসিয়া কুথমিলালের নামে একখান পত্র লিখিয়া বিবির হাতে দিলে তিনি পত্রখান উড়াইয়া দিলেন। ১০।১২ মিনিট পরে একখান পত্র কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া তাঁহার টেবিলের উপর পড়িল। খুলিয়া দেখেন যে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, লাল সিং তাহারই উত্তর লিখিয়া পাঠাই-য়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই কালে বিলাতে একটা ঘটনা ঘটিতেছিল সেই ঘটনা এই উত্তর-পত্রে সবিশেষ করিয়া লেখা ছিল। সাহেব সেই দিন হইতে ইহাদের মতাবলম্বী হইয়াছেন।

এই সন্যাসী-দলের নিকট বিবি কতক যোগ শিক্ষা করিয়াছেন। যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছে, তাহারা বলে যে তাঁহার চেহারা দৃষ্টে বয়েসের কিছুই অনুমান করা যায় না। ১৫।৩৫।৫৫, বা ৭৫ বৎসর—যা বল তাই সম্ভবে ! মস্তক বা বক্ষস্থল দৃষ্টে স্ত্রীলোকের কোন চিহ্ন নাই। অতি মিষ্টভাষি ও সুরসিকা। আহার অতি সামান্য—তন্মধ্যে দুদ ভাতই অধিক। নিচের লিখিত গল্পটি মাঃ বিবি নামক কৌন্সেলি সাহেবের মুখে শুনিয়াছি।

“মুসুরির মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার পরম বন্ধু। একদিন তিনি একখান রুমাল হাতে করিয়া বিবির সামনে দাড়াইয়া-ছিলেন,বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই রুমালে কাহারও নাম লেখা আছে কি না। বন্ধু বলিলেন “হাঁ আমার নাম লেখা” বিবি রুমাল খান আবার সাহেবের হাতে দিয়া বলিলেন

"খুলিয়া দেখ, উহাতে এক জন স্ত্রীলোকের নাম লেখা আছে"। বন্ধু রুমাল খুলিয়া দেখিলেন যে যথার্থই এক জন স্ত্রীলোকের নাম লেখা। বন্ধু তদৃষ্টে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন "আপনি কি প্রকারে এক নামের পরিবর্ত্তে অন্য নাম লেখাইলেন?" বিবি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "এ অতি সামান্য ব্যাপার। আমি কেবল ইচ্ছা শক্তিতে এরূপ নাম লেখাইয়াছি"। বন্ধু বলিলেন "ভাল, যদি আপনি ইচ্ছা-শক্তি-বলে এরূপ নামের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, তবে ঐ শক্তি-বলে এখনও অন্য আর এক নাম লেখাইতে পারিবেন কি?"

বিবি। অবশ্য পারিব।

বন্ধু। আচ্ছা, যিশুখ্রীষ্টের নাম লেখাও।

বি। খ্রীষ্ট অতিশয় অসৎ ও শঠ ছিল, সে নাম লিখিব না। আর একটা নাম কর।

বন্ধু। ভাল! এলিনোরা নাম লেখা হউক।

বন্ধু আপনার দুই হস্তের মধ্যে রুমাল খান রাখিলেন। বিবি তাহার উপরে ও নীচে আপনার দুই হস্ত দিয়া ২।৩ মিনিট্ চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতে করিতে অজ্ঞান হইলেন। ১০।১২ মিনিট পরে তন্দ্রাভঙ্গ হইলে বন্ধু রুমাল খুলিয়া দেখেন যে যথার্থই সাবেক নামের স্থানে এলিনোরার নাম লেখা হইয়াছে।

কাশীর ইষ্টেসন মাষ্টর বাবু শিবচন্দ্র মিত্রের নিকট শুনিয়াছি যে একবার এই বিবি কর্ণেল ওলকট্ সাহেব

সমভিব্যাহারে কাশীর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। রাজা সহরের সমস্ত ভদ্রলোককে নিমন্ত্রন করিয়া সেই সভায় ইহাঁদের অভ্যর্থনা করেন। বিদায় লইয়া আসিবার কালে রাজা কোন অদ্ভুত ক্রীয়া দেখাইতে বলায় বিবি সভার সাম্‌নে আপনার দুই হস্ত চালনা করিতে লাগিলেন ও অঙ্গুলির মাথা দিয়া অগ্নির স্ফুলিঙ্গ চারি দিকে দৌড়িতে লাগিল ও বিবি বলিতে লাগিলেন "মহারাজ! কি দেখিবেন। সবই জ্যোতির্ম্ময়, বিশ্বমধ্যে জ্যোতি ব্যতীত আর কিছুই নাই"।

আর একবার সিমলা পর্ব্বতবাসি কয়েক জন বড় বড় সাহেব ঐ বিবির সঙ্গে একত্রিত হইয়া সহরের অনতিদূরে একটা প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের নিকট বনভোজন করিতে যান। সর্ব্বশুদ্ধ ৮ জন লোক কিন্তু সাত জনের আহারোপযোগী সাত সেট বাসন ছিল অপর এক সেটের জন্য সহরে চাপরাসি পাঠাইবার উদ্যোগ দেখিয়া বিবি সন্নিহিত একটা গাছের গোড়া খুঁড়িতে বলিলেন। চাপরাসি গোড়া খুঁড়িয়া ঐ সেটের আর এক সেট বাসন সেই স্থানে পাইল। এই রূপ এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত আশ্চর্য্য কথা ছাপা কাগচে দেখিতে পাওয়া যায় আর সে সব কথা সম্পুর্ণ অসত্যও নয়, কারণ তাহা হইলে এত অল্প দিনের মধ্যে তাহাদের দল এত প্রবল কখনই হইতে পারিত না। পশ্চিম ভারতবর্ষের বড় বড় সহরে ইহাদের শাখা সমাজ হইয়াছে এবং দিন দিন শত শত বড় বড় লোক এই দলভুক্ত হইয়া

আপনাদের নাম লেখাইতেছেন। ভারতের বাহিরেও ইহা-দের আধিপত্য দেখা যাইতেছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যতম দেশে ইহাদের সমাজ আছে। আবার সিংহল দ্বীপে (আমাদের রামায়ণের লঙ্কা) ইহারা বৌদ্ধদের সঙ্গে মিলিয়া সমাজ, বিদ্যালয় প্রভৃতি সাধারণ হিতার্থিকার্য্য করিতেছে। কত জজ, মেজেষ্টর, কমিসনর, কৌন্সেলি, সওদাগর, উকিল প্রভৃতি বড় বড় লোক এই মতাবলম্বি। ইহারা অধ্যাত্মবিজ্ঞান মানে না। ইহারা বলে যে ইচ্ছা শক্তি বলে দেহস্থিত আত্মা সকল কার্য্য করিতে পারেন। আর যোগাভ্যাস দ্বারা সেই ইচ্ছা শক্তিকে সবল করা যাইতে পারে। ইহাদের মতের সহিত আমাদের মত অনেক মিলে।

দেহস্থিত আত্মা শরীর ত্যাগ করিয়া অপর স্থানে যাও-য়ার প্রমাণ আমরা এই পুস্তকের ১৯ হইতে ২১ পৃষ্ঠায় দিয়াছি। আবার মেসমেরাইজ হইলে বা নিদ্রেকালে এরূপ স্থানান্তর হওয়ার কয়েকটা উদাহরণ দিয়াছি। কিন্তু বাসনের সেট্ মিলান বা পত্রের উত্তর আনাইয়া দেওয়া অপর মুক্তাত্মার কার্য্য। কোন অধোশ্রেণীস্থ মুক্তা-ত্মাকে বশ্য করিতে পারিলে তদ্দ্বারা এরূপ আশ্চর্য্য ক্রীয়া অনেক দেখান যাইতে পারে। এদেশের ভুত ডামর প্রভৃতি সমুদয় তন্ত্র কেবল ঐ সব অধোশ্রেণীর মুক্তাত্মার উপাসনার প্রণালী। এই নব সম্প্রদায়ের সাধনাও ঐরূপ নীচ শ্রেণীস্থ মুক্তত্মার সাহায্যে অদ্ভূত

ও অলৌকিক কার্য্য দেখান মাত্র। যদি প্রকৃতঅধ্যাত্ম-বাদি হইয়া আপন পরকালের উপকার করিতে চাও, তবে উচ্চ শ্রেণীস্থ মুক্তাত্মার সাহায্য লইয়া জ্ঞান শিক্ষা করিতে থাক এবং তাঁহাদের সংসর্গে ও উপদেশে আপন আত্মাকে উন্নত কর ও সেই পরিমাণে নির্ম্মল চিরানন্দসুখ ভোগ করিতে থাকিবে। পরমার্থিক সম্বন্ধে ভেল্‌কি খেলা বা যাদু করার দলে মিশিবার কোন আবশ্যক নাই।

উচ্চশ্রেণীর মুক্তাত্মাগণ হইতে কোনই ভয়ের কারণ নাই। পরোপকার করা পরলোকবাসীদের স্বভাবিক ধর্ম্ম। ধরা পাপে ভরা, তজ্জন্য তাঁহারা পারতপক্ষে এখানে আসিতে চান্ না আর যদি অনুগ্রহ করিয়া আসেন তবে তাঁহাদের দ্বারা উপকার ব্যতীত অপকারের কোন সম্ভাবনা নাই। সে উপকার টাকা কড়ি সম্বন্ধে নহে কিন্তু পরমার্থিক বিষয়ে। এক দিন রাজা দিগাম্বর মিত্রের মুক্তাত্মার নিকট আমি কথায় কথায় কৌতুহলে কিছু টাকা চাইয়াছিলাম, তাহাতে তিনি অতিশয় ক্রোধ করিয়া বলিয়া ছিলেন যে "আবার সেই সর্পের নাম, যার জন্য আমি অমূল্য দুর্লভ মানব-জন্ম বিফলে কাটাইয়াছি! ও নাম আর আমার নিকট লইবেন না"। আর একজনকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিয়াছিলেন যে "আমার মত হতে চাও নাকি? মনে কিছু ভয় নাই"। কিন্তু টাকা অধিক থাকিলেই যে দেহান্তে অধোশ্রেণীর মুক্তাত্মা হইতে হইবেক এমন কখন সম্ভবে না। সত্য বটে, অর্থ সমুহ অনর্থের মূল কিন্তু আবার সুব্যবহারে

পরমার্থের কার্য্য করে। একালে অর্থই ধরার সর্ব্বস্ব হই-য়াছে। ধর্ম্ম কর্ম্ম, মান সম্ভ্রম ও ক্ষমতার মূলই অর্থ। কেহ অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যক্ষের ন্যায় বসিয়া আছেন। মধ্যে মধ্যে খেতাব খরিদ করিবার ইচ্ছা হইলে কিছু কিছু টাকা সৎকর্ম্মে ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু সেই সঙ্গে ঢেঁটরা দিতে ও সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন ছাপাইতে ঐ ব্যয়ের দশগুণ টাকা তাঁহাকে খরচ করিতে হয়। হায়! এই সব হতভাগা লোক যদি অধ্যাত্ম বিজ্ঞান চর্চ্চা করে, তবে আপনাদের পরকালের বিস্তর কার্য্য করিতে পারে। কয়েক বৎসর গত হইল এই নগরের একজন প্রসিদ্ধ ধনির সহিত শকটারোহণে একত্রে গড়ের মাঠে সন্ধ্যাবেলা বেড়া-ইতে ছিলাম। ইনি অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে বিদ্যা বুদ্ধি বলে, ছলে, কলে ও কৌশলে অতুল ধনশালী ও সম্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। এই কালে তিনি পীড়িত ছিলেন। গাড়ি জনাকীর্ণ স্থান ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে গেলে তিনি চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম। মহাশয় আপনি কি দুঃখে কাঁদি-তেছেন।

ধনি। দেখ (অমুক) আজ ৩।৪ মাস হইতে আমার মনে ক্রমশ মৃত্যু ভয় হইতেছে। কর্ম্মকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া যতই অনন্য মনা হইতে চাই, ততই আমার মনকে ঐ ভয় আসিয়া অধিকার করে। না জানি কপালে এবার কি আছে।

আমি। মহাশয় আপনার পরকালেত বিশ্বাস আছে। মৃত্যু আত্মার মুক্ত অবস্থা ও অনন্ত উন্নতির প্রথম সোপান, অতএব আপনার মরণে কি ভয়?

ধনি। পরকালত পরের কথা কিন্তু আমি যে এই সব ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছি, এই মান সম্ভ্রম, জুড়ি গাড়ি, জমিদারি—ইহাদের উপর মায়া হইয়াছে। ইচ্ছা করি মায়া কাটাই—আবার অভ্যাসে এসব কার হবে ভাবিয়া কান্না আসে।*

আমি ভাবিলাম যে মন্দ নয় ইহাঁর নরক যন্ত্রণা ইহকালেই আরম্ভ। এরূপ ঐশ্বর্য্য মনুষ্যের না হওয়াই ভাল।

সর্ব্বজাতিয়ের সাধারণ লোক মধ্যে বিশ্বাস যে জগদী-শের আজ্ঞা বিরুদ্ধ কার্য্যের নাম পাপ এবং নরক-যন্ত্রনা-ভোগ ঐ পাপের প্রতিফল। হিন্দু জাতিয়ের মতে আত্মা শরীর হইতে পৃথক হইবা মাত্র দূত আসিয়া তাহাকে

---

* সেই দিন একটী বালকের হাতে প্লানচেটে এই গানটী লেখা হয়।

(বল) ওরে পথিক জন।
একেলা উলঙ্গ কোথা করিছ গমন॥
কোথা তোর ধনকড়ি, হাতি ঘোড়া গাড়ি ঘুড়ি,
পুত্র কন্যা প্রিয়োত্তমা বন্ধু অগনন।
কিধন লইয়া বল করিছ গমন॥
দাসের দাসত্ব করি, ধর্ম্মকর্ম্ম পরিহরি,
করে ছিলে বিধিমতে, ধন উপার্জ্জন।
কি সম্বল লয়ে বল চলেছ এখন॥

লইয়া যায়। পুন্যাত্মা হইলে তাহাকে বিষ্ণু, শিব বা ইন্দ্রলোকে, আর পাপাত্মা হইলে যমলোকে লইয়া যায়। যমলোক অন্ধকারাময়। যম এই রাজ্যের অধিপতি। চিত্রগুপ্ত ইহাঁর মুহুরি। মুহুরি মহাশয়ের রীতিমত খাতাখতেন সমুদয় সেরেস্তা দুরস্ত আছে, আর মুক্তাত্মা সেখানে আনিত হইলে খাতাখতেন দৃষ্টে দণ্ডাজ্ঞা হয়। রাজার অধিন অনেক গুলি ভৃত্য আছে, ইহাদের নাম যমদূত। দণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন মহল আছে। কোথায় বিষ্ঠাপূর্ণ হ্রদ তন্মধ্যে কৃমি ভাষিয়া বেড়াইতেছে; কোথায় অগ্নিময় কুণ্ড দিবারাত্র জ্বলিতেছে; কোথায় বিকটাকার দূত সব লৌহ দণ্ড হস্তে করিয়া বেড়াইতেছে ফলতঃ চারি দিকে 'গেলুমৃরে! মলুমৃরে! আর করিব না, ঘাট হয়েছে!' ব্যতিত আর কোন শব্দ শোনা যায় না। পৌত্তলিক হিন্দুর এই কল্পিত নরক। আবার আমাদের মধ্যে যাঁহারা নিরাকার উপাসনা করেন, তাঁহারা 'পাপে তনু জর জর' বা 'পুড়ে মলাম অন্তরানলে' ভাবিয়া দিবারাত্র দগ্ধ হইতে থাকেন। খ্রীষ্টানের অনন্ত নরক, মুসলমানের ইন্দ্রিয়-সুখ-হীন নরক বা অপর সম্প্রদায়ের অন্যরূপ নরকের কথা এস্থলে কিছু বলিব না। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবেক যে ধর্ম্ম সৃজনকর্ত্তারা স্ব স্ব কল্পনা শক্তির তারতম্য অনুসারে ও সমাজের অবস্থা দৃষ্টে বিশেষতঃ আপনাদের প্রভুত্বের উপর দৃষ্টি রাখিয়া এরূপ ভিন্ন ভিন্ন নরকের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আমরা অনেক মুক্তাত্মাগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত

হইয়াছি যে জগদীশের রাজ্য মধ্যে নরক বলিয়া কোন স্বতন্ত্র স্থান নাই। সেইরূপ পাপ বলিয়া কোন কার্য্য নাই, তজ্জন্য পরলোকে দণ্ড বিধি আইনেরও প্রয়োজন নাই। যদি আত্মার অসম্পূর্ণ কালের কার্য্যকে পাপ বল, তবে সে পাপের দণ্ড না দিয়া কালে সেই আত্মাকে সম্পূর্ণ করা জগৎপিতার উদ্দেশ্য। আর সেই উদ্দেশ্য সকল জন্য আত্মা মৃত্তিকা নির্ম্মিত দেহ হইতে বাহির হইলে উন্নতি সোপানে চড়িয়া দিন দিন উপরে উঠিতে থাকেন। ইচ্ছা এই উন্নতির প্রধান উপায় কিন্তু এ ইচ্ছা হঠাৎ সকলের মনে উপস্থিত হয় না। আমরা অনেক মুক্তাত্মার মুখে শুনিয়াছি যে পৃথিবী হইতে অবসর হইবার অনেক দিন পর পর্য্যন্ত অনেকেই কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এই কালে উচ্চ শ্রেণীস্থ মুক্তাত্মাগণ তাঁহাদের সৎপথে মতি ও ধর্ম্মে মন লওয়াইবার চেষ্টা করেন কিন্তু হইলে কি হয়, যত দিন ভোগের কাল সম্পূর্ণ না হয়, তত দিন ভাল হইবার ইচ্ছা হয় না। আবার কাল সম্পূর্ণ হইলে হয় ত অতি সামান্য কথায় দিব্যজ্ঞান জন্মিয়া যায়। ৺ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নাম অনেকে অবগত আছেন। বৃন্দাবনধামে ইহাঁকে লালা বাবু বলিয়া সকলে জানে। কথিত আছে যে এক দিন কার্য্যোপলক্ষে বেলা দুই প্রহর তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত জমিদারির কার্য্য করিতেছিলেন, এই কালে তাঁহার কন্যা আসিয়া বলিল "বাবা ভাত খাবেন না—বেলা গেল"। লালা বাবু হাতের কলম

দেখিলেন, কন্যা পানে একবার চাহিলেন ও মনে ভাবিলেন 'সত্য বটে, বেলা গেল'। তৎক্ষণাৎ গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া বাটি হইতে বাহির হইলেন ও জীবনের অবশিষ্ট কাল সন্ন্যাসী হইয়া কাল কাটাইয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে লেখা আছে যে রূপ ও সনাতন নামক দুই আতা নবাবের অধিন মন্ত্রী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। এক দিন সন্ধ্যাবেলা পদব্রজে নগর প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন এমন সময় জনেক ধোপানি আপন ধোপাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল 'সন্ধ্যা হল, বাসনায় আগুণ দিবে না'। ইহাঁদের মনে অমনি বৈরাগ্যভাব উপস্থিত হইয়া স্থির করিলেন 'সত্য বটে, জীবনের শেষ হইয়া আসিয়াছে আর ঐহিক বাসনায় কি প্রয়োজন'? অমনি সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৈষ্ণব হইলেন। পরলোকে মৃতাত্মা সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম প্রচলিত আছে। এই পুস্তকের ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের আত্মা অতি অল্পদিন মধ্যে এত উন্নত হইয়াছেন যে এক্ষণে যখন তিনি আমাদের চক্রে উপস্থিত হন, সকলের মন আনন্দে পূর্ণ হয়। এক্ষণে তিনি পরোপকার ও দিবারাত্র জগদীশের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আবার ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিত জয়গোপালের উন্নত হইবার কাল এখনও হয় নাই। সে ঈশ্বরের নাম শুনিলে বলে 'আমি আজও অত বুড়া হই নাই'। এবং উক্ত শ্রেণীর মৃতাত্মার আগমনে তৎক্ষণাৎ পলাইয়া যায়। এই জন্য বলি, পরলোক-বাসীদের মুক্তি বা উন্নত হইবার অগ্রে

তাঁহাদের মনে ভাল হইবার ইচ্ছা হয়, আর সেই ইচ্ছা যত প্রবল হয়, ততই দিন দিন তাহারা উন্নত হইতে থাকে।

মূর্খতা ও অজ্ঞানতা সকল ভয় ও ভাবনার কারণ। এযাবত কাল ইহকাল ও পরকাল মধ্যে এক অজানিত অন্ধকারাময় দুরূহ প্রবাহ বহিতেছিল। ইহকালের ধারে দাড়াইয়া নীচে উঁকি মারিলে অতলস্পর্শ, ও সামূনে অসীম অন্ধকারাময় শূন্য দেখিয়া মনে ভয় হইত। এখন আর সে ভয়ের কোন কারণ নাই। এখন ইহকাল ও পরকাল মধ্যে যে ভীষণ তরঙ্গ বহিতেছিল, তাহার উপর দিয়া একটী মনোহর সেতু নির্ম্মাণ হইয়াছে। মনে করিলে যে সে অল্প সাধনে ওপারের সংবাদ আনয়ন করিতে পারে।

আর মরণে কি ভয়! এখন সেই সেতু দিয়া এপারের লোক ওপারে, ও ওপারের লোক এপারে অনায়াসে যাতায়াত করিতেছে! এখন ইহকাল ও পরকাল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাল না থাকিয়া আত্মা সম্বন্ধে এক কাল হইয়াছে। এখন ওপারের লোক আসিয়া বলিয়া যাইতেছে যে লৌহদণ্ড, বিষ্ঠার হ্রদ বা অনন্ত অনল কেবল কল্পিত কথা মাত্র। আবার দেখিতেছি যাহার যে আকার তাহার কিছুমাত্র রূপান্তর হয় না ও তাহাদের স্নেহ, প্রেম ও প্রণয় সেখানে সমান ভাবে থাকে। আপন আত্মীয় স্বজনের মুক্তাত্মাগণ আশে পাশে চারি দিকে থাকিয়া সর্ব্বদা মঙ্গল চেষ্টা করিয়া থাকেন। যেরূপ মৃত্তিকা

নির্ম্মিত দেহ হইতে আত্মা-শরীরের উৎপন্ন, সেই রূপ মৃত্তিকা-জ্ঞান হইতে আত্ম-জ্ঞানের জন্ম জানিও। এই জন্য সংসারকে কখন অসার বোধ করিও না। শৈশব কালে ধুলা খেলা করিতে করিতে সত্য খেলার শিক্ষা হয়, সেই রূপ সংসারিক কার্য্য*সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা জ্ঞান উপার্জ্জনের সার উপায় জানিও। আর শোকের কোন কারণ নাই। পুত্র-শোকে-কাতরা জননী! উঠ, তোমার পুত্র মরে নাই; সে কেবল সুক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া অনন্ত উন্নতির সোপানে চড়িয়া আছে। পতিপ্রাণা রমণি! তোমার বিচ্ছেদ অল্পকাল জন্য—তোমার প্রিয়কান্ত অহর্নিশি তোমার পানে প্রীতি নয়নে চাহিয়া তোমার মুক্তকাল প্রতীক্ষা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছেন। জনক-জননী-শোকে-কাতর সন্তান! বৃথা শোক পরিহার কর। তোমার গুরুজনেরা অন্তরাল হইতে তোমাকে আপদ বিপদ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন।

এখন আর 'কি হবে কোথায় যাব মরণের পর', ভাবিয়া ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন নাই। এখন জানিয়াছি যে 'দেহান্তর' হলে আর 'একেবারে ফুরাইব' না। আমাদের 'মনের এত আশা,' 'চিরোন্নতি লালসা', 'জ্ঞান পিপাসা' এবং 'স্নেহ ও প্রেণয়ের আশা' কখনই বৃথা হইবার নহে, তজ্জন্য ঐ সব এখন হইতেই 'মনে এত তোলা পাড়া করে'। যেরূপ সামান্য গুটি হইতে সুন্দর প্রজাপতি বাহির হইয়া উপরে উড়িয়া যায় সেই রূপ

দেহ হইতে আত্মা বাহির হইয়া উন্নতি সোপানে চড়িয়া ক্রমান্বয়ে উপরে উঠেন। আহা! এখন যদি মহর্ষি নারদ মুনি আমাদের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান চক্রে উপস্থিত হইয়া বীনা বাজাইতে বাজাইতে নিচের লিখিত গানটি গাইতে থাকেন, তবে তাঁর মুখে ইহা কি সুমিষ্ঠ লাগে।

মনে কর শেষ দিন কিবা শুভকর।
মাটির দেহ ছাড়ি যবে যাব নিজ ঘর॥
অতুল অমরপুর, আমরি কি মনোহর!
জ্ঞান সূর্য্য উঠি যথা, নাশিছে পাপ তিমির।
নদ নদী সরোবর, প্রেম মন্ন বারি তার,
হেলে দুলে বহিতেছে, মিসিতে সুখ সাগর॥
জ্ঞান গিরি সারি সারি, চারি দিকে শোভা করি,
পরাপর উঠিয়াছে, না দেখি অনন্ত তার।
পুরবাসি আছে যারা, অজরা অমরা তারা,
প্রেমানন্দে মন ভরা, দেব তুল্য ব্যবহার॥
ভক্তিরস সুধাপানে, শয়নে স্বপনে ধ্যানে,
পুজিছে আদি কারণে, সেই সত্য নিরাকার!

ভূমিকা।

আজ কাল পুস্তক লেখা এদেশে সংক্রামিক রূপে দেশ ব্যাপিয়া প্রচলিত হইতেছে। ফলতঃ ধন উপার্জ্জনের ইহা একটি সহজ উপায়। বিশেষতঃ যদি সেই পুস্তক আবার স্কুলে চল্‌তি হয়, তবে জমিদারি কোথায় আছে। পায়ের উপর পা দিয়া আপন জীবন-তাবত-কাল অনায়াসে সুখে কাটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পাঠকগণ! আমি সে অভি-প্রায়ে এ পুস্তক লিখি নাই, তাহলে বর্ণ পরিচয়, ভুগোল, শাস্থ্যরক্ষা বা অন্তাবতির ইতিহাস লিখিতাম। বিশেষ ধরায় যাঁহারা ভাগ্যধর পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারা ধন-মান-মদে এত মত্ত যে বুঝি পরকাল না থাকিলেই বাঁচিয়া যান। দেশের এরূপ অবস্থায় অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন লেখা কখন আদরনীয় হইতে পারে না। আবার অনেকে 'কীর্ত্তিঃ যস্য স জীবতি' ভাবিয়া পুস্তক লিখিয়া থাকেন। সেরূপ আশাও আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত দুরূহ। 'ফলেনঃ পরি-চীয়তে'—সামান্য বানানে পর্য্যন্ত বিস্তর ভুল দেখিতে পাইবেন! তবে কি জন্য আমি এ পুস্তক ছাপাইলাম তাহা নিম্নে বিদিত করিতেছি।

প্রথমতঃ। আজ ১৭ বৎসরের কথা। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় বাবু হেমন্ত ও শিশির কুমার ঘোষের

অমুজ পরিবারমধ্যে কলহ করিয়া গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা হন। সম্পাদকদ্বয় আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাদের দুঃখে আমিও নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম; বিশেষতঃ তাঁহাদের জননী—আহা সেই বুদ্ধিমতী, চতুরা ও পূন্যবতী আর্য্যা-আদর্শ নারী, শ্রীমতি অমৃতময়ী দাসী—পুত্রশোকে ভাবিয়া ভাবিয়া পাগলিনী প্রায় হইয়াছিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেন না, কিন্তু শোক আগুণ গুমিয়া গুমিয়া দগ্ধ করিয়া ভিতরের হৃদয়কে একেবারে ছারখার করিতেছিল। এই অবস্থায় শিশির কুমার বাটীতে একটি আধ্যাত্মিক চক্র স্থাপন করেন। সে চক্রে তাঁহার, কয়েক ভ্রাতা ভগ্নি ও জননী প্রত্যহ বসিতেন। ২।১ দিনের মধ্যে ভগ্নি ও এক ভ্রাতা মিডিয়ম হইয়া উঠিল। শ্রীমতী জননী ঠাকুরাণী পুত্রশোক ভুলিয়া গিয়া কতক্ষণে সন্ধ্যা হবে, কতক্ষণে চক্রে বসিব ও কতক্ষণে প্রাণকুমারকে দেখিব ও তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিব এই ভাবনায় সমস্ত দিন ব্যস্ত হইয়া কাটাইতেন। আমি জানিতাম যে শোকের কোন ঔষধি নাই কিন্তু তাঁহার শোক দমন দেখিয়া আমি সেই কালে এই 'শোক-বিজয়' লিখিবার প্রথম সংকল্প করি।

দ্বিতীয়তঃ। এই পুস্তকের ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখিবেন যে যখন ১৮৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে আমি অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিবার জন্য জসহর মোকামে একটী চক্র সংস্থাপন করিয়া তথায় দুই বৎসর

কাল অধিবেশন করি। সেই কালে বহরমপুর নিবাসী কুমার কৃষ্ণনাথ বাহাদুরের মুক্তাত্মা একদা আমাদের চক্রে আসিয়া "মৃত্যু নাই" এই কথা সকলের নিকট প্রকাশ করিতে আদেশ করেন। কুমার বাহাদুর পৃথিবীতে থাকিবার কালে আমার মাতাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও আমাকে অনুজের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং আমিও অগ্রজের ন্যায় তাঁহাকে ভক্তি করিতাম। আমি সেই কালে তাঁহার নিকটে এই বিষয় প্রকাশ করিব বলিয়া বাক্যদত্ত হইয়াছিলাম। দুরাবস্থা বশতঃ এযাবৎ কাল পুস্তক ছাপাইতে পারি নাই কিন্তু এক্ষণে সেই অঙ্গিকার প্রতিপালন করা আমার দ্বিতীয় অভিপ্রায়।

তৃতীয়তঃ। নাম বলিব না—কলিকাতা নিবাসী কোন এক বদ্ধিষ্ঠ ভদ্র সন্তান আপনার এক মাত্র সন্তানকে লইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন সাস্থ্যকর স্থানে বেড়াইয়া বেড়াইতেন কিন্তু কি জানি কেমন কুলগ্নে একবার জন্মভুমি দেখিবার অভিলাষ হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। আসিবার ৩।৪ দিন পরে পুত্রের ওলা-উঠা হইয়া মৃত্যু হয়। ইতিপূর্ব্বে বাবুর আর দুইটি সন্তান ঐ রোগে মারা যায় এবং সেই জন্য বুঝি ওলা-উঠার হাতে আর না যাইতে হয়, সেই ভাবিয়া ভার-তের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডাইতে পারে। পূর্ব্বকার সন্তানদ্বয়ের মৃত্যুতে

বিস্তর কাঁদিয়াছিলেন। কিন্তু এবার বিস্ময় দুঃখকে অধিকার করিল ; চক্ষে জল পর্য্যন্ত আসিতে দিল না। বাবু অবাক হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন। তদ্দৃষ্টে আমি তাহাকে "মৃত্যু কি" তদ্বিষয়ের একখান ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিতে দিলাম। চারি দিন পরে বাবু আমার নিকট উপস্থিত হইয়া পুস্তক খানি ফিরাইয়া দিবার কালে বলিলেন "মহাশয় আপনার পুস্তক লউন। আদ্যোপান্ত আমি দৃঢ় মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি। আপনার প্রসাদে আমার পুত্র মরে নাই নিশ্চয় জানিয়াছি"। এই কালে আমি আর এক বার 'শোক-বিজয়' ছাপাইবার সংকল্প করিয়াছিলাম।

চতুর্থতঃ। আজ চারি বৎসরের কথা—চিকিৎসা উপলক্ষে জনহরে যাইতে হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিবারকালে চাকদহ ষ্টেসনে রেলগাড়িতে উঠি। ঐ গাড়িতে ইষ্ট-বেঙ্গল-রেলওয়ের পুলিস-সুপরিটেণ্ডেণ্ট সাহেব ছিলেন। কথায় কথায় সাহেবের সহিত আলাপ হইলে আমি জানিতে পারিলাম যে সাহেবের ছয়টি সন্তান ছিল। ইতি পূর্ব্বে পাঁচ জন 'ক্রুপ' অর্থাৎ ঘুংরিবালসা রোগে মরিয়া যায়, অবশিষ্ট বালকটি দুই মাস হইল ঐ রোগে মরিয়া গিয়াছে। সাহেব ও তাঁহার বিবি উভয়ে গোঁড়া খ্রীষ্টান। 'প্রভূ পাপের বোঝা আপন স্কন্ধে লইয়া ভক্ত গণের ত্রান করিবেন' তৎপ্রতি তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল কিন্তু হলে কি হয়, রক্ত মাংসের শরীর এক এক বার তাদের মনে পড়িয়া

অতিশয় কষ্ট পাইতেন। বিশেষতঃ তাঁহার বিবি ভাবিয়া ভাবিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছিলেন। আমি প্রায় দুই ঘণ্টা কাল সাহেবের সঙ্গে এক গাড়িতে ছিলাম আর এতাবৎ কাল মৃত্যু, পরকাল ও মৃত্যুযাতনা সম্বন্ধে সাহেবকে বিস্তর বুঝাইয়া ছিলাম। সাহেব আমার উপর অতিশয় সন্তোষিত হইলেন এমন কি শিয়ালদহ ষ্টেসনে যখন গাড়ি হইতে নামি তখন তাঁহার সঙ্গে বাটিতে গিয়া বিবির সহিত আলাপ পরিচয় করিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমি ৪।৫ দিন বাড়ী ছাড়া বলিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। পর দিবস আমি "মৃত্যু কি" তদ্বিষয়ের এক খান পুস্তক পাঠাইয়া দিলাম। চারি দিন পরে সাহেব আমাকে এক খান পত্র লেখেন তাহার অনুবাদ এই ঃ—

প্রিয় মহাশয়!

আপনার প্রেরিত পুস্তক খানি আমি ও আমার হতভাগা পরিবার একত্রে পাঠ করিয়াছি। ধন্যবাদ গ্রহণ করুণ। শোকের বোঝা অনেক হাল্‌কা হইয়াছে আর অনুগ্রহ করিয়া নং ৮ সারকুলর রোডে মদীয় ভবনে আগমন করিলে যথেষ্ট বাধিত হইব।

নিতান্ত অনুগত

স্বাক্ষর—

পাঠকগণ ! সকল রোগের চিকিৎসা এবং সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু এই সর্ব্বনেশে-হৃদয়-শোষণি শোক নিবারণের কোন উপায় নাই। আজ আমি মনুষ্য অমর ও মৃত্যু কেবল রূপান্তর মাত্র, এই বিষয় সকলের নিকট প্রচার করিলাম। বিশ বৎসর পর্য্যন্ত নানা প্রকার সাধনা করিয়া এই অমূল্য সত্য শিক্ষা করিয়াছি। মুক্তাত্মাগণের সাহায্যে ইহকাল ও পরকালের মধ্যস্থিত অন্ধকারাময় হ্রদের উপর সুন্দর সেতু নির্ম্মাণ হইয়া উভয় কাল এক কাল হইয়াছে। সাধনাকালে যে সব অদ্ভুত বিষয় দেখিয়াছি বা মুক্তাত্মাগণের মুখে শুনিয়াছি, তাহার অনেক কথা প্রকাশ করিলাম। আমার কথায় বিশ্বাস হয়, তবে ভালই ; বৃথা-শোক পরিহার কর। যদি অবিশ্বাস হয়, তবে যে যে উপায় দ্বারা এরূপ সাধনা করিতে পারিবেন, তাহাও বলিয়া দিলাম, আপনারা ঘরে পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ফলতঃ আমি ভরসা করি যে আমার এই 'শোক-বিজয়' পাঠে অনেকেরই শোক নিবারণ হইবেক সন্দেহ নাই। কারণ, "সত্যমেব জয়তি"। সত্যের জয় অবশ্য হইবেক।

কস্যচিৎ গ্রন্থকারস্য।

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয় ৺ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের

মুক্তাত্মা মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

মহাশয়!

আপনার নিকট বিস্তর ঋণে বদ্ধ আছি। ঐহিক সম্বন্ধে আপনার প্রগাঢ় যত্নে ও নিষ্কাম চেষ্টায় উচ্চ শ্রেণীর মুক্তাত্মাগণ আমাদের আধ্যাত্মিক চক্রে তাঁহাদের পবিত্র জ্যোতি বিস্তার করিয়া এবং 'মেসমেরিক পাস' দ্বারা আমার পরিবারকে শঙ্কট রোগের বিষম যন্ত্রণা হইতে কত শত বার মুক্ত করিয়াছেন। পারত্রিক সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রদত্ত জ্ঞান শিক্ষা দ্বারা আমরা মৃত্যু ও পরকাল সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত কথা অবগত হইয়াছি। আমরা জানিয়াছি যে পরের দুঃখ বিমোচন করা আপনার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। যখন কোন পতিপ্রাণা রমণী বা পুত্রশোকে-কাতরা জননী এই পুস্তক পাঠ করিয়া আপন শোক সম্বরণ করিবেন, তদ্দৃষ্টে আপনার মন অবশ্য আনন্দে পূর্ণ হইবেক সন্দেহ নাই। এই জন্যে আপনার অনুমতি লইয়া আমার এ 'শোক-বিজয়' পুস্তকখানি শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকারস্য।

শোক-বিজয়।

PHILOSOPHY OF DEATH

20 Years experience on Spiritual Seances—How to form Circles—Mesmerism, Clairvoyance, Dreams &c., communications from several Spirits, with an engraving Showing the birth of Spirit.

PUBLISHED BY

R. K. MITTER & CO.

NO 2, OLD COURT HOUSE CORNER,

AND

349, CHITPORE ROAD.

Calcutta.

Printed by G. P, Roy & Co,

No. 21, Bow Bazar Street,

1881.